সান্ ইয়াৎ সেন্
ও
বর্ত্তমান চীন

শ্রীজ্যোতিষকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
প্রণীত

প্রাপ্তিস্থান
চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লি
১৫ নং কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা।

১৩৩৩

মূল্য ১।০ পাঁচসিকা

প্রকাশক
শ্রীশিবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
১১১।১ লেক্ রোড
কালীঘাট

প্রিণ্টার
শ্রীরত্নেশ্বর ভট্টাচার্য্য
বেঙ্গলপ্রিণ্টার্স লিমিটেড
১৩ পটুয়াটোলা লেন্
কলিকাতা

উৎসর্গ পত্র

পরমারাধ্য জনকজননীর

পাদপদ্মে

ভক্তিশ্রদ্ধার যৎকিঞ্চিৎ নিদর্শনস্বরূপ এই পুস্তক

উৎসৃষ্ট হইল।

ভূমিকা

আধুনিক চীনের খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের মধ্যে, সান্ ইয়াট্ সেন্ স্বদেশের জন্য আশৈশব যত দুঃখকষ্ট স্বেচ্ছায় সহিয়াছেন, তত দুঃখকষ্ট বোধ হয় আর কাহাকেও সহ্য করিতে হয় নাই; স্বীয় লক্ষ্যের সাধনায় সান্ যেরূপ তীব্র নিষ্ঠা দেখাইয়াছেন, তদপেক্ষা তীব্রতর নিষ্ঠার দৃষ্টান্ত কেবল চীনে কেন, সমগ্র সভ্যজগতেও বিরল; সর্ব্বশেষে সানের নিস্পৃহতা ও নির্ভীকতা, সকল কালের এবং সকল দেশের জনগণের অনুকরণযোগ্য হইয়া রহিয়াছে। সম্প্রতি সমগ্র চীনে দেশাত্মবোধের যে প্রবল বন্যা খরবেগে প্রবাহিত হইতেছে, সান্ ইয়াট্ সেন্‌কে সেই ভাববন্যার প্রথম স্রষ্টা বলা যাইতে পারে, অন্ততঃ বর্ত্তমান চীন তাহার নবোদ্বুদ্ধ জাতীয়ভাবের জন্য সানের নিকট মুখ্যভাবে ঋণী।

এই পুস্তকের উপাদান অনেকগুলি ইংরাজী গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত হইল, তন্মধ্যে কয়েকখানি প্রধান হইতেছে—Linebarger প্রণীত Sun Yet Sen and the Chinese Republic; Passing of the Manchus; Bertrand Russel প্রণীত The Problem of China; এবং Putnam Weale প্রণীত Why China Sees Red.

পরিশেষে বক্তব্য, এই পুস্তক পড়িয়া পাঠকপাঠিকাগণ, চীনের সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারিয়াছেন বলিয়া যদি মনে করেন, তাহা হইলেই আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। তাহার পর, পুস্তকে যে সব ছাপার ভুল রহিয়া গেল, প্রথম উত্তম বলিয়া, সে সবের জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতে সাহসী হইতেছি।

ইতি—

১৪ই আশ্বিন, সন ১৩৩৩
লেক রোড, কলিকাতা।

শ্রীজ্যোতিষ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

সূচীপত্র

চিত্রসূচী



চীন সাধারণতন্ত্রের প্রথম সভাপতিরূপে
ডাঃ সান ইয়াট্‌ সেন

সান্ ইয়াট্ সেন্

ও

বর্ত্তমান চীন



উপক্রমণিকা

প্রাচীন চীন

বর্ত্তমান চীনদেশকে ভাল ভাবে বুঝিতে হইলে, তাহার প্রাচীন ইতিহাসের সহিত কিঞ্চিৎ পরিচয় থাকা আবশ্যক, এইজন্য প্রাচীন চীনের মোটামুটি বিবরণ দেওয়া গেল।

গ্রীস্ সাম্রাজ্য যখন অভ্যুদয়ের উচ্চ শিখরে অবস্থিত, রোমের নাম যখন অশ্রুত এবং ইউরোপের অন্যান্য অংশ বর্ব্বরগণের আবাস স্থল, সেই সময়ে চীন জগৎবিখ্যাত, সভ্যতার চরমশিখরে আরূঢ়।

প্রাচীন চীনে শিল্পকার্য্যের যথেষ্ট চর্চ্চা ও আদর ছিল। কৃষকগণ পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান ছিল। পূর্ত্তবিদ্যায় চীন আশ্চর্য্য ক্ষমতার নিদর্শন দিয়াছে।

চীন দেশের শাসনপ্রণালী বিশেষ উন্নত ছিল। সম্রাটের অধীন হইলেও গ্রামগুলি স্ব স্ব প্রধান ছিল এবং একপ্রকার স্বায়ত্তশাসন উপভোগ করিত, যাহা বর্ত্তমানকালে সকল দেশেই অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

প্রাচীন চীনে বিদ্যার বিলক্ষণ আদর ছিল (এখনও আছে), এবং সামান্য অবস্থার ব্যক্তিগণ বিদ্যাবলে উচ্চ উচ্চ পদলাভ করিত।

এই সময় হইতেই চীন সাম্রাজ্য ক্ষমতাশালী বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছিল। তারপর ইউরোপীয় শক্তিবর্গ বাণিজ্যের ব্যপদেশে চীনদেশে যাতায়াত আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ তথায় বসতি স্থাপন আরম্ভ করিল, এবং বাণিজ্যের অধিকার লইয়া চীনের তদানীন্তন মাঞ্চুবংশীয় সম্রাটের সহিত তাহাদের বিবাদ আরম্ভ হইল এবং ক্রমে ইউরোপীয় সমরশক্তির নিকট পতনোন্মুখ মাঞ্চু সম্রাট্ যখন পরাভূত হইল তখন হইতে চীন সাম্রাজ্যের পশার প্রতিপত্তি নিষ্প্রভ হইয়া গেল।

অন্যান্য দেশের ন্যায় চীনেও বহু রাজবংশের অভ্যুদয় ও পতন স্বাভাবিক নিয়মে ঘটিয়া আসিয়াছে।

সন্নিহিত শক্তিশালী জাতিদের আক্রমণও মাঝে মাঝে চীনকে সহ্য করিতে হয়। বিখ্যাত মোঙ্গল চেঙ্গিস্ অথবা জেঙ্গিস্ খাঁন্ সমগ্র চীন তথা অর্দ্ধ এসিয়ার অধীশ্বরত্ব লাভ করিয়া ইউরোপের ও ভীতি স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এই সকল যুদ্ধবিগ্রহ চীনদেশের জনসাধারণের জীবনে বিশেষ পরিবর্ত্তন আনিত না; শিল্প, কলা, বিদ্যা প্রভৃতির অনুশীলনে কোনও ব্যাঘাত ঘটাইত না। যতদিন জীবনীশক্তি চীনে বিদ্যমান ছিল ততদিন তথায় সুশৃঙ্খলা, শান্তি, প্রাচুর্য্য বিরাজ করিত, নূতনের উদ্ভাবনা হইত। ততদিন চীন সাম্রাজ্যের পরাক্রম দেশবিদেশে খ্যাত ছিল। ক্রমশঃ রাজতন্ত্রের অধঃপতন আরম্ভ হইল, উন্নতির স্রোত রুদ্ধ হইল, নূতনের উদ্ভাবনা স্থগিত হইল। বিলাসব্যসন, স্বার্থপরতা উৎপীড়ন রাজশক্তিকে অধিকার করিল। ফলে রাজতন্ত্রের পতন অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। দেশের সর্ব্বত্র অশান্তি গণ্ডগোল বাধিয়া গেল।

চীনের বিবিধ রাজবংশ

অন্যান্য দেশের মত চীনের প্রাচীনতম ইতিবৃত্ত অস্পষ্ট এবং বিচিত্র ঘটনাবলীর জালে জড়িত। খৃষ্টপূর্ব্ব ২৩০০ বৎসর পূর্ব্বের রাজার নাম চীন পুরাবৃত্তে পাওয়া যায়। উক্ত অব্দে ইয়াও নামক রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইয়াও জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের সাহায্যে বৎসরকে সেই প্রাচীনকালেই ৩৬৬ দিনে ভাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার পর শান্ ও ইউ নামক আরও দুইজন প্রসিদ্ধ শাসকের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ইহার পর বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইতেছে কন্‌ফিউসিয়াসের যুগ। খ্রীঃ পূঃ ৫৫১ অব্দে কন্‌ফিউসিয়াস্ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতামাতার একমাত্র পুত্র ছিলেন। তিন বৎসর বয়সে তিনি পিতৃহীন হয়েন এবং পঞ্চদশবর্ষে পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করেন। বিংশবর্ষের পূর্ব্বেই তাঁহার বিবাহকার্য্য নিষ্পন্ন হয় এবং বিংশবর্ষ বয়ঃক্রমে তাঁহার একমাত্র পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়।

আমাদের দেশে বুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ, পাশ্চাত্যে খৃষ্ট প্রভৃতি মহাপুরুষগণ জনগণের উপর যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন ও কোটী কোটী নরনারীর হৃদয়ে ভক্তি ও শ্রদ্ধার আসন লাভ করিয়াছেন, চীনদেশে কন্‌ফিউসিয়াসেরও প্রভাব তদ্রূপ, এবং চীনগণ তাঁহার বাক্য অক্ষরে অক্ষরে তাঁহার সময় হইতে পালন করিয়া আসিতেছে (আজকাল এই ভক্তি ও শ্রদ্ধার কিছু ব্যতিক্রম হইয়াছে)।

কন্‌ফিউসিয়াস্ নূতনের উদ্ভাবনা করেন নাই। পুরাতনের মহৎ ও সুন্দর ভাবের প্রচারকর্ত্তা রূপেই তাঁহার খ্যাতি। পূর্ব্ববর্ত্তী বিচ্ছিন্নরূপে অবস্থিত প্রাচীন রচনাবলী তিনি সঙ্কলিত ও সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট করিয়া কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কন্‌ফিউসিয়াসের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীন চীনের যাহা কিছু ইতিহাস তাহা মাত্র এই পুস্তক হইতেই পাওয়া যায়।

কন্‌ফিউসিয়াস্‌ নিজেও একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার উপদেশাবলী তদীয় শিষ্যগণ কর্ত্তৃক সংরক্ষিত ও লিপিবদ্ধ হয়।

ঈশ্বর, পরকাল বা পাপ পুণ্য সম্বন্ধে কন্‌ফিউসিয়াস্‌ বিশেষ কিছু বলেন নাই। এ সকল বিষয়ে পূর্ব্ব হইতেই যে মত দেশে প্রচলিত ছিল তাহাই অবলম্বন করিয়া তাহার উপর তিনি স্বীয় নীতিশাস্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন।

রাজ্য ও সমাজ কি রীতিতে সুন্দরভাবে পরিচালিত হইতে পারে, পরিবার ও গোষ্ঠীতে কি উপায়ে শান্তি ও সুখের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে, প্রত্যেক ব্যক্তি অপরের সহিত স্থানকালপাত্র বিশেষে কিরূপ ব্যবহার করিবে এই সকল বিষয় কন্‌ফিউসিয়াস সারাজীবন শিক্ষা, আলোচনা ও প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

কন্‌ফিউসিয়াসের এই নীতি ধর্ম্ম দুই হাজারেরও অধিককাল ব্যাপিয়া চীনের অগণ্য অধিবাসীকে নিয়ন্ত্রিত ও চালিত করিয়া আসিতেছে। চীনদের শিষ্টাচার ও ভদ্র ব্যবহার প্রসিদ্ধ। দীর্ঘকাল যাবৎ কন্‌ফিউসিয়াসের ধর্ম্মপালন করাই এই ভদ্র ব্যবহারের মূল বলিয়া অনেকে মনে করেন।

খৃঃ পূঃ ৪৭৯ অব্দে কনফিউসিয়াস্‌ দেহত্যাগ করেন।

চীন সাম্রাজ্যের ক্রমিক গঠন

কন্‌ফিউসিয়াসের সময়ে চীনদেশের সীমা দক্ষিণে ইয়াঙ্‌-সি নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং চীনদেশ অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই রাজ্যগুলির মধ্যে সর্ব্বদাই যুদ্ধ বিগ্রহ লাগিয়া থাকিত।

খৃঃ পূঃ ২২১ সালে শি-হোয়াঙ্গ-টি চীন জয় করেন এবং তাঁহার

প্রতাপে বিবদমান রাজ্যগুলি এক শাসনের অধীনে আসে। শির সাম্রাজ্য বাড়িতে বাড়িতে প্রায় আধুনিক চীনদেশের সীমায় পৌছে।

সম্রাট্ শি রাস্তা ও খাল নির্ম্মাণ করান এবং হুন্ আক্রমণকারীদের গতিরোধের জন্য পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য্যের অন্যতম চীনের বিখ্যাত প্রাচীর নির্ম্মাণ করান।

সম্রাট্ শি অত্যন্ত দর্পী ছিলেন এবং কন্‌ফিউসিয়াসের পূজা তাঁহার চক্ষে অসহ্য হওয়ায় তাঁহার গ্রন্থরাজি ভস্মীভূত করিবার আদেশ দেন এবং পাঁচশত পণ্ডিতকে হত্যা করান। অবশ্য গ্রন্থাবলী ধ্বংস করার আদেশ রাজ কর্ম্মচারীদের দ্বারা সম্যক্ প্রতিপালিত হয় নাই এবং সেইজন্যই এখন পর্য্যন্ত তাহা টিকিয়া রহিয়াছে। খৃঃ পূঃ ২১০ সালে সম্রাট্ শি গতাসু হয়েন। খৃঃ পূঃ ২০৬ হইতে ২২০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত হ্যান বংশীয়গণ চীন-সাম্রাজ্য শাসন করেন।

হ্যানবংশীয় প্রথম সম্রাট্ বিদ্যাচর্চ্চার পুনঃপ্রবর্ত্তন করেন ও সম্রাট্ শির আদেশে বিনষ্ট প্রাচীন গ্রন্থবলীর সর্ব্বত্র অনুসন্ধান আরম্ভ করান। তাঁহার চেষ্টায় কন্‌ফিউসিয়াসের কীর্ত্তির উদ্ধার সাধিত হয়।

হ্যান্ বংশীয় আর এক সম্রাট্ স্বপ্নে সুবর্ণনির্ম্মিত বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করেন। সম্রাট্ সভায় এই স্বপ্নের তাৎপর্য্য জানিতে চাহিলেন। একজন সভাসদ্ বুদ্ধদেবের সম্বন্ধে কিছু শুনিয়াছিল—সে সম্রাট্‌কে জানাইল যে, তিনি শাক্যসিংহের মূর্ত্তি স্বপ্নে দেখিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া সম্রাটের কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইল, এবং অবিলম্বে তাঁহার আদেশে ভারতে দূত প্রেরিত হইল। দূতগণ ভারত হইতে কয়েকজন বৌদ্ধ ভিক্ষু ও তাঁহাদের সহিত বুদ্ধদেবের অনেকগুলি প্রতিমূর্ত্তি আনয়ন করিল। এই ঘটনা ৬৩ খৃষ্টাব্দে ঘটে। ইউরোপে তখন সেণ্ট্ পল্ খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। ভারত হইতে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের আগমন চীনে বৌদ্ধধর্ম্মের সূত্রপাত করিল।

চীনে যখন হ্যান বংশের প্রবল প্রতাপ ইউরোপে তখন রোমসাম্রাজ্য ঐশ্বর্য্য ও শক্তির পরাকাষ্ঠায় পৌঁছিয়াছিল। চীনের বাহিনী দিক্‌বিজয় উপলক্ষ্যে বহির্গত হইয়া পশ্চিম দিকে এশিয়া অতিক্রম করিয়াছে, এবং রোমের বাহিনী ও পূর্ব্বে অগ্রসর হইয়াছে, অবশেষে এই দুই প্রবল পরাক্রান্ত বাহিনীর সাক্ষাৎকার ঘটিল কাস্‌পিয়ান্ সাগরের উপকূলে। তারপর হইতে রোমের দ্রুত পতন আরম্ভ হইল।

চীনে ও ঘোর বিশৃঙ্খলা চলিতেছিল। এই অরাজকতার মধ্য হইতে ট্যাঙ্গ্ বংশের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট্ লি উয়ান্ উত্থিত হইলেন। ট্যাঙ্গ্ বংশের অধিকার কালকে কোন কোন ঐতিহাসিক চীন সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই ট্যাঙ্গ্ বংশের আমলে চীন সর্ব্ব বিষয়ে উন্নত হইয়া উঠিল। অনেক বিদ্যালয় স্থাপিত হইল, এবং বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগকে রাজকর্ম্মে নিযুক্ত করা হইতে লাগিল। এই সময়েই চীনদেশ আধুনিক আয়তন লাভ করে, এবং এই যুগেই চীনে বিবিধ সুকুমার শিল্প ও কলার পূর্ণ বিকাশ সাধিত হয়।

এই ট্যাঙ্গ্ বংশীয়গণের রাজত্বকালেই খৃষ্টীয় মিশনারীগণ চীনদেশে প্রথম পদার্পণ করেন এবং তদবধি তথায় যাতায়াত ও বসবাস স্থাপন করিতে আরম্ভ করেন। সম্ভ্রান্ত চীন রমণীদের পদ বন্ধন প্রথা এই সময়েই প্রচলিত হয় বলিয়া খ্যাত।

চীনদেশে তাতার ও হুন জাতিদের উৎপাত অতি পূর্ব্ব হইতেই ছিল। অতঃপর ট্যাঙ্গ্ বংশের অবসানে বিখ্যাত মোঙ্গল জাতীয় জেঙ্গিস্‌খাঁ চীন সাম্রাজ্য অধিকার করে। এই জেঙ্গিস্‌খাঁর অধীনে মোঙ্গল বাহিনী চীন, ভারত, পারস্য ও রাশিয়াকে ত্রস্ত ও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সমগ্র এশিয়া এক সময়ে জেঙ্গিসের নামে থরহরি কাঁপিত। জেঙ্গিস্‌খাঁ অত্যন্ত নৃশংস প্রকৃতির লোক ছিল। যে সকল জনপদ জেঙ্গিস্ জয় করিত

তথাকার আবাল বৃদ্ধবনিতাকে নিষ্ঠুর ভাবে নিহত করিবার আদেশ দিত, বাড়ী ঘর জ্বালাইয়া দিত, শস্যক্ষেত্র ধ্বংস করিত, এক কথায় যে জায়গার মধ্য দিয়া জেঙ্গিস্‌খাঁ ও তাহার সৈন্যদল গমন করিত তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সকল শ্মশানে পরিণত হইয়া যাইত। জেঙ্গিস্ চীন দখল করিলেও চীনের সম্রাট্ হইতে পারে নাই বা হয় নাই।

জেঙ্গিসের পৌত্র কাব্‌লাইখাঁ চীনের সাঙ্গ্ বংশকে নিষ্কাশিত করিয়া সমগ্র চীনের একছত্র সম্রাট্ হইল। এই সাঙ্গ্ বংশ ৯৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করে। জেঙ্গিসের রাজধানী মোঙ্গলিয়া দেশে ছিল। কাব্‌লাইখাঁ পিকিঙে রাজধানী স্থাপন করিল। চীন সভ্যতার সংস্পর্শে কাব্‌লাই এবং চীনে উপনিবিষ্ট মোঙ্গলগণ অনেক পরিমাণে সুসভ্য হইয়া উঠিল এবং মোঙ্গলদের নৃশংস ও বর্ব্বর প্রকৃতি ক্রমে বিস্মৃত হইতে লাগিল। কাব্‌লাইখাঁর পর হইতে মোঙ্গল সম্রাট্‌গণ চীনদেশের রীতি নীতি সম্পূর্ণরূপে অবলম্বন করিয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিল। মোঙ্গল আধিপত্য ১৩৭০ খৃষ্টাব্দে শেষ হইলে, চীন সাম্রাজ্য বিশুদ্ধ চীনীয় মিঙ্গ্‌বংশের করতলগত হইল। মিঙ্গ্‌বংশের অবসানে মাঞ্চুবংশ ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে চীন সাম্রাজ্য অধিকার করিল।

এই মাঞ্চুবংশ নিজ চীন দেশের উত্তর পূর্ব্বদিকে অবস্থিত মাঞ্চুরিয়া দেশের অধিবাসী। ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে হইতে ১৯১১ খৃষ্টাব্দের বিপ্লব পর্য্যন্ত মাঞ্চুবংশ চীনসাম্রাজ্য অধিকার করিয়াছিল। মাঞ্চুবংশের অধিকার কালে চীন বিশেষ উল্লেখ যোগ্য উন্নতি লাভ করে নাই; নূতনের উদ্ভাবনা ও বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। মাঞ্চুবংশীয় সম্রাট্‌বর্গ কন্‌কিউসিয়াসের নীতিমার্গের গোঁড়া ভক্ত ছিলেন, এবং অল্প বিস্তর সেই নীতি অনুসারে সাম্রাজ্য শাসন করিতেন।

মাঞ্চুবংশের চীন অধিকারের প্রথমাবস্থায় চীনবাসীদের উপর প্রবল

অত্যাচার ও উৎপীড়ন চলিয়াছিল। শাসক মাঞ্চুজাতি শাসিত চীনজাতির উপর নিজেদের অনেক আচার ব্যবহার চাপাইবার চেষ্টা করে। ফলে বিজিত চীন পুরুষগণ মাঞ্চুদের মত মস্তকের সম্মুখভাগ কামাইয়া পশ্চাদ্ভাগে দীর্ঘ বেণী ধারণ করিতে লাগিল।

মাঞ্চুজাতি চীনজাতির অপেক্ষা সভ্যতায় অনেক হীন ছিল। সেইজন্য, সামরিক বীর্য্যবলে চীনের ড্রাগন লাঞ্ছিত সিংহাসন অধিকার করিলেও মাঞ্চু সম্রাট্গণ শ্রেষ্ঠ চীন সভ্যতার প্রভাবকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারেন নাই। শনৈঃ শনৈঃ তাঁহারা চীনদেশের রীতিনীতি আচার পদ্ধতি সবই অবলম্বন করিতে লাগিলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই চীনজাতির অঙ্গীভূত হইয়া পড়িলেন।

চীনগণ কিন্তু মাঞ্চুদিগকে একেবারে আপনার করিয়া লইতে পারে নাই, তাহাদের সহিত অল্প বিস্তর পার্থক্য রক্ষা করিয়া চলিতেছিল। উপরন্তু বিদেশী মাঞ্চুরাজবংশের বিরুদ্ধে অন্তরে অন্তরে তাহারা বিদ্বেষ পোষণ করিয়া আসিতেছিল। তৎপরে, ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ইংরাজের সহিত সমর হইতে হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯০০ খৃষ্টাব্দের বক্সার বিদ্রোহ পর্য্যন্ত, চীনজাতি পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের হস্তে উপয্যুপরি পরাজয়, লাঞ্ছনা, ও নির্য্যাতন ভোগ করায় মাঞ্চু রাজবংশের শাসন ক্ষমতার উপর সমগ্র চীনের গভীর অবিশ্বাস জন্মিল, মাঞ্চুসরকারের পশার প্রতিপত্তি নষ্ট হইয়া গেল। ফলে মাঞ্চুবংশ ধ্বংস করিবার জন্য বিপ্লবের ষড়যন্ত্র হইতে লাগিল। এই বিপ্লবকারিগণের মধ্যে ডাঃ সান্ ইয়াট্ সেন্ সর্ব্বাপেক্ষা সুবিখ্যাত হইয়া উঠিলেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

জন্ম ও শৈশব

কোয়াঙ্গ্‌টাঙ্গ্‌ প্রদেশস্থ চোই হাঙ্গ্‌ নামক এক ক্ষুদ্র নগরে, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে, সান্‌ ইয়াট্‌ সেন্‌ জন্মগ্রহণ করেন। স্বদেশে তিনি সান্‌ ওয়েন্‌ নামেই অধিক পরিচিত।

সান্‌* পরিবারের আদিম নিবাস অন্যত্র ছিল। বংশবৃদ্ধি হওয়ায় কতক অংশ চোই হাঙ্গে আসিয়া বাস স্থাপন করে। সান্‌ ইয়াট্‌ সেনের কয়েক পুরুষ পূর্ব্ব হইতে সান্‌ পরিবার এই স্থানে বাস করিয়া আসিতেছেন।

চোই হাঙ্গের বালকগণ শৈশব হইতেই কোনও না কোন প্রকার শারীরিক পরিশ্রমের কার্য্যে অভ্যস্ত হইয়া থাকে, কঠোর দৈহিক পরিশ্রমকে অবশ্য কর্ত্তব্য এবং নিত্যকার্য্য রূপে মনে করিতে শিখে।

আমাদের দেশে কিছুকাল পূর্ব্বেও, পল্লীগ্রামের গুরুমহাশয় চণ্ডীমণ্ডপে পাঠশালা বসাইতেন। তেমনি, চীনেও মন্দিরের ভিতর পাঠশালা বসিবার রীতি প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে।

বালক সান্‌ মন্দির-পাঠশালায় পড়া সারিয়া তাহাদের ক্ষেতে কাজ শিখিত। ক্ষেতে কাজ শিখিত, কেন না সান্‌ পরিবার প্রধানতঃ কৃষিজীবী ছিল। ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্যই তাহাদের জীবন ধারণের প্রধান উপকরণ ছিল।

এই সময় হইতে সান্‌ ইউরোপবাসীদের সম্বন্ধে অনেক বিচিত্র গল্প শুনিতে পাইত এবং তাহাদিগকে দেখিবার জন্য তাহার তরুণ চিত্তে কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিত।

* চীনদেশে পারিবারিক উপাধি ব্যক্তির নামের অগ্রে বসে।

ইউরোপ এবং আমেরিকার অধিবাসীরা চীন জনসাধারণের মধ্যে তখন সাগরবাসী নামে পরিচিত ছিল।

চীনদেশের পল্লীগ্রামে সাগরবাসীরা তখন দৈত্যদানবের মত, উপদেব-তার মত, ভীষণ জীব বলিয়া পরিগণিত হইত। তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার, প্রলয়ঙ্কর গোলাগুলি সবই, চীনের সাধারণ লোকদের মধ্যে একটা নিদারুণ ভয়ের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল এবং তাহাদের সম্বন্ধে অদ্ভুত আজগুবি গল্প মুখে মুখে ফিরিয়া জনসাধারণের হৃদয়ে অদ্ভুত ধারণার সৃষ্টি করিত।

সাগর পারে যাওয়া একটা অসমসাহসিক কার্য্য বলিয়া সকলে মনে করিত। তাহার যথেষ্ট কারণ ছিল। সে সময়ে সাধারণ লোকেরা মজুর হইয়া আমেরিকায় যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে অনেকেই আর দেশে ফিরিত না; কতক সেইস্থানেই থাকিয়া যাইত, কতক বা পথেই জীবনলীলা সংবরণ করিত। কাজেই সাগর যাত্রাকে 'পাড়া গেঁয়ে' লোকরা অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে দেখিত এবং সাধ্যপক্ষে নিজেদের আত্মীয় স্বজনকে নিশ্চিত মরণরূপ সাগরপারে যাইতে দিত না।

আমেরিকায় চীনা মজুরের প্রয়োজন সম্বন্ধে ইতিবৃত্ত আছে। কালি-ফোর্ণিয়া প্রদেশে যখন স্বর্ণক্ষেত্রের আবিষ্কার হইল, তখন স্বর্ণ উত্তোলনের জন্য বিস্তর মজুরের প্রয়োজন হইল। কিন্তু স্বর্ণভূমির মালিকগণ সহস্র চেষ্টায়, প্রচুর পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া ও আমেরিকা হইতে যথেষ্ট মজুর সংগ্রহ করিতে পারিল না। ইউরোপও এত দূরে যে তথা হইতে মজুর লইয়া কাজ চালান অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। কাজেই মালিকগণ নিকটবর্ত্তী চীনের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন ছলে বলে কৌশলে চীন দেশ হইতে, বিশেষতঃ কোয়াঙ্গ্ টাঙ্গ্ প্রদেশ হইতে কুলি কালিফোর্ণিয়ায় চালান হইতে লাগিল। আমাদের দেশে চাবাগানের জন্য

যে উপায়ে কুলি সংগ্রহ হইত, এখানেও সেই উপায় অবলম্বিত হইল। নানারূপে ফুস্‌লাইয়া, জোর করিয়া, এক প্রকার চুরি করিয়াই চীনদেশের দরিদ্র নিরক্ষর লোকদিগকে মার্কিন এবং চীন দালালগণ জাহাজ বন্দী করিয়া চালান করিতে লাগিল। তবে শুনিতে পাওয়া যায় যে, কালি-ফোর্ণিয়ায় নামিয়াই এই মজুরদের প্রতি অত্যাচার উৎপীড়নের অবসান হইত এবং আশাতীত বেতনে তাহারা স্বর্ণখনিতে কাজ করিত। তাহার পর চুক্তিমত কয়েক বৎসর কাজ করিয়া তাহারা যখন স্বদেশে ফিরিত, তখন তাহারা এক একজন বিপুল ঐশ্বর্য্য সঙ্গে করিয়া আনিত।

আমেরিকা-প্রত্যাগত এইরূপ এক ভূতপূর্ব্ব মজুরের মুখে, সান্ শৈশবে, আমেরিকার স্বর্ণখনি এবং সাগরপথে দস্যুতস্করের রোমাঞ্চকর উপদ্রবের কাহিনী শুনিয়াছিল। সান্ সাগরবাসীদের কীর্ত্তিকথা যতই শুনিত, তাহার ততই তাহাদিগকে দেখিবার ইচ্ছা প্রবল হইত।

সানের জন্মস্থান চোইহাঙ্গ্ পল্লী কোয়াঙ্গ্‌টাঙ্গ্ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। সমগ্র চীন অষ্টাদশ প্রদেশে বিভক্ত এবং কোয়াঙ্গ্‌টাঙ্গ্ প্রদেশ চীনের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। ইহার জনসংখ্যা তিনকোটীরও অধিক, এবং প্রধান সহর ক্যান্‌টনের লোক সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ।

কোয়াঙ্গ্‌টাঙ্গ্ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। মনোরম পর্ব্বতমালা, দুই তীরে শ্যামল বন ভূমি শোভিত অগণ্য নদ নদী ইহার শোভা সম্পাদন করিতেছে। দক্ষিণ প্রান্তে দক্ষিণ চায়না সাগর ইহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। অনেক রমণীয় দ্বীপপুঞ্জ এই সাগরে বিদ্যমান থাকিয়া কোয়াঙ্গ্‌টাঙ্গের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে।

কোয়াঙ্গ্‌টাঙ্গের প্রধান ক্ষেত্রোৎপন্ন দ্রব্য ধান্য, তামাক, তৈল, রেশম ও চা। অনেক গুলি কলকারখানাও এখানে আছে। এই প্রদেশে

প্রস্তুত অনেক জিনিষ কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইউরোপ ও আমেরিকায় রপ্তানি হইত। এখনও কিছু কিছু হইয়া থাকে।

ক্যান্টন্ চীনদেশের একটী সমৃদ্ধ সহর। অতি প্রাচীনকাল হইতেই বিবিধ শিল্পকার্য্যের জন্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়া আসিতেছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কোয়াঙ্গ্‌টাঙ্গ্ প্রদেশ হইতে বিস্তর মজুর ক্যালিফোর্ণিয়ার স্বর্ণখনিতে কাজ করিতে গিয়াছিল এবং যাহারা ফিরিল তাহারা বিপুল স্বর্ণ লইয়া আসিয়াছিল। এই মজুররা বহুদিন আমেরিকায় বাস হেতু আমেরিকা-ঘ্যাঁসা হইয়া গিয়াছিল। দেশে ফিরিয়া তাহারা আমেরিকার আদবকায়দায় জীবন যাপন করিতে লাগিল। এই আমেরিকা ফেরৎ ব্যক্তিগণ নিজেদের সঞ্চিত অর্থে কলকারখানা খুলিয়া ক্যান্টন্‌কে ঐশ্বর্য্যশালী এবং উন্নতিশীল করিয়া তুলিল। আমেরিকা ভ্রমণ হেতু তাহাদের চিত্ত বিশেষ উন্নত এবং উদার হইয়াছিল এবং এই রূপ ব্যক্তিবর্গের প্রাধান্যের জন্যই কোয়াঙ্গ্‌টাঙ্গ্ প্রদেশ বর্ত্তমান যুগে চীনদেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতিশীল এবং অগ্রসর বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। এই প্রদেশের অধিবাসীরা নূতন রীতি নীতি চিন্তা ভাব প্রভৃতি সহজেই গ্রহণ করে।

ক্যান্টনে বৎসরের অধিকাংশ সময় গ্রীষ্ম, তবে এ স্থানের আব্‌হাওয়া শরীরকে ক্লান্ত ও কর্ম্মবিমুখ করে না। বরং ক্যান্টনের জলহাওয়া সবল ও সুস্থ দেহ গঠনের সবিশেষ অনুকূল এবং কর্ম্মঠতার উৎপাদক।

এইরূপ পরিবেষ্টনের মধ্যে চীনের বর্ত্তমানযুগের শ্রেষ্ঠ পুরুষ সহরের কৃত্রিমতার বাহিরে, অনাবিল আমোদ প্রমোদ, ক্ষেত্রের পরিশ্রম ও মন্দির পাঠশালার বিদ্যাভ্যাসের মধ্যে বাড়িয়া উঠিতে লাগিলেন।

উত্তরকালে, সান্ যখন সমগ্র ইউরোপ পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার যে অদম্য অধ্যবসায় ও কষ্ট সহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া

গিয়াছিল তাহার ভিত্তি এই চোই হাঙ্গের অনাড়ম্বর আবেষ্টনের মধ্যেই স্থাপিত হয়।

ক্যান্টনের কৃষক সম্প্রদায় সচ্ছলভাবে এবং সুখে সচ্ছন্দে জীবন যাপন করে। ভূমি খুব উর্ব্বরা হওয়ায় কৃষকগণ অল্প পরিশ্রমে আশাতীত শস্য লাভ করে। সানের জন্মস্থান চোইহাঙ্গও উক্ত নৈসর্গিক সম্পদের অধিকারী ছিল।

ক্যান্টন্‌বাসীরা স্বজাতিপ্রিয় বলিয়া প্রসিদ্ধ, দেশপ্রীতি তাহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল। অগণ্য ক্যান্টন্‌বাসী পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যবসাবাণিজ্যে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং সাংঘাইতে অনেক প্রধান কারবার তাহাদের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। প্রবাসী ক্যান্টন্‌বাসীদের মধ্যে প্রায় সকলেই সানের বিদ্রোহকর কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিল। স্বজাতির এই সকল সদ্‌গুণ সান্ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লাভ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সানের পিতামাতা

সানের পিতা তরুণ বয়সে দর্জ্জির কাজ শিক্ষার্থ, চোই হাঙ্গের ৩০ মাইল দূরবর্ত্তী ম্যাকাও সহরে গিয়াছিলেন। ম্যাকাও সহরে তখন পর্ত্তুগিজদের প্রবল প্রতাপ, তথায় তাহারা উপনিবেশ স্থাপন করিয়া নানা উপায়ে ঐশ্বর্য্যশালী হইবার চেষ্টা করিতেছে। পর্ত্তুগিজ্‌রা ম্যাকাও সহরটীকে মনোরমরূপে সাজাইয়াছিল এবং প্রলোভনের উপকরণে পূর্ণ করিয়াছিল। কি ধনী কি দরিদ্র সকল অবস্থার চীনগণ এই সহরে হীন আমোদে প্রমোদের সন্ধানে আসিত এবং পর্ত্তুগীজদের ধনভাণ্ডার বর্দ্ধনের সহায়তা করিত। আফিম, বারবণিতা এবং জুয়াখেলা এই তিনটী ম্যাকাও সহরের বিশেষ প্রলোভনের বস্তু ছিল এবং বালক, বৃদ্ধ, যুবা, যে কেহ একবার তথায় পদার্পণ করিত সে নিঃসন্দেহে সেই সর্ব্বনাশকর ফাঁদে আট্‌কাইয়া পড়িত।

সানের পিতার পক্ষে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিল। ম্যাকাও সহরের নিকৃষ্ট আমোদ প্রমোদ তাঁহার চিত্তকে প্রলুব্ধ করিতে পারিল না। গৃহের সরল অনাবিল জীবনের জন্য তাঁহার চিত্ত আকুল হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে দর্জ্জির কাজ তিনি শিখিয়া লইয়াছিলেন এবং কিছু অর্থও সঞ্চিত হইয়াছিল।

সানের পিতা গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং তথায় ক্ষেত্রের কঠোর পরিশ্রমে ও সাংসারিক দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন।

সান্ পিতার এই নৈতিক চরিত্রের দৃঢ়তার অধিকারী হইয়াছিলেন। সানের মাতার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে এই পর্য্যন্ত জানা যায় যে, তিনি সাধ্বী ও কোমলহৃদয়া রমণী ছিলেন এবং প্রাচীন রীতিনীতিতে নিষ্ঠাবতী ছিলেন।

সানের পিতাও প্রাচীন রীতিনীতিতে দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন।

পুর্ব্বপুরুষাচরিত আচার ব্যবহারের যথাযথ পালনকে তাঁহারা জীবনের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন।

সান্ পিতামাতার অনেক সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। সচ্চরিত্রতা, নম্রতা, ধীরতা, গাম্ভীর্য্য, সদাশয়তা প্রভৃতি প্রশংসনীয় গুণগুলি সান্ পিতামাতার নিকট পাইয়াছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পাঠশালায় সান্

যথাকালে সান্ পাঠশালায় যাইতে আরম্ভ করিল। পাঠশালায় পড়া সারিয়া সান্ মঠের কাজে যোগ দিত। চোই হাঙের পাঠশালায় সপ্তাহে একদিন করিয়াও ছুটী পাওয়া যাইত না। কেবল পূজাপার্ব্বণ এবং নববর্ষের উৎসব উপলক্ষ্যে পাঠশালার পাঠ বন্ধ থাকিত এবং ছাত্রগণ এই সব ছুটীর দিনের জন্য উৎসুক চিত্তে প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত।

পাঠশালায়, অন্যান্য বিষয় শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে 'সান্‌ট্‌সে চিন্' নামক একটী প্রাচীন কাব্য ছাত্রগণকে পড়িতে হইত। এই গ্রন্থটী প্রাচীন জ্ঞানীদের নৈতিক উপদেশে পূর্ণ। তদ্ব্যতীত তাহাতে এমন কঠিন বিষয় সন্নিবিষ্ট আছে, যাহার অর্থবোধে প্রবীণ ব্যক্তিগণও গলদঘর্ম্ম হইয়া যান। আবহমান কাল প্রচলিত নিয়মে পাঠশালার ছাত্রগণ এই গ্রন্থটী মুখস্থ করিত। কিন্তু তাহার মানে কেহই বুঝিত না। স্বয়ং গুরুমহাশয়ও প্রাচীন কাব্যের তাৎপর্য্য জানিতেন না।

প্রসঙ্গ ক্রমে বলা যাইতে পারে যে, চীনদেশের ভাষায় বর্ণলিপি নাই; অর্থলিপি প্রচলিত আছে। আমাদের দেশের এবং ইউরোপের ভাষাগুলিতে যেমন কয়েকটা নির্দ্দিষ্ট বর্ণ আছে এবং এই বর্ণগুলির বিভিন্ন সমবায়ে এক একটী অর্থদ্যোতক শব্দ গঠিত হয়, অর্থলিপিতে তদ্রূপ নিয়ম নাই। এক একটী লিপিতে এক একটী বস্তু বা বিষয়ের সমুদায় অর্থ জ্ঞাপন করে বলিয়া এই রীতির নাম অর্থলিপি। এইরূপে হাজার হাজার

ভাবজ্ঞাপক হাজার হাজার অর্থলিপি আছে এবং চীনের প্রত্যেক বিদ্যার্থীকে অসংখ্য অর্থলিপি স্মরণ রাখিতে হয়। যে ব্যক্তি যত বেশী অর্থলিপি হৃদ্গত করিতে পারিত, সে চীনভাষায় ততই ব্যুৎপন্ন হইত এবং বিদ্বান্ রূপে খ্যাতি লাভ করিত।

চীনভাষাশিক্ষার এই পদ্ধতি এত কঠিন ছিল যে, সাধারণ কথোপকথনের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাষার ব্যবহার হইত। সরল অনাড়ম্বর ভাব ব্যক্ত করিতে হইলে কাব্যের ভাষা একেবারেই অক্ষম হইত। আজকাল চীনভাষাকে সরল এবং সহজ করিবার অনেক চেষ্টা চলিতেছে।

পাঠশালায় সান্ সহপাঠীদের সঙ্গে উচ্চস্বরে প্রাচীন কাব্যের আবৃত্তি করিত, অর্থলিপি মুখস্থ করিত এবং হাতের লেখা লিখিত।

পাঠশালায় সান্ শ্রেষ্ঠ ছাত্র ছিল। বিশেষতঃ প্রাচীন কাব্যের আবৃত্তি ও অভ্যাসব্যাপারে তাহার সমকক্ষ কেহই ছিল না। স্মৃতিশক্তিও তাহার অসামান্য ছিল। এই সকল কারণে সান্ গুরু মহাশয়ের অত্যন্ত প্রিয় ছিল।

কিন্তু সান্ শৈশব হইতেই একটু বেশী অনুসন্ধিৎসু। সকল বিষয় জানিবার শুনিবার ইচ্ছা অপরাপর বালকদের অপেক্ষা তাহার একটু বেশী ছিল। এই অনুসন্ধিৎসু স্বভাবের বালক যখন দেখিল যে, প্রাচীন কাব্য অর্থ না বুঝিয়াই তাহারা মুখস্থ করিতেছে, তখন তাহার মনে একটা খট্‌কা বাধিল। ক্রমে ক্রমে এই অর্থ না বুঝিয়া কণ্ঠস্থ করার বিরুদ্ধে তাহার চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিল এবং একদিন পাঠশালায় পড়িবার সময় সান্ স্পষ্টই পড়িতে অস্বীকার করিল।

সানের এই সাহসে গুরু মহাশয় বিস্মিত এবং অবাক্ হইয়া গেলেন এবং তাঁহার হাতের উদ্যত বেত্রদণ্ড সানের পৃষ্ঠে প্রচণ্ডবেগে পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেল। সান্ পাঠশালায় অগ্রগণ্য ছাত্র, এবং তাঁহার পিতা

গ্রামের একজন প্রবীণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি, এই সকল কথা বিবেচনা করিয়াই বোধ হয় গুরু মহাশয় সহসা শাস্তি দিতে ইতস্ততঃ করিলেন। তারপর তিনি সান্‌কে প্রাচীন কাব্যের মাহাত্ম্য বুঝাইতে লাগিলেন এবং বলিলেন যে, অর্থ বুঝা যাক্ আর না যাক্ প্রাচীন কাব্যের পাঠ এবং অভ্যাস সকল চীন বালকের প্রধান কর্ত্তব্য, কারণ প্রাচীন জ্ঞানিগণের অমূল্য উপদেশাবলী ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে।

সান্ দেখিল যে প্রাচীন কাব্যের ব্যাখ্যা করা তাহাদের গুরু মহাশয়ের ক্ষমতার অতীত। তখন বিরুদ্ধাচরণ বৃথা ভাবিয়া সে প্রাচান কাব্যের আবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হইল এবং ভবিষ্যৎকালে উপকার হইতে পারে এই আশায় দ্বিগুণ উৎসাহে প্রাচীন কাব্য মুখস্থ করিতে লাগিল। সানের এই সময়ের পরিশ্রম ব্যর্থ হয় নাই। এই প্রাচীন বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হওয়ায় চায়নার প্রধান নেতার আসন পাওয়া তাঁহার পক্ষে সহজ হইয়াছিল।

সান্ স্বীয় অদ্ভুত উৎসাহ ও অধ্যবসায় বলে গ্রামে থাকিতে থাকিতেই প্রাচীন কাব্যের তাৎপর্য্য অল্পে অল্পে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

যেমন লেখাপড়ায়, তেমনি খেলাতেও সান্ বিশেষ উৎসাহী ছিল। পাঠশালার পড়া করিয়া, এবং ক্ষেতের কাজ সাঙ্গ হইলে সান্ সমবয়স্কদের সহিত নানারূপ ক্রীড়া কৌতুকে অবকাশ যাপন করিত।

চীন বালকের কয়েকটী প্রধান খেলা হইতেছে, ঘুড়ি উড়ান, আতস বাজী ছাড়া, গুলিডাণ্ডা ইত্যাদি।

এইরূপে, লেখাপড়া খেলাধূলা এবং ক্ষেতের কাজের মধ্যে চীনের একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ, শৈশবের অনাবিল আনন্দে সুস্থ সবল দেহে দিনে দিনে বাড়িতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সানের শৈশবকালীন অভিজ্ঞতা

সানের জীবনের প্রথম ত্রয়োদশ বর্ষ বাল্যের ক্রীড়া কৌতুকে অতিবাহিত হইল। এই সময়ের মধ্যে নিজের গ্রামের বাহিরে সান্ অন্য কোনও স্থান দেখে নাই। গ্রামের অধিবাসীরা গ্রামের গণ্ডীর বাহিরের সংবাদ বিশেষ কেহ রাখিত না। গ্রামের বাহিরে কি ঘটিতেছে না ঘটিতেছে, সে সম্বন্ধে কিছু জানিবারও আগ্রহ অধিকাংশ লোকেরই ছিল না।

আমেরিকা-প্রত্যাগত কয়েকজন গ্রামবাসীর মুখে আমেরিকার সুখ-সমৃদ্ধি সভ্যতা বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ের গল্প শুনিয়া সেই অদ্ভুত দেশ দেখিবার জন্য সানের প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইত। কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষা শীঘ্র পূর্ণ হইবার কোনই আশা ছিল না। কারণ, সানের পিতামাতা এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজনবর্গ সকলেই সানের বিদেশগমনের ঘোর বিরোধী ছিলেন। বিশেষতঃ সমুদ্রপারে যাওয়া আর সাক্ষাৎ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা সমান বলিয়া সকলের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এইরূপ বিশ্বাসের বিলক্ষণ কারণ ছিল। সানের দুই কাকা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কালিফোর্ণিয়ার স্বর্ণখনির মজুররূপে জাহাজে চড়িয়া দেশ হইতে যাত্রা করে। তাহার পর মাসের পর মাস বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইল, কিন্তু তাহাদের দুই জনের কোনও সংবাদই পাওয়া গেল না। অবশেষে সানের পিতা উক্ত দুই ভাইয়ের মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া ভ্রাতৃপত্নীদ্বয়কে নিজ গৃহে স্থান দিলেন। সেই অবধি সান্‌পরিবারস্থ সকলেই বিদেশগমনকে বিশেষ শঙ্কা করিয়া চলিত।

বাল্য হইতেই সান্ চিন্তাশীল ছিল। চারিদিকের নিত্যনৈমিত্তিক

ঘটনাবলী সানের মনোযোগ আকর্ষণ করিত, এবং অদ্ভুত কিছু ঘটিলে সে তৎসম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জ্ঞানলাভের চেষ্টা করিত। সকল বিষয়ে তন্ন তন্ন করিয়া জ্ঞানলাভের স্পৃহার দরুণ এই শৈশব হইতেই সান্ স্বীয় দেশের রাষ্ট্রীয় অবস্থার আলোচনা করিতে আরম্ভ করে। কারণ এই সময় চীন দেশের রাষ্ট্রীয় অবস্থাই ঘরে বাহিরে সর্ব্বত্র একটা প্রধান আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। চীনের শাসনতন্ত্র সকল চিন্তাশীল ব্যক্তির মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছিল।

মাঞ্চুশাসনে চীনের জনসাধারণ ক্রমশঃ অজ্ঞতার গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সাধারণ লোকের ভিতর বিদ্যাচর্চ্চা একরূপ স্থগিত হইয়া গিয়াছিল। বিশেষতঃ রাজনীতির আলোচনা সকল চীনদের পক্ষে মাঞ্চুসরকার কর্ত্তৃক কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

মাঞ্চুগণ যখন তরবারির শক্তিতে চীন জয় করে, তখন তাহারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় ছিল। কোনও নূতন দেশ জয় করা এক কথা এবং সেই দেশকে শৃঙ্খলার সহিত শাসন করা অন্য কথা। মুষ্টিমেয় মাঞ্চুগণ যখন চীন দখল করিয়া প্রায় চল্লিশকোটী অধিবাসীর দণ্ডমুণ্ডের হর্ত্তাকর্ত্তা রূপে শাসনদণ্ড পরিচালনে প্রবৃত্ত হইল, তখন স্বভাবতঃই নানারূপ সাবধানতা অবলম্বন করিয়া সম্ভাব্য বিঘ্নবিপত্তি হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিল।

এই আত্মরক্ষার প্রবল চেষ্টা নানারূপ কঠোর আইনে এবং অন্যান্য ভাবে প্রকট হইল। এই আত্মরক্ষানীতি অনুসারে, চীনগণ দেশের রাষ্ট্রীয় অবস্থার আলোচনা করিয়া এবং রাজনীতি অনুশীলনের দ্বারা স্বদেশকে বিদেশীয়গণের অধীন বুঝিয়া যাহাতে মাঞ্চুরাজবংশের বিদ্রোহী না হইয়া উঠে, এই উদ্দেশ্যে রাজনীতির অনুশীলনকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডনীয় করা হইল।

দ্বিতীয়তঃ, বিদেশীয় বিশেষতঃ ইউরোপ ও আমেরিকার স্বাধীন

জাতির লোকেরা যদি চীনে আদর লাভ করে এবং নির্বিঘ্নে ব্যবসাবাণিজ্য চালাইবার সুবিধা পায় তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে তাহারা মাঞ্চুরাজবংশের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিতে পারে, এই আশঙ্কায় চীনবাসীদের মধ্যে উৎকট বিজাতি-বিদ্বেষ প্রচার করিয়া মাঞ্চুজাতি চীনে নিজের প্রাধান্য বজায় রাখিতে চেষ্টা করে। এই চেষ্টা সবিশেষ ফলবতী হইয়াছিল। বক্সার বিদ্রোহ এই প্রবল বিজাতিবিদ্বেষের পূর্ণ প্রকাশ। পরে এই 'বক্সার বিদ্রোহ' বিস্তারিতরূপে আলোচিত হইবে।

মাঞ্চুগণ তরবারির দ্বারা চীন জয় করিয়া তরবারির বলেই চীন শাসন করিতে লাগিল এ কথা উক্ত হইয়াছে। ফলে সর্ব্বপ্রকার রাষ্ট্রীয় আন্দোলন ও আলোচনা দীর্ঘকালের জন্য একেবারে থামিয়া গেল। এমন কি, চীনরা যাহাতে স্বদেশকে ভালরূপে জানিতে না পারে এবং অপরাপর স্বাধীন দেশের সহিত স্বদেশের অবস্থার তুলনা করিয়া মাঞ্চুবংশকে চীনের সিংহাসন হইতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করিতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে মাঞ্চুসরকারের আদেশে চীন বালকদিগকে পাঠশালায় ভূগোল ও ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া হইত না। পাঠশালায় বালকদিগকে দুই হাজার বৎসরের পুরাণ কনফিউসিয়াস্ ও মেন্‌সিয়াসের নীতি উপদেশ পড়ান হইত। স্বদেশের বর্ত্তমান অবস্থার সহিত তাহাদের বিন্দুমাত্রও পরিচয় লাভ ঘটিত না। যে দু'চারজন অসমসাহসী চীন রাজনীতি আলোচনায় সাহসী হইত এবং মাঞ্চু-কুশাসনের বিরুদ্ধে কিছু বলিবার স্পর্দ্ধা করিত, ঘাতকের খড়্গে অথবা অন্যান্য অসীম যন্ত্রণাকর উপায়ে তাহার জীবনের অবসান হইত। এইরূপে ঘাতকের খড়্গ এবং মাঞ্চুসৈনিকের বল্লম চীনদিগকে সর্ব্বপ্রকারে পরাধীন এবং আত্মবিস্মৃত করিয়া রাখিয়াছিল। স্বদেশের অবস্থা ব্যবস্থা সম্বন্ধে আপামর জনসাধারণ অজ্ঞতার গভীর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল।

কয়েকশত বৎসর মাঞ্চুশাসনের ফলে এমন হইল যে, চীন জনসাধারণের বিশ্বাস দাঁড়াইয়া গেল যে চীনদেশ হইতেছে সমগ্র জগৎ। চীন দেশের বাহিরে যাহা কিছু সব জগতের বহির্ভূত।

রাজনৈতিক আলোচনার অভাবে, লোকের মনে সুশাসনের স্পষ্ট ধারণা ক্রমশঃ লুপ্ত হইল। তখন হাজার অবিচার অত্যাচার হউক, নীরবে সহ্য করাই স্বাভাবিক বলিয়া পরিগণিত হইত। প্রতীকারের চেষ্টা স্বপ্নেও কেহ ভাবিত না।

মাঞ্চুরাজবংশের এইরূপ যথেচ্ছাচার এবং কুশাসনের ফলে, দেশের সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলতা এবং অরাজকতারূপ প্রেতের তাণ্ডবনর্ত্তন সুরু হইল। প্রজাদের সঙ্গে রাজার সম্বন্ধ কেবল খাজানা আদান-প্রদানে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। প্রজাগণ রাজকর্ম্মচারীর উৎপীড়নে উত্যক্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। বিনা বিচারে দণ্ডদান সাধারণ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং চোর ডাকাতগণ অবাধে নিজ নিজ ব্যবসায়ে প্রভূত উন্নতিলাভ করিতেছিল।

দেশের এইরূপ অবস্থার মধ্যে সান্ জন্মগ্রহণ করে ও তাহার শৈশব অতিবাহিত হইতেছিল। কিরূপে সানের রাজনীতি চর্চ্চা সুরু হইল তাহা ক্রমশঃ বলিতেছি।

চোই হাঙ্গের অনতিদূরে কাম্‌সিয়াঙ্গ্ নামে একটী বন্দর আছে। জলদস্যুগণ এই বন্দরে নামিয়া সন্নিহিত গ্রামগুলি লুণ্ঠন করিতে আসিত। জলদস্যুর উৎপাত বহু প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। রাজ্যে যখন শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করে, দেশ যখন কোনও শক্তিমান্ শাসকের অধীনে থাকে, তখন জলদস্যুগণের দৌরাত্ম্য কমিয়া যায়। কিন্তু দেশে একটু বিশৃঙ্খলা ঘটিলেই দস্যুরা সুবিধা বুঝিয়া দলে দলে নির্ব্বিবাদী গ্রামবাসীদের সম্পত্তি লুঠ করিতে প্রবৃত্ত হয়। এক শিক্ষিত সৈন্যদল

ব্যতীত এই সশস্ত্র দস্যুগণকে দমন করার শক্তি কাহারও ছিল না। মাঞ্চুদের শাসনকালের এই ভাগটায় রাজ্যশাসনে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা আসিয়া পড়িয়াছিল এবং জলদস্যুরাও বিনা বাধায় নিজেদের অভীষ্ট সাধনে তৎপর হইয়া গ্রামবাসীদের অনবচ্ছিন্ন আতঙ্কের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রামবাসীদের অস্ত্রশস্ত্র বিশেষ কিছুই থাকিত না, কারণ মাঞ্চুশাসনে জনসাধারণের পক্ষে অস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত একজোটে কাজ করার শক্তিও তাহাদের মধ্যে লুপ্ত হইয়াছিল। এই সকল কারণে দস্যুগণের কাজে গ্রামবাসীরা বাধা দিতে পারিত না।

সান্ তখন চোই হাঙ্গে লেখাপড়া ও খেলাধূলায় দিন কাটাইতেছে। একদিন যখন পাঠশালায় পড়া সুরু হইয়াছে, এমন সময় এক মহাকলরব উঠিল যে জলদস্যু আসিতেছে। এই ভীষণ সংবাদে শিক্ষক মহাশয় এবং ছাত্রবর্গ প্রাণভয়ে যে যে দিকে পারিল পলায়ন করিল। কেবল সান্ অত্যন্ত কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া প্রচ্ছন্নভাবে ডাকাতদের কার্য্যকলাপ দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

জলদস্যুদের লক্ষ্য ছিল মন্দির-পাঠশালার সন্নিহিত এক ধনীর গৃহ। ধনী ব্যক্তিটী উত্তমরূপেই জানিত যে দস্যুরা তাহার ঐশ্বর্য্যের খবর পাইয়াছে এবং যে কোনও সময়ে তাহারা আসিয়া পড়িতে পারে। সে জন্য সে স্বীয় গৃহের চারিদিকে উচ্চ সুদৃঢ় প্রাচার তুলিয়াছিল এবং যথাসম্ভব অন্যান্য প্রকারে গৃহটীকে সুরক্ষিত রাখিয়াছিল।

সান্ লুকাইয়া দেখিতেছে এমন সময় দস্যুদল ঝড়ের মত আসিয়া পড়িল এবং সকলে মিলিয়া সদর দরজা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। গৃহস্বামীর তখনও দৃঢ় বিশ্বাস যে দস্যুরা কোন মতেই দরজা বা পাঁচাল ভাঙিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে পারিবে না; এই ভরসায় নিশ্চিন্ত মনে ঘরের ভিতর অবস্থান করিতে লাগিল। ডাকাতরা প্রাণপণ চেষ্টায়

দরজায় আঘাত করিতেছে; তাহার ঘোর রব ক্ষুদ্র নগরটীর চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হইয়া সকলের চিত্ত কম্পিত করিয়া তুলিতেছে।

অবশেষে দস্যুগণের উদ্দেশ্য সফল হইল; মহাশব্দে দ্বার ভগ্ন হইয়া পড়িল এবং মহানন্দে চীৎকার করিতে করিতে তাহারা গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। ইহার পূর্ব্বে, সম্পত্তি রক্ষার কোনও আশা নাই দেখিয়া অতঃপর প্রাণ বাঁচাইবার জন্য গৃহস্বামী সপরিবারে এক গুপ্ত দ্বার দিয়া পলায়ন করিয়াছিল। দুর্বৃত্তগণ বিনা বাধায় গৃহস্বামীর বহুকষ্টার্জ্জিত ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া প্রস্থান করিল।

সান্ এই দস্যুবৃত্তির আগাগোড়া নিরীক্ষণ করিতেছিল এবং স্বভাবতঃই তাহার জিজ্ঞাসু মনে এই প্রশ্ন উঠিল যে এইরূপ অত্যাচার উৎপীড়নের প্রতীকার হয় না কেন? সে শুনিয়াছিল যে সাগরপারে দস্যুতস্করের এরূপ উপদ্রব নাই। চুরি ডাকাতি করিলে কেহ আইনের শাসন হইতে নিষ্কৃতি পায় না? তথায় আইনের আশ্রয়ে জনসাধারণ সুখে স্বচ্ছন্দে ও নিশ্চিন্ত-মনে বাস করে।

গ্রামের মোড়লদিগকে সান্ জিজ্ঞাসা করিল যে এই সব অত্যাচারের প্রতীকার হয় না কেন? মোড়লরা নিজেদের জীবনে এইরূপ অবস্থাই দেখিয়া আসিতেছে, তাহাদের নিকট জলদস্যুর উৎপাত নূতন বা বিস্ময়কর নহে। তাহারা উত্তর দিল যে চিরকালই এই প্রকারের উপদ্রব চলিয়া আসিতেছে। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি এবং পঙ্গপালের মত ইহাও একটা দৈব উৎপাত এবং ইহাদের প্রতিবিধান অসম্ভব।

বৃদ্ধদের এই যুক্তিতে সানের অন্তর তৃপ্ত হইল না, সে এই ব্যাপার লইয়া নিজের মনে আন্দোলন করিতে লাগিল, এবং দেশের রাষ্ট্রীয় অবস্থা লইয়া আন্দোলন বা চর্চ্চা করা সানের এই সময় হইতেই সূত্রপাত হইল বলা যাইতে পারে।

রাজ্যশাসনের মূলে যে কোনও গলদ রহিয়াছে, এ সত্য সান্ বেশ বুঝিতে পারিল। অন্যান্য বালকদের মত 'ঈশ্বর তনয়ের' * প্রতি গতানুগতিক ভক্তির ভাব সানের স্বাধীনচিত্তে পরিপুষ্ট হইতে পায় নাই এবং যতই সে স্বদেশের দুঃখ দুর্দ্দশা দেখিয়া কুশাসনকে তাহার মূল বলিয়া বুঝিতে লাগিল, ততই মাঞ্চুসম্রাটের প্রতি তাহার অশ্রদ্ধা জন্মিতে লাগিল।

জলদস্যুর উপদ্রব ব্যতীত আর এক প্রকারের উপদ্রব গ্রামবাসীদের ঘোর অশান্তি উৎপাদন করিত। এই উপদ্রব রাজকর্ম্মচারীদের উৎপীড়ন। এই প্রসঙ্গে চীনসাম্রাজ্যের তদানীন্তন শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা উচিত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে সমগ্র চীন আঠারটী প্রদেশে বিভক্ত। এই আঠারটী প্রদেশের প্রত্যেকটী আয়তনে এবং জনসংখ্যায় এক একটী রাজ্য বিশেষ। এইরূপ আঠারটী রাজ্যের সমষ্টিভূত চীনসাম্রাজ্যকে শাসন করিবার জন্য সহস্র বর্ষ ব্যাপিয়া ১৯১১ খৃষ্টাব্দের বিপ্লব পর্য্যন্ত একই ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছিল।

আমাদের ভারতবর্ষে, মুসলমান এবং বিভিন্ন করদ রাজ্যগুলির সহিত দিল্লীর শাসনকেন্দ্রের যেরূপ সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল, চীনের অষ্টাদশ প্রদেশগুলির সহিত পিকিঙ্ শাসনকেন্দ্রের প্রায় তদ্রূপ সম্বন্ধ ছিল। প্রত্যেক প্রদেশে এক একটী শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত ছিল এবং যে পর্য্যন্ত এই প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃবর্গ যথানিয়মে নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব পিকিঙ্ দরবারে পৌঁছাইয়া দিত এবং তাহাদের অধীন প্রদেশগুলির শাসনকার্য্যে বিশেষ বিশৃঙ্খলা এবং বেবন্দোবস্ত না ঘটিত, সে যাবৎ উক্ত শাসনকর্ত্তারা এক একজন স্বাধীন নরপতির ন্যায় রাজত্ব করিত। স্ব স্ব কর্ত্তৃত্বাধীন প্রদেশে ঘোর অত্যাচার

* "ঈশ্বরতনয়" চীনের সম্রাটের উপাধি।

উৎপীড়ন অথবা অন্যবিধ গণ্ডগোল উপস্থিত হইলে তখন তাহাদিগকে পিকিঙ্ দরবারের নিকট জবাবদিহি করিতে হইত এবং সম্রাটের আদেশে সময় সময় পদচ্যুত পর্য্যন্ত হইতে হইত।

এই শাসনকর্ত্তৃগণকে কয়েক বৎসর অন্তর বদলী করা হইত। একই স্থানে বহু বর্ষ অবস্থান হেতু পাছে কোন শাসনকর্ত্তা সম্রাটের বিরুদ্ধে দল পাকায়, এই আশঙ্কায় এই স্থান পরিবর্ত্তনের নিয়ম প্রচলিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার কুফলও ছিল। মাত্র তিন বৎসরের জন্য একটী প্রদেশের শাসনকর্ত্তার পদে বসিয়া উপযুক্ত ব্যক্তিরাও নিজেদের দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ পাইত না। কারণ এত অল্প সময়ের মধ্যে একটা বৃহৎ প্রদেশের শাসনকার্য্যের সুব্যবস্থা করা কঠিন ব্যাপার। তদ্ব্যতীত, অনেকের আবার স্বীয় অধীন প্রদেশের সাধ্যমত শুভসাধনে প্রবৃত্তি হইত না; কেন না তাহার পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তা সম্পূর্ণ বিভিন্নপ্রকৃতির লোক হইতে পারে এবং পূর্ব্ববর্ত্তীর সকল কায্য একেবারে উল্টাইয়া পুনর্ব্বার নিজের ইচ্ছামত বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে পারে। আর যাহারা স্বার্থপর কুটিল, সেরূপ শাসনকর্ত্তাদের পক্ষে এই তিন বৎসর কেবল যথাসাধ্য অর্থ শোষণ করাই প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। প্রায় প্রত্যেক শাসনকর্ত্তাই এই সময়ে অল্প বিস্তর উৎকোচগ্রাহী এবং অসদুপায়ে ধনসংগ্রহে বিশেষ অভ্যস্ত ছিল। ফলে নিম্নতন কর্ম্মচারীদের উপর চাপটা বেশী পাড়ত এবং তাহারা নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অধিকাংশ সময় বাধ্য হইয়া তাহাদের নিম্নতন কর্ম্মচারিদিগকে অথবা প্রজাদিগকে শোষণ করিতে প্রবৃত্ত হইত। এইরূপ দুর্নীতির যথেষ্ট কারণও ছিল। সরকারী পদ এই সময়ে দস্তুর মত প্রতিযোগিতার বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল এবং উচ্চপদের জন্য যে যত অধিক অর্থ ঘুস দিতে পারিত, সেই সফল হইত। ফলে কোনও উচ্চ পদ লাভ করিতে অনেকে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া

যাইত এবং এই ক্ষতিপূরণের জন্য অবৈধ উপায়ে অর্থসংগ্রহে উঠিয়া পড়িয়া লাগিত। তা ছাড়া, উচ্চ কর্ম্মচারীদের বেতন অতি অল্প এবং কাজ অত্যন্ত বেশী হইত, কাজেই তাহারা অনেক সময়ে অর্থ শোষণ করিতে বাধ্য হইত। সরকারী কর্ম্মচারীদের উর্দ্ধতন হইতে নিম্নতন পর্য্যন্ত সকলেরই এই এক অবস্থা। কাজেই উৎকোচ গ্রহণ এবং জোর জুলুম করিয়া ধনোপার্জ্জনের চেষ্টা অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল। ইহার জন্য মূলতঃ শাসনকেন্দ্রকেই দায়ী করিতে হয়।

সান্ চোই হাঙ্গে এইরূপ অত্যাচারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেখিয়াছিল। চোইহাঙ্গ নগরে তিন ভাই বাস করিত। পূর্ব্বে তাহারা দরিদ্র ছিল কিন্তু নিজেদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও ঐকান্তিকী চেষ্টার গুণে তাহারা বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন হইয়া উঠে। সান পরিবারের সহিত এই ভ্রাতৃত্রয়ের যথেষ্ট সম্প্রীতি ছিল। ইহাদের একটী সুন্দর উদ্যান ছিল; বালক সান্ এই বাগানটীতে খেলা করিয়া বেড়াইতে ভাল বাসিত এবং এমন সুন্দর বাগানের অধিকারী তিনভাইকেও যথেষ্ট শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত।

বেশ সুখে শান্তিতে তিনভাইয়ের দিন কাটিয়া যাইতেছে। অকস্মাৎ একদিন ধূলি উড়াইয়া একদল মাঞ্চুসৈন্য এবং মাণ্ডারিণ (জেলার প্রধান শাসন কর্ত্তা) তিন ভাইয়ের উদ্যান বেষ্টিত গৃহের উপর বাজপাখার মত সবেগে পতিত হইল। সৈন্যগণ চক্ষের নিমিষে তিন ভাইকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় লইয়া চলিয়া গেল; গৃহটী মাণ্ডারিণ-গণের দখলে রহিল। পরে সকলে জানিতে পারিল যে, এক ভাইয়ের মুণ্ডচ্ছেদ হইয়াছে, অপর দুইজন কারাবদ্ধ হইয়াছে। কোন্ গুরু অপরাধে তাহাদের এমন কঠোর শাস্তির বিধান হইল, সে কথা কেহই জানিতে পারিল না। এই ঘোর অবিচারে গ্রামবাসিগণ সমধিক উত্তেজিত হইয়া উঠিল, কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বলিতে সাহস করিল না। গ্রামের বয়োবৃদ্ধ-

গণ জানিত যে, রাজপুরুষদের অত্যাচার উৎপীড়নের বিরুদ্ধে কোনও কথা বলিলে অত্যাচারের মাত্রা বাড়িবে বই কমিবে না। স্বয়ং সম্রাটের নিকট সাধারণ প্রজাবর্গের নিজেদের অভাব অভিযোগ জানাইবার কোনও অধিকার ছিল না। জনসাধারণের পক্ষে মাঞ্চুসম্রাট্ দুর্লভ অনভিগম্য ছিলেন। কেবল প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণ সম্রাটের নিকট আবেদন নিবেদন করিবার অধিকারী ছিলেন। তা ছাড়া চোইহাঙ্গ গ্রাম জেলার শাসন কর্ত্তার অধীন ছিল এবং তাঁহাকেই গ্রামবাসীরা দণ্ড মুণ্ডের কর্ত্তা বলিয়া জানিত। মোট কথা, রাজ পুরুষদের যথেচ্ছাচারের প্রতীকারে গ্রামবাসীরা সম্পূর্ণ অসমর্থ ছিল। রাজপুরুষগণ কেবল খাজানা আদায় করিত; গ্রামের সহিত তাহাদের আর কোন সম্বন্ধই ছিল. না। প্রজারাও তাহাদের নিকট কোনরূপ সাহায্য প্রার্থনা করিত না। নিজেদের গ্রামের অভাবমোচন নিজেরাই করিতে চেষ্টা করিত।

তিন ভাইয়ের দুর্দ্দশা দেখিবার পর হইতে সানের মনে দেশের রাষ্ট্রীয় অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিল। রাজা কে, রাজকর্ম্ম-চারিগণ এত অত্যাচারী কেন এ সকল অত্যাচারের কোনও প্রতিবিধান হয় না কেন ইত্যাদি প্রশ্ন সান্ গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তিদের নিকট উপস্থিত করিত। কিন্তু সকলেই সমান অজ্ঞ। কাজেই জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া সান বিশেষ কিছু জানিতে পারিত না; তবে একথা শুনিয়াছিল যে চানদেশের সম্রাট্ বিদেশীয়, মাঞ্চুবংশীয়।

চীনে এই সময়ে অগণ্য কুসংস্কার জনসাধারণকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। গতানুগতিকতার বজ্রদৃঢ় শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া তাহাদের চিত্ত হইতে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা, দুঃখদুর্দ্দশার প্রতিবিধানের উপায় নির্দ্ধারণে উদ্যম, নিজেদের দোষ সংস্কারের ইচ্ছা এ সকল অন্তর্হিত হইয়াছিল, তাহা-

দের স্থানে প্রাচীনের অন্ধ অনুসরণ, আলস্য, উদাসীনতা প্রভৃতি তাহাদের চিত্তক্ষেত্র অধিকার করিয়া বসিয়াছিল।

সান্ স্বভাবতঃ স্বাধীনচেতা বালক ছিল। স্বদেশের সকল প্রথা এবং আচার ব্যবহারই সে ভাল বলিয়া মানিত না। স্বাধীনভাবে বিচার করিয়া যে গুলিকে অনিষ্টকর বলিয়া মনে করিত সে সকল প্রথার প্রতিবাদ করিতে দ্বিধা করিত না। কয়েকটী উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

চীনদেশে সম্ভ্রান্তবংশের রমণীদের পদবন্ধন প্রথা বহুপ্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কেহ কেহ বলেন যে এই প্রথাটী প্রথমে রাজার অবরোধে জন্মলাভ করে। যাহাই হউক বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে বলিয়াই, ইহার অন্য কোনও উপযোগিতা বর্ত্তমানে না থাকিলেও উচ্চবংশীয় বালিকাদের পা বাঁধা হইত। পাবাঁধা থাকার কয়েক বৎসর বালিকারা অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিত। বিশেষতঃ প্রথম কিছুদিন সে যন্ত্রণা অসহ্য প্রাণান্তকর হইয়া উঠিত। অসাবধানে পা বাঁধা হওয়ায় অনেকে জন্মের মত খোড়া হইয়া যাইত, এবং রক্ত বিষাক্ত হইয়া অনেকের প্রাণহানিও ঘটিত। নিতান্ত সৌভাগ্যবতী বালিকারা এই ঘোর বিপদ্ কাটাইয়া উঠিয়া শিশুর পায়ের ন্যায় ক্ষুদ্রপদে বাড়িয়া উঠিত। চীনদের চক্ষে এই ক্ষুদ্র পদ অত্যন্ত সৌন্দর্য্যের পরিচায়ক।

সানের মাতা এই দারুণ কৃচ্ছ্রসাধনে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাহার এক ভগিনীর পালা আসিল। বালিকার দুই পা বস্ত্রখণ্ডের সাহায্যে সুদৃঢ়রূপে বাধা হইল। তাহাতে পায়ের সেই প্রদেশে রক্তচলাচল বন্ধ হওয়ায় অসহ্য যন্ত্রণা উৎপন্ন হইল। রাত্রিদিন তাহার কাতর আর্ত্তনাদ সারা গৃহে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সান্ ভগিনীর এই ভীষণ কষ্ট আর দেখিতে পারিল না। জননীকে সানুনয় অনুরোধ করিতে লাগিল যাহাতে তাহার ভগিনীর পাবাঁধা রহিত হয়।

সানের প্রাচীনপ্রথায় নিষ্ঠাবতী জননী পুত্রের এবম্বিধ অশ্রদ্ধাকর অনুরোধে মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি এই নিষ্ঠুর প্রথার সপক্ষে নানা যুক্তি দিয়া সানকে বুঝাইলেন। সান্ কিন্তু মাতার কোনও যুক্তিতে সন্তুষ্ট হইতে পারিল না; অবশেষে তাহার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে মাতা কন্যার পায়ের পটি খুলিয়া প্রত্যহ নূতন করিয়া ব্যাণ্ডেজ বাধিবার ভার পাড়ার এক রমণীর হস্তে অর্পণ করিলেন।

সান্ দেখিল গ্রামের সকলই দেশাচারের দাস। অনিষ্টকর দেশাচারের বিরুদ্ধে কথা বলিবার ক্ষমতা কাহারও নাই; সুতরাং সে চুপ করিয়া গেল। উত্তরকালে সমাজসংস্কারকরূপে সান্ এই নিষ্ঠুর প্রথার বিলোপসাধনে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিল। ইউরোপীয় বিদ্যায় শিক্ষিত আজকালকার যুবকসম্প্রদায়ও এই প্রথার উপর খড়্গহস্ত এবং ইহা উঠাইয়া দিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছে। এই সকল চেষ্টার ফলে অল্পে অল্পে পদবন্ধন প্রথা উঠিয়া যাইতেছে।

তারপর, চীনদেশে আবহমান কাল হইতে এক প্রকার দাসত্বপ্রথা চলিয়া আসিতেছে। সঙ্গতিপন্ন লোকেরা অল্পবয়স্ক বালকবালিকাদিগকে তাহাদের পিতামাতার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া নিজেদের ভৃত্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া রাখিত। অবশ্য এই দাসত্ব প্রথা আফ্রিকা বা আমেরিকার দাসত্বপ্রথার মত নৃশংস এবং ভীষণ নহে, তথাপি এই সব ক্রীত ছেলেমেয়েরা অনেক বাঁধাবাধির মধ্যে থাকিত, তাহাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর হাত পড়িত। বালিকারা বিবাহ হইলেই মুক্তি পাইত। কিন্তু বালক-গণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরণ প্রভুর পরিবারে ভৃত্য সাজিয়া জীবন যাপন করিত। এই প্রথা সানের দৃষ্টিতে অতি বিসদৃশ ঠেকিল। চৈনিক্ ধর্ম্মগ্রন্থেও দাসত্ব প্রথা নিন্দিত হইয়াছে, কাজেই সান্ পূর্ণ উৎসাহে এই দূষিত প্রথার তীব্র প্রতিবাদ করিত।

কিন্তু বালকের প্রতিবাদ কেহ আমলেই আনিত না, বরঞ্চ গ্রামের প্রবীণগণ সানের এই অকালপক্কতায় মাঝে মাঝে রুষ্ট হইয়া উঠিতেন।

এইরূপে বাল্য হইতেই, যখন ইংরাজী বিদ্যার নাম গন্ধও সানের অজ্ঞাত, তখন হইতেই সানের অন্তরে যুক্তিশীলতা ও উন্নতির আকাঙ্ক্ষা দৃষ্ট হইত। সান্ স্বদেশের অনেক দোষ আবিষ্কার করিত বটে এবং সেগুলির নিন্দা করিতেও পশ্চাদ্‌পদ হইত না, কিন্তু স্বদেশের ও স্বজাতির গুণাবলীও তাহার দৃষ্টি অতিক্রম করিত না, এবং স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি অবজ্ঞা বা ঘৃণার ভাব তাহার মনে উদিত হইত না। স্বদেশকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন বলিয়াই, কি বাল্যে, কি যৌবনে আজীবন, সান্ স্বদেশের উন্নতিসাধনের জন্য প্রাণপণে লড়িয়া গিয়াছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সানের দাদার কথা

সানের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডাকো (বড় ভাই) পরিবারবর্গের অনুমতি লইয়া হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের প্রধান সহর হনলুলুতে ভাগ্যপরীক্ষার্থ গমন করিয়াছিল। ডাকো সানের অপেক্ষা পনের বৎসর বড় ছিল, এবং সানের মত তাহার তীক্ষ্ণ প্রতিভা না থাকিলেও, অধ্যবসায়, চিত্তের দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতা, বিনয় প্রভৃতি বিবিধ সগুণের অধিকারী ছিল।

হনলুলুতে গিয়া ডাকো পতিত জমি কিনিতে লাগিল এবং সেই জমীতে স্বহস্তে কঠোর পরিশ্রম স্বীকার পুর্ব্বক চাষ আরম্ভ করিয়া দিল।

ক্ষেতের কাজে ডাকো স্বদেশেই যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল; এখন সেই অভিজ্ঞতার বলে হনলুলুর পতিত জমীতে অজস্র শস্য উৎপন্ন হইতে লাগিল।

হনলুলুর অধিবাসীরা কৃষিকার্য্যে তত নিপুণ ছিল না। তাহারা ডাকো এবং তাহার সহকর্ম্মীদের কার্য্যে এতদূর সন্তুষ্ট এবং মুগ্ধ হইল যে তাহারা ডাকো এবং তাহার সঙ্গীগণকে সেখানে স্থায়ীভাবে বাস করিবার করিবার জন্য এবং অন্যান্য চীন কৃষকগণকে দেশ হইতে হনলুলুতে আনিবার জন্য অনুরোধ করিল।

হাওয়াইর রাজা ডাকোর নিকট প্রস্তাব করিলেন যে চীনদেশ হইতে যে সব কৃষক হনলুলুতে আসিবে তাহাদের সমস্ত ভাড়া তিনি দিবেন।

ডাকো এই প্রস্তাবে সানন্দে স্বীকৃত হইল এবং অবিলম্বে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল।

এ দিকে, গৃহত্যাগ করিবার প্রায় একবৎসর পরে ডাকোর নিকট হইতে বাড়ীতে তাহার একখানি পত্র আসিল। পত্রে ডাকোর নিরাপদে হনলুলু পৌঁছিবার সংবাদ ছিল এবং তা ছাড়া হনলুলুর সম্বন্ধে অনেক বর্ণনাও ছিল। ডাকোর পত্র ক্ষুদ্র চোইহাঙ্গে ছোট খাটো একটা আন্দোলনের সৃষ্টি করিল। অত দূর স্থানে ডাকো নির্বিঘ্নে পৌঁছিয়াছে এবং তথায় ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিতেছে এই সংবাদে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল।

সান্ ডাকোর চিঠিতে হনলুলুর শোভাসম্পদের কথা শুনিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং দাদা যখন দেশে ফিরিবে, তখন তাহার সহিত হনলুলু যাইতে পারিবে এই আশায় সমধিক উৎসাহে প্রাচীন কাব্য অধ্যয়ন করিতে লাগিল।

অধ্যয়ন বিষয়ে সানের দ্রুতগতি দেখিয়া শিক্ষকমহাশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া গেলেন। এই সময়ের বিপুল অধ্যবসায়ের ফলে সান্ প্রাচীন কাব্যে অনন্যসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিল।

ডাকো গৃহে ফিরিল। গৃহে মহাসমারোহ পড়িয়া গেল এবং কয়েক দিন ধরিয়া উৎসব চলিতে লাগিল। সান্ পরিবারের ছেলে যে বিদেশ হইতে প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, ইহাতে সান্ পরিবারের সকলেই আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

ডাকো বাড়ীর আত্মীয়পরিজন এবং সমাগত স্বগ্রামের লোকদের নিকট হনলুলুর শস্যসম্পদ্ এবং প্রাকৃতিক শোভা প্রভৃতির নানাবিধ গল্প করিতে লাগিল। হনলুলুর জমীতে পরিশ্রম করিলে যে সোনা ফলান যাইতে পারে, সে কথাও ডাকো প্রতিবেশীদিগকে শুনাইতে লাগিল। ডাকোর বর্ণনা শুনিয়া অনেকে বড়লোক হইবার আশায় তাহার সহিত হনলুলুতে যাইতে স্বীকৃত হইল।

দাদার মুখে হনলুলুর গল্প শুনিয়া সানের তথায় যাইবার ইচ্ছা প্রবল

হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিল এবং অবশেষে সে পিতামাতাকে স্বীয় অভিপ্রায় জানাইল। সানের পিতা পুত্রের কথা শুনিয়া তাহাকে হনলুলু যাইতে কঠোরভাবে নিষেধ করিলেন, এবং বারম্বার তাহার দুই নিরুদ্দিষ্ট কাকার কথা স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিলেন। পিতার নিষেধে সানের চিত্ত একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িল। তাহার বহুদিনের সযত্নপোষিত আশা ধূলিসাৎ হইবার উপক্রম হইল।

এদিকে ডাকো হনলুলু যাইবার আয়োজন করিতে লাগিল। স্বগ্রামের এক ব্যক্তিকে ডাকো স্বীয় ব্যবসার অংশীদার করিয়া লইল, এবং তাহাকে লোকজনদের লইয়া আসিবার উপদেশ দিয়া হনলুলু যাত্রা করিল।

ডাকোর অংশীদার একটী ইংরেজ জাহাজ ভাড়া করিয়া, যাহারা যাইতে প্রস্তুত, তাহাদিগকে লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিল।

সান্ এই সময় পুনর্ব্বার হনলুলু যাইবার জন্য আব্দার করিতে লাগিল। এই বলিয়া পিতামাতাকে বুঝাইতে লাগিল যে, সে ত আর ছোট ছেলে নাই; সে এখন চৌদ্দ বৎসরে পড়িয়াছে। তদ্ব্যতীত সে স্বগ্রামের পরিচিত লোকজনের সঙ্গেই যাইবে এবং হনলুলুতে নিজের দাদার নিকটেই থাকিবে; তবে তাহার যাওয়ার সম্বন্ধে আপত্তি কি থাকিতে পারে? সানের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে অবশেষে তাহার পিতামাতার মন গলিল এবং তাঁহারা পুত্রকে যাইবার অনুমতি দিলেন।

পিতামাতার অনুমতি পাইয়া সানের হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। নূতন দেশ দেখিবে, নূতন আচার ব্যবহারের সহিত পরিচয় ঘটিবে, সুসভ্য পরাক্রমশালী সাগরবাসীদের সংস্পর্শে আসিবে এবং নব নব জ্ঞান অর্জ্জনে সমর্থ হইবে, এই সকল চিন্তায় তাহার চিত্ত আনন্দে নাচিয়া উঠিল।

সান্ চীনের ধর্ম্মশাস্ত্র মোটামুটি পড়িয়া লইয়াছে। চীনের গ্রাম্য

বিদ্যালয়ে যতটুকু শেখান হয়, সান্ তাহা উত্তমরূপে শিখিয়া লইয়াছে। প্রাচীন কাব্যের প্রতি পূর্ব্বে তাহার বিরুদ্ধভাব ছিল, এখন তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে, কারণ নিজের চেষ্টায় সান্ প্রাচীন কাব্যের মহত্ত্ব ও মাহাত্ম্য অল্পে অল্পে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে। সান্ বুঝিয়াছে যে চীনের সবই মন্দ নয়, আবার সব ভালও নয়। চীনের নিজের অনেক ভাল প্রথা আছে, তবে অনেকগুলি প্রথা বর্জ্জন করিতে হইবে ও তাহার স্থানে যুগোপযোগী প্রথার প্রবর্ত্তন করা উচিত।

এই যুগে, মাঞ্চুবংশের শাসনাধীনে, চীন গোঁড়ামীর চরমে পৌঁছিয়াছিল; জনসাধারণ অজ্ঞতাবশতঃ এবং মাঞ্চুবংশের শিক্ষায় আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া মনে করিত। জগতে যে কত সভ্যতা গড়িয়া উঠিতেছে সে খবর সাধারণের মধ্যে অতি অল্প লোকেই রাখিত। অপর জাতির নিকট যে কিছু শিখিবার থাকিতে পারে, এ ধারণা অভিমানান্ধ মাঞ্চু-সম্রাট্‌গণ ও তাহাদের কর্ম্মচারীদের চিত্ত হইতে লুপ্ত হইয়াছিল এবং রাজবংশের এই ভ্রমাত্মক ও মারাত্মক মনোভাব জনসাধারণের মধ্যেও সংক্রমিত হইয়াছিল। তখন পর্য্যন্ত জনসাধারণ আগন্তুক ইউরোপীয় বণিক্‌কুলকে বর্ব্বর ও অশিক্ষিত বলিয়া মনে করিত এবং কার্য্যতঃও তাহাদের প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার করিত। তারপর ইউরোপীয় জাতিদের পরাক্রম যখন ধীরে ধীরে প্রকাশিত হইতে লাগিল, প্রত্যেক যুদ্ধে যখন ইউরোপীয়গণ অবলীলাক্রমে জয়লাভ করিতে লাগিল, তখন মাঞ্চুসরকারের তথা সকল চীনবাসীর চক্ষু ফুটিল।

সান্ কিন্তু প্রথম হইতে স্বদেশবাসীর সহিত এ বিষয়েও একমত ছিল না। সাগরবাসীদের বীর্য্য পরাক্রম ও অদ্ভুত কার্য্যকলাপের বৃত্তান্ত শুনিয়া তাহার চিত্তে একটা অদম্য কৌতূহল জাগিয়াছিল, সাগরবাসীদের প্রতি তাহার কেমন একটা সশ্রদ্ধভাব উদিত হইয়াছিল। তাহার মনে

হইত চীনের বাহিরেও জ্ঞানলাভ করা যায়, এবং বিদেশীয়দের নিকটও অনেক ভাল জিনিষ শিখিবার আছে।

যাহা হউক, ম্যাকাও বন্দর হইতে জাহাজ ছাড়িল। এই সময়ে সান্ চতুর্দ্দশবর্ষীয়, এবং এই তাহার প্রথম বিদেশ যাত্রা। ইহার পূর্ব্বে সে নিজের গ্রাম ছাড়িয়া কোথাও যায় নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

হনলুলুর জীবনযাত্রা

জাহাজে সান্ বেশ আরামেই যাইতে লাগিল। কিন্তু প্রিয়জনবিচ্ছেদ তাহার অতি প্রবল হইয়া উঠিল। মাঝে মাঝে তাহার আজন্মপরিচিত প্রিয় গ্রাম খানিতে যাইবার ইচ্ছা হইতে লাগিল। গ্রামের সরল জীবন, পিতামাতা আত্মীয়স্বজনের গভীর স্নেহ, সঙ্গীদেব অনাবিল ভালবাসা, এবং সংসারের অন্যান্য মধুর স্মৃতি একে একে বালকের মনে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল এবং তাহাকে বেদনাতুর করিয়া তুলিল। বিদেশগমনের আনন্দ স্বদেশপরিত্যাগের বিষাদে আপাততঃ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

জাহাজে অনেক চীন শ্রমিক হনলুলু যাইতেছিল; কিন্তু বিমর্ষ সান্ কাহারও সহিত বড় একটা মিশিত না। আপন মনে বিবিধ কথা ভাবিতে ভাবিতে সমুদ্রযাত্রার দিনগুলি কাটাইতে লাগিল। অনুসন্ধিৎসু সান্ জাহাজের কলকারখানা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল, এবং নিবিষ্টচিত্তে সেগুলির কার্য্য নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাহার মনে হইল যে, তাহার স্বদেশে যদি এইরূপ কলের জাহাজ নির্ম্মিত হয়, তাহা হইলে কত সুবিধাই না হয়।

কুড়িদিন পরে জাহাজ হনলুলুতে পৌঁছিল। হনলুলুতে প্রথম কিছুদিন সান্ ঘুরিয়া ফিরিয়া নানা দৃশ্য দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল। প্রথমেই সানের চিত্ত আকৃষ্ট করিল তথাকার সুশৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতা। চারিদিকেই কেমন একটা ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে ভাব। লোকেরা আইনের

উপর নির্ভর করিয়া কেমন নিশ্চিন্তমনে বাস করিতেছে। চোই হ্যাঙ্গের মত তথায় দস্যুতস্করের উৎপাত নাই, অথবা রাজকর্ম্মচারীদের অত্যাচারও নাই।

হাওয়াই তখন আমেরিকার অধীনে আসিয়াছে বলিলেই চলে। নামমাত্র একজন দেশী রাজা সিংহাসনে তখনও বসিয়া আছে, কিন্তু দেশ শাসন করিতেছে আমেরিকা।* আমেরিকার শাসনে সর্ব্বত্র শান্তি ও প্রাচুর্য্য বিরাজমান। সানের উন্মুখ মন সহজেই বুঝিতে পারিল যে, সুব্যবস্থা ও সুনিয়ম এই সকল শ্রীবৃদ্ধির মূলে নিহিত। সুসভ্য ও পরাক্রান্ত আমেরিকার প্রবল শাসননীতি হাওয়াইএর সর্ব্বত্র সুপরিস্ফুট। ক্রমেই সান্ আমেরিকার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল।

হাওয়াইএ নবাগত চীন শ্রমিকবৃন্দ ও কৃষকগণ বেশ সম্মানেই বাস করিতে লাগিল, কেননা তাহাদের প্রয়োজন তখন সে দেশে অত্যধিক। সান্ও নূতন দেশ, নূতন রীতিনীতি, নূতন নূতন জিনিষ প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে গৃহবিচ্ছেদ যাতনা অনেকটা ভুলিয়া গেল। যতই সে হনলুলুর চতুর্দ্দিকের অবস্থা ব্যবস্থা ও রীতিনীতিসমূহের পর্য্যালোচনা করিতে লাগিল ততই সে মার্কিন সুশাসনের পক্ষপাতী হইয়া উঠিতে লাগিল, এবং ততই স্বদেশের বিশৃঙ্খল অরাজক অবস্থা স্মরণ করিয়া, দেশবাসীর দুর্দ্দশা ও অধঃপতনের চিন্তায় তাহার চিত্ত ম্রিয়মাণ হইয়া উঠিতে লাগিল। পাশ্চাত্য বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া স্বদেশের উন্নতি সাধনের জন্য ক্রমেই সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিতে লাগিল।

কিছুদিন এইরূপ দেখিয়া শুনিয়া বেড়াইবার পর, সান্ তাহার দাদার দোকানে বেচাকেনার কাজ শিখিতে লাগিল। অতি অল্প দিনের মধ্যেই

---

* এই পুস্তকে আমেরিকা অর্থে আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ বুঝিতে হইবে।

দোকানের হিসাবপত্র রাখা প্রভৃতি কাজ তাহার শেখা হইয়া গেল, তখন দোকানে বসিয়া থাকা তাহার পক্ষে নিতান্ত একঘেয়ে হইয়া উঠিল। অবশেষে সে ডাকোকে নিজের ইংরাজী শিখিবার ইচ্ছা জানাইল। কনিষ্ঠ ভাইয়ের প্রবল বিদ্যানুরাগ দেখিয়া ডাকো সান্‌কে হনলুলুর বিশপ স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিল।

সানের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, স্মৃতিশক্তি প্রখর, সুতরাং ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতে তাহার বেশী বেগ পাইতে হইল না। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, চীন দেশে অদ্ভুত স্মৃতিশক্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের সংস্কৃত পণ্ডিতগণ এবং আচার্য্যগণ যেমন অত্যাশ্চর্য্য স্মৃতির সাহায্যে সুবৃহৎ শাস্ত্রগ্রন্থগুলি আগাগোড়া কণ্ঠস্থ রাখিতেন, চীনদেশেও তদ্রূপ প্রথা ছিল। চীন ভাষায় প্রাচীন গ্রন্থের সংখ্যা অনেক এবং ছাত্রগণ বিপুলকলেবর গ্রন্থরাজি নির্ভুল ভাবে মুখস্থ করিয়া রাখিতে অভ্যস্ত হইত। তদ্ব্যতীত, আধুনিক কালে, পাশ্চাত্য ভাষা বিশেষতঃ ইংরাজীভাষা শিক্ষাতেও চীন ছাত্রগণ অদ্ভুত পারদর্শিতা দেখাইতেছে। ইংরাজীভাষায় কৃতবিদ্যের সংখ্যা ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছে। বিদ্যানুরাগ চীনদের মজ্জাগত, তবে দীর্ঘকাল কুশাসনের ফলে বিদ্যার অনুশীলনে ভাটা পড়িয়াছিল। সান্‌ দ্রুতবেগে ইংরেজী শিখিতে লাগিল, এবং খানেও অচিরে সে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইল।

প্রবল উৎসাহে সান্‌ যখন বিদ্যাশিক্ষায় রত, সেই সময়ে স্কুলে এক বিষম কাণ্ড উপস্থিত হইল। স্কুলের কনক (অর্থাৎ হাওয়াই-এর আদিম অধিবাসী) ছাত্রগণ সানের অপূর্ব্ব বেশভূষা এবং সুদীর্ঘ প্রলম্বিত চিক্কণ বেণী দেখিয়া অত্যন্ত আমোদ অনুভব করিল এবং তাহাকে অসহায় পাইয়া যখন তখন তাহার বেণী আকর্ষণ করিয়া মজা দেখিতে লাগিল। সান্‌ মহা ফ্যাসাদে পড়িল। যতদিন সম্ভব সে বয়োজ্যেষ্ঠ বালকদের এই

উপদ্রব সহ্য করিল। তারপর তাহাদের উৎপাত যখন অসহ্য হইয়া উঠিল তখন কিল চড় প্রভৃতির সাহায্যে আততায়ীদিগকে নিরস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইল। সানের শরীর আশৈশব মাঠের কাযে ও খেলাধূলায় সুদৃঢ়রূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহার মুষ্ট্যাঘাতের সম্মুখে কনকবালকগণ হটিয়া গেল এবং কিছুদিনের মত শান্ত রহিল।

কিন্তু বেশীদিন তাহারা চুপ করিয়া রহিল না। পরাজয়ের অপমান তাহাদের হৃদয়ে প্রতিশোধের বহ্নি জ্বালিয়া দিল। নিজেরা কিছু সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিবে না বুঝিয়া, তাহারা স্কুলের অল্পবয়স্ক বালকদিগকে সানের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করিতে লাগিল। কৌতুকপ্রিয় ছোট ছেলেরা বড়দের প্ররোচনায় সানের দীর্ঘ বেণী টানিয়া যখন তখন কৌতুক দেখিতে লাগিল। সান্ এবার আরও মুস্কিলে পড়িল। ছোট ছেলেরা বড় ছেলেদের মন্ত্রণায় চালিত হইতেছে মাত্র, তাহাদের বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না; তাহাদের সহিত মারামারি করা সান্ নেহাৎ কাপুরুষতা মনে করিল। অগত্যা সে অসীম ধৈর্য্যের সহিত শিশুদের উৎপীড়ন সহিতে লাগিল। কিছুদিন পরে ছেলেরা ক্লান্ত হইয়া আপনিই নিরস্ত হইল। তারপর কিছুদিনের মধ্যে সান হনলুলুর ছাত্রসমাজে সুপরিচিত হইয়া উঠিল। সকলেই তাহাকে সাদরে নিজেদের দলে টানিয়া লইল। কি বিদ্যাভ্যাসে, কি ক্রীড়াকৌতুকে, সান্ সেখানেও কাহারও অপেক্ষা ন্যূন হইল না।

স্কুলে সান্ নিত্য নূতন বিষয় শিখিতে লাগিল। স্কুলে অগ্নিনির্ব্বাপণের রীতিপদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হইত এবং সামরিক কুচকাওয়াজ ও শারীরিক ব্যায়াম শিখান হইত। এ সকল বিষয়ে সান্ খুব উৎসাহী ছাত্র ছিল এবং নিবিষ্টচিত্তে সব জিনিস শিখিতে লাগিল।

তিন বৎসর এই স্কুলে সান্ অধ্যয়ন করিল। এই অল্প সময়ের মধ্যে ইংরাজী ভাষায় সে অসাধারণরূপে ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিল। শ্রেষ্ঠ ছাত্র

হিসাবে হাওয়াইএর রাজা তাহাকে একখানি চীনের ইতিহাসপুস্তক পারিতোষিক দিলেন।

এই স্থানে চীনদেশের পুরুষদের বেণীধারণের প্রথা সম্বন্ধে কিছু বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি, মাঞ্চুজাতি যখন চীন জয় করে, তখন তাহারা চীনজাতির মধ্যে বলপূর্ব্বক নিজেদের অনেক প্রথা চালাইয়া দেয়। সেই মাঞ্চুপ্রথাগুলির মধ্যে একটী হইতেছে, মাথার সম্মুখভাগ কামাইয়া পশ্চাদ্ভাগে দীর্ঘ বেণী ধারণ করা। সেই সময়ে বাধ্য হইয়া চীনগণ বেণী রাখিতে অভ্যস্ত হইল, এবং এই তিন চার শতাব্দী ধরিয়া এই বিজাতীয় প্রথা চলিয়া আসিতেছে।

হনলুলুর স্কুলে বেণী-বিভ্রাট্ সান্‌কে বেণীর প্রতি নিতান্ত বিদ্রোহী করিয়া তুলিল। বেণীর জ্বালায় তাহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। তাহার ইউরোপীয় বন্ধুবর্গ পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে বেণী রাখার উপযোগিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিত। কাজেই মাঞ্চুজাতির পরাজয়চিহ্নস্বরূপ চীন পুরুষদেব বেণীপ্রথার উপর সানের চিত্ত এখন হইতেই বিরূপ হইয়া উঠিল। সুবিধা পাইলেই সে চীনদের মধ্যে বেণী প্রথার অনাবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিত। সানের এই প্রচারকার্য্যে অনেক ফল ফলিয়াছিল। পাশ্চাত্য বিদ্যায় শিক্ষিত বিপ্লবীদলের সকলেই বেণী বর্জ্জন করিয়াছিল। তা ছাড়া, ১৯১১ খৃষ্টাব্দে যে বিপ্লব সুরু হয়, সেই সময়ে বিপ্লবীরা যে যে সহর দখল করিত, তথায় তাহাদের আদেশে বলপূর্ব্বক সকলের বেণী কাটিয়া দেওয়া হইত। মাঞ্চুজাতির উপর প্রবল ঘৃণাই বিপ্লবীদের বেণীসংহারে এত প্রচণ্ড উৎসাহের সৃষ্টি করিয়াছিল।

উত্তরকালে স্বদেশ হইতে পলাতক হইয়া, সান যখন জাপানের

ইয়োকোহামা সহরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন আত্মগোপনের জন্ত তিনি বেণী কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন।

হনলুলুতে তিন বৎসর পড়িবার পর সান্ পুনর্ব্বার ডাকোর দোকানে কাজকর্ম্ম দেখিতে লাগিল। তদনন্তর সে একটা উচ্চ স্কুলে ভর্ত্তি হইল। এখানে কিছুকাল পড়িয়া সান্ হাওয়াই কলেজে অধ্যয়ন আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় তাহার পড়াশুনায় বিধি বাদ সাধিলেন। ডাকো সান্‌কে দেশে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিল।

ডাকোর মনে হইল সান্ যথেষ্ট লেখাপড়া শিখিয়াছে। আর অধিক বিজাতীয় শিক্ষায় সানের মাথা বিগড়াইবার সম্ভাবনা। একেই ত সানের ইংরাজী শিক্ষার উপর প্রবল অনুরাগ! এই মনে করিয়া ডাকো সান্‌কে অবিলম্বে দেশে ফিরিবার আদেশ করিল।

অকস্মাৎ দাদার এই আদেশ শুনিয়া সান অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। কিন্তু বয়োজ্যেষ্ঠের আদেশ অম্লানবদনে পালন করা চীনদের একটী প্রধান ধর্ম্ম, আর সে বয়োজ্যেষ্ঠ যদি পিতামাতা অথবা অগ্রজ হয়, তাহলে ত কথাই নাই. কাজেই সান্ দাদার আদেশের প্রতিবাদ করিল না, ডুঃখভারাক্রান্ত চিত্তে স্বদেশগামী জাহাজে উঠিয়া বসিল।

আমাদের দেশের মত চীনদেশে একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রথা বহু প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। পরিবারের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিই কর্ত্তৃত্বের অধিকারী হয়েন। পরিবারের সকলকেই তাঁহার আদেশ অনুসারে চলিতে হয়, এবং তাঁহার ব্যবস্থার উপর কথা বলা মহাধৃষ্টতা ও অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়। তদ্ব্যতীত পরিবারের মধ্যে কনিষ্ঠ-গণকে জ্যেষ্ঠদিগের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান দেখাইতে হয়, ইহাও চীন ধর্ম্মশাস্ত্রে আদিষ্ট হইয়াছে। কন্‌ফিউসিয়াস্ তাঁহার সঙ্কলিত ধর্ম্মগ্রন্থে পুনঃ পুনঃ এই পারিবারিক আচার ব্যবহারের উল্লেখপূর্ব্বক বৃদ্ধ ও

বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি বিনীত ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার প্রদর্শনে উপদেশ দিয়াছেন। চীনদেশের পারিবারিক রীতিনীতি এবং হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত ও সমাজপ্রচলিত পারিবারিক রীতিনীতির মধ্যে যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। আমাদের দেশের মত চীনদেশেও পরিবারের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উদ্দাম বিকাশ হইতে পায় না, যেমন ইউরোপ ও আমেরিকায় হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য জগতে যেমন ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ, প্রাচ্যে তেমনি পরিবার বা গোষ্ঠীর পূর্ণবিকাশ।

তবে আজকাল আমাদের দেশে যেমন পাশ্চাত্য শিক্ষার তরঙ্গে সামাজিক রীতিনীতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে ও হইতেছে, চীনেও পাশ্চাত্য ব্যক্তিত্ববাদের প্রবল তরঙ্গে পারিবারিক বন্ধন শিথিল হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহাতে ভাল হইবে কি মন্দ হইবে কে বলিতে পারে?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

—০:*:০—

সানের স্বদেশে প্রত্যাগমন

দাদার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সান্ ক্ষুব্ধচিত্তে হনলুলু হইতে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিল। জ্ঞানলালসা তাহার তখনও তৃপ্ত হয় নাই। হাওয়াই কলেজের নির্দ্দিষ্ট পাঠ পর্য্যন্ত সমাপ্ত হয় নাই, অর্দ্ধপথেই স্থগিত হইয়া গেল। যাহা হউক, সান্ মনে একটা সান্ত্বনা পাইল যে পাশ্চাত্যবিদ্যার গোড়াপত্তন তাহার হইয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে তাহার বিলক্ষণ পরিচয় ঘটিয়াছে। স্বাধীনতা ও সুশাসনের আস্বাদ সে উত্তমরূপে পাইয়াছে। সে সকল আর ভুলিবার নহে। এবার দেশে ফিরিয়া সে নিজের সাধ্যানুসারে স্বদেশের রাষ্ট্রীয় অবস্থার উৎকর্ষের জন্য মনঃপ্রাণ উৎসর্গ করিবে। এই চিন্তা তাহাকে আশ্বস্ত এবং নববলে বলীয়ান্ করিয়া তুলিল। এই সময়ে তাহার বয়স অষ্টাদশ বর্ষ।

হনলুলুতে সান্ যে জাহাজে উঠিয়াছিল, হংকংএ সে জাহাজ হইতে তাহাকে নামিতে হইল। তথা হইতে একটা দেশী নৌকায় (জাঙ্ক্) সকলে আরোহণ করিল। হংকংএ চীনের আব্‌গারী বিভাগের কর্ম্মচারিগণ প্রত্যেক জাঙ্ক্ তন্ন তন্ন করিয়া খানাতল্লাস করিয়া দেখে, কেহ গোপনে আফিঙের আমদানী করিতেছে কিনা। সে সময় ইংরাজরা ভারতবর্ষ হইতে প্রচুর পরিমাণ আফিঙ্ চীনে আমদানী করিত; এবং চীনের সম্রাট্ যখন আফিঙের আমদানী নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন, তখন তাহারা লুকাইয়া আফিঙের ব্যবসা চালাইতে লাগিল। সেই জন্য মাঞ্চু সম্রাট্

আরও কড়াকড়ি আরম্ভ করিলেন, এবং এইরূপে নৌকা ও জাহাজ খানা-তল্লাসী করিবার আদেশ প্রচারিত হইল।

মাঞ্চুশাসনের তখন পতনোন্মুখ অবস্থা। পতনের অনুকূল সকল দোষই মাঞ্চু আমলাতন্ত্রকে আশ্রয় করিয়াছিল। উচ্চতম কর্ম্মচারী হইতে অধস্তন কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত, সকলেই ঘোর উৎকোচগ্রাহী হইয়া উঠিয়াছিল, এবং সুবিধা পাইলে ছলে বলে কৌশলে জনসাধারণের নিকট টাকা আদায় করিতে ছাড়িত না।

সান্ জাঙ্কে বসিয়াই মাঞ্চু-কুশাসনের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইল।

জাঙ্ক্ হংকং ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে, আব্গারী বিভাগের জনকয়েক কর্ম্মচারী জাঙ্কে উঠিল এবং যাত্রিগণকে স্ব স্ব পোঁট্লাপুঁট্লী খুলিয়া দেখাইতে হুকুম করিল।

যাত্রীরা কর্ম্মচারীদের আদেশ পালন করিল এবং পাছে তাহাদের সব জিনিষপত্র বাজেয়াপ্ত হয়, এই ভয়ে, সকলেই কর্ম্মচারীদিগকে কিছু কিছু ভেট দিল। সান্ও অন্যান্য সকলের দেখাদেখি তাহাই করিল। অতঃপর সকলে নিজেদের বোঁচ্কাবুঁচ্কি বাঁধিয়া বসিয়াছে, এমন সময় আর এক দল রাজকর্ম্মচারী জাঙ্কে উঠিয়া রূঢ় ভাবে তাহাদিগকে জিনিষপত্র দেখাইতে বলিল। যাত্রিগণ বিনাবাক্যব্যয়ে তাহাদের আদেশ পালন করিল। দ্বিতীয় দল কর্ম্মচারিগণ চলিয়া গেলে যাত্রিগণ আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বসিয়াছে, অমনি তৃতীয় দল কর্ম্মচারী উপস্থিত হইল। সান্ ও অন্যান্য যাত্রিগণ নিতান্ত বিরক্তিসহকারে পোঁট্লাপুঁট্লি খুলিয়া দেখাইল। এইরূপে তিনবার যাত্রিরা কর্ম্মচারীদের যথেচ্ছাচারিতা নির্ব্বিবাদে সহ্য করিল। ইতিমধ্যে আর এক দল রাজকর্ম্মচারী অস্ত্রশস্ত্র ও জমকাল পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া জাঙ্কে হাজির হইল এবং কঠোরভাবে

যাত্রীদের জিনিষপত্র দেখিতে চাহিল। সকলেই জাঙ্কের কাপ্তেনের পূর্ব্ব উপদেশ অনুসারে ভয়ে ভয়ে এই অন্যায় আদেশ পালন করিল। সান্ কিন্তু এবার অত্যন্ত চটিয়া গিয়াছিল এবং এই অযথা অত্যাচারের প্রতিবাদে দৃঢ় পণ করিয়া বসিয়াছিল। কর্ম্মচারীরা যখন তাহার বাক্স বিছানা প্রভৃতি খুলিয়া দেখাইতে বলিল, তখন সান্ তাহাদের আদেশ পালনে অস্বীকার করিল। কর্ম্মচারিগণ তাহাকে নানারূপে ভয় দেখাইতে লাগিল, কিন্তু সানের অবিচলিত সঙ্কল্প দেখিয়া তাহারা দমিয়া গেল। অতঃপর যাত্রীদের মধ্যে অনেকে আসিয়া সান্‌কে অনুরোধ করিতে লাগিল, অবশেষে জাঙ্কের কাপ্তেন স্বয়ং আসিয়া তাহাকে বুঝাইতে লাগিল। কর্ম্মচারীদের আদেশ অমান্য করিলে যে কত দুর্ভোগ ভুগিতে হইবে, তাহাও কাপ্তেন বলিল। কিন্তু কিছুতেই সানের সঙ্কল্প টলিল না। সান্ কাপ্তেনকে বলিল যে. কাম্‌সিয়াঙ্ বন্দরে পৌছিয়া সে উচ্চ রাজ-কর্ম্মচারীদের নিকট এইরূপ অত্যাচারের প্রতিকার ভিক্ষা করিয়া এক আবেদন করিবে। সান্ তখনও বালক, জানিত না যে আবেদন নিবেদনে আরও বিপদ, তাহাতে উৎপীড়নের মাত্রা বর্দ্ধিত হইবে মাত্র।

কাপ্তেন অনভিজ্ঞ বালক সানের কথায় উচ্চ হাস্য করিল। তারপর কাপ্তেনের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইল। রাজকর্ম্মচারিগণ আক্রোশ-বশতঃ জাঙ্ককে দীর্ঘকাল আট্‌কাইয়া রাখিল; পরে কাপ্তেন কিছু ঘুষ দিয়া নিস্তার পাইল। জাঙ্ক্ ক্রমে কাম্‌সিয়াঙ্ বন্দরে আসিয়া ঠেকিল। তথা হইতে সান্ গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল। সানের আগমনে সান্‌পরিবারে আনন্দোৎসব পড়িয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

—০ঃ*ঃ০—

সানের সংস্কারপ্রচেষ্টা

সান্ হনলুলু যাত্রা করিবার কালে এক প্রকৃতির লোক ছিল ; হনলুলু হইতে দেশে ফিরিল সে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। আমেরিকান্ স্কুলে ইংরাজী শিক্ষা পাইয়া তাহার চিন্তাধারা ভিন্ন মুখে ছুটিতেছিল এবং স্বদেশের অনেক প্রাচীন ধারণার ঘোর পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল।

পাশ্চাত্যের উন্নতিশীল এবং সদাচঞ্চল সভ্যতার ছোঁয়াচ্ সান্‌কে অস্থির করিয়া তুলিল। স্বদেশের স্থিতিশীলতা ও ধীর গম্ভীর চাল, প্রাচীনানুরক্তি ও উদাসীনতা সানের মোটেই ভাল ঠেকিল না। বর্ত্তমানের কর্ম্মকোলাহলপূর্ণ বৈজ্ঞানিক যুগে চীনজাতিকে স্বীয় অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, তাহাকে বিজ্ঞানের আলোচনা করিতে হইবে; পাশ্চাত্য সর্ব্বগ্রাসী জাতিদের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে, তাহাদের সঙ্গে টক্কর দিয়া চলিতে হইলে, তাহাদের কর্ম্মোৎসাহকে অবলম্বন করিতে হইবে ; এই ধারণা সান্‌কে দৃঢ়রূপে পাইয়া বসিয়াছিল। তদনুসারে, স্বগ্রামে সান্ স্বীয় সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

হনলুলুতে মার্কিণজাতির শাসননীতি সান্‌কে মুগ্ধ করিয়াছিল। কেমন নিয়মে সুশৃঙ্খলরূপে সব কাজ সম্পন্ন হইতেছে, প্রজারা কেমন নির্ভয়ে আপন আপন কার্য্যে রত রহিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট প্রজাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধানে নিয়ত মনোযোগী রহিয়াছে। সকলেই ন্যায়বিচার

পাইতেছে। আর চীন? মাঞ্চুবংশের কুশাসনের ফলে সারাদেশে বিরাট্ অনিয়ম ও অরাজকতা আসিয়া পড়িয়াছে। জনসাধারণ নির্ব্বাক্ হইয়া রাজপুরুষদের যথেচ্ছাচারিতা সহ্য করিতেছে। পিকিঙ্ দরবার, প্রজাপালন ত দূরের কথা, প্রজাশোষণেই সম্প্রতি বিশেষ অধ্যবসায় প্রকাশ করিতেছে। সম্রাট্ রাজদণ্ড পরিচালনে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে। প্রজাদের দুঃখদুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে। এই সকল কথা চিন্তা করিয়া, সান্ মাঞ্চুরাজবংশের প্রতি বিশেষ বিরূপ হইয়া উঠিল।

গ্রামের প্রায় সকলেই দেশের রাষ্ট্রীয় অবস্থা সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ। মাঞ্চুজাতি যে বিদেশীয় জাতি এবং মাঞ্চুবংশ যে চীনের সিংহাসন দখল করিয়া আছে, এ কথা অধিকাংশ পল্লীবাসী জানিত না।

সান্ গ্রামবাসীদের মধ্যে তাহার প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিল। যে স্থানে কতকগুলি লোক জড় হইয়া গল্পগুজব করিতেছে, সান্ তথায় গিয়া দেশের বর্ত্তমান শাসননীতির সম্বন্ধে আলোচনা জুড়িয়া দিত।

দেশের অবস্থার সম্বন্ধে, সম্রাটের ও তাঁহার শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে, রাজকর্ম্মচারিবর্গের সম্বন্ধে, সান্ তাহাদের কৌতূহল উদ্দীপিত করিবার চেষ্টা করিত। সান্ সমবেত গ্রামবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিত, "আচ্ছা আমাদের সম্রাট্ কোন্ জাতীয় বলিতে পার কি?" উত্তর হইত "কেন, চীন জাতীয়।" সান্ বলিত "না মাঞ্চুজাতি উপস্থিত চীন অধিকার করিয়া আছে এবং মাঞ্চুবংশীয় সম্রাট্ চীনদেশ শাসন করিতেছেন। আমরা এখন বিদেশীয় রাজার অধীন হইয়া আছি। ইহার ফল কি হইয়াছে জান? মাঞ্চুবংশ রাজকর্ত্তব্যে পরাঙ্মুখ হইয়া কেবল নিজেদের বিলাসবাসনা চরিতার্থ করিতেই মত্ত আছে, প্রজাদের গায়ের-রক্ত-জল-করা খাজানার দ্বারা রাজবংশস্থ সকলে এবং উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণ বিভবশালী হইয়া উঠিতেছে; প্রজাদের কষ্টার্জ্জিত অর্থে নিষ্কর্ম্মা বিলাসীদের অযথা উদর-

পূরণ হইতেছে মাত্র। বিদেশীয় মাঞ্চুসম্রাট্ বিশাল চীনদেশ শাসনে একেবারেই অক্ষম হইয়া পড়িয়াছেন, আর মাঞ্চুশাসনতন্ত্রও নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তোমাদের সঙ্গে, সম্রাটের প্রতিনিধি যে জেলার শাসনকর্ত্তা, তাহার সম্বন্ধ কি? বৎসরে একবার ইয়ামেনের (জেলার শাসনকর্ত্তার দুর্গ-ভবন) লোক আসিয়া তোমাদের নিকট বাৎসরিক রাজস্ব আদায় করিয়া যায়। তোমাদের অভাব অভিযোগ সুখদুঃখের প্রতি ইয়ামেনের রাজকর্ম্মচারীর কোন দৃষ্টিই নাই। তোমাদের নিকট খাজনা পাইয়াই সে সন্তুষ্ট, আর তোমরাও কেবল খাজনা দিয়াই সন্তুষ্ট। দেশের রাস্তা, ঘাট, সাকো প্রভৃতি তৈয়ারী করিবার আবশ্যক হইলে তোমরা নিজেদের মধ্যেই চাঁদা তুলিয়া সেগুলি করাইয়া লও। গ্রামে দস্যুতস্করের উপদ্রব তোমরা নিজেরাই যথাসাধ্য নিবারণ করিতে চেষ্টা কর। সম্রাটের তরফ হইতে এসকল বিষয়ে তোমরা বিন্দুমাত্রও সাহায্য পাও না। অথচ মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া তোমরা যে শস্য উৎপন্ন কর, সম্রাট তাহাতে ভাগ বসান। এ নেহাৎ জবরদস্তী ছাড়া আর কিছুই নহে।

তোমাদের বিদ্যাশিক্ষার সুবন্দোবস্ত নাই, আত্মোন্নতি করিবার সুযোগ নাই; সকল পথ রুদ্ধ হইয়াছে কেবল এই মাঞ্চুবংশের কুশাসনে। কিন্তু কেবল সম্রাটের দোষ খুঁজিলে চলিবে না। তোমরা, জনসাধারণও, যথেষ্ট দোষী। তোমরা নিজেদের মধ্যে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে জান না, তোমাদের হৃদয় হইতে মহৎ ও উচ্চ আকাঙ্ক্ষা দূরীভূত হইয়াছে। গ্রামের গণ্ডীর বাহিরে কি ঘটিতেছে না ঘটিতেছে সে সম্বন্ধে তোমাদের কোনও কৌতূহলই নাই। পূর্ব্বকাল হইতে যাহা চলিয়া আসিতেছে, অনাবশ্যক ও অপকারী হইলেও, তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সাহস তোমাদের নাই।

মনে রাখিবে যে, মাঞ্চুবংশের অধীনেই আমাদের দুঃখদারিদ্র্য চরমসীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। অথচ তোমরা "ঈশ্বরতনয়ের" প্রতি ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত। 'ঈশ্বরতনয়' (সম্রাট্) যে তোমাদের দুঃখ দুর্দ্দশার মূল কারণ, সেদিকে তোমাদের লক্ষ্য নাই। সম্রাটের প্রতি এই অতিভক্তি তোমাদের একটা ঘোর কুসংস্কার।" এই মর্ম্মে সান্ গ্রামের অধিবাসীদিগকে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিত। স্বদেশের প্রকৃত অবস্থা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিত এবং রাজা প্রজার কিরূপ সম্বন্ধ হওয়া উচিত ও বর্ত্তমানে কিরূপ সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে, এ সকল বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিত।

গ্রামবাসীরা সানের রাজদ্রোহকর বাক্য শুনিয়া চমকিয়া উঠিতে লাগিল। সম্রাটের বিরুদ্ধে কথা বলার শক্তি এই বালকের কোথা হইতে আসিল?

গ্রামের প্রবীণগণ প্রথম প্রথম সানের কার্য্যকলাপ উপেক্ষাভরে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সানের সংস্কার-উদ্যমের বিরাম হইল না। তখন তাঁহারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, সান্ অত্যন্ত বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছে; সে "ঈশ্বরতনয়ে"র প্রতি প্রকাশ্যে অসম্মান প্রদর্শন করিতেছে এবং সম্রাটের বিরুদ্ধে লোকদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতেছে। ছেলেটা বিদেশী শিক্ষাদীক্ষায় একেবারে উৎসন্নে গিয়াছে। যে সম্রাট্কে আবালবৃদ্ধবনিতা দেবতা বলিয়া মনে করে, তাঁহার বিরুদ্ধে কথা বলা বা তাঁহার নিন্দা করা, নেহাৎ অকালপকতার ফল। এইরূপ আলোচনা করিয়া বৃদ্ধগণের স্থির ধারণা হইয়া গেল যে, সান্ একেবারে গোল্লায় গিয়াছে, আর উহাকে আস্কারা দেওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। সানের প্রতি বৃদ্ধগণের ক্রোধ ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

বৃদ্ধগণ সানের উপর যতই বিরক্ত হউন, সাধারণ লোকেরা কিন্তু সানের বক্তৃতা শুনিতে ভালবাসিত এবং তাহার বুদ্ধিমত্তা ও বিদ্যাবত্তার জন্য অনেকে তাহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতে লাগিল।

এই প্রসঙ্গে চীনবাসীরা সম্রাট্‌কে কি দৃষ্টিতে দেখে, কতটা ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, তদ্বিষয়ে কিছু বলিলে মন্দ হয় না। চীনের ধর্ম্মশাস্ত্র মতে সম্রাট্ হইতেছেন দেবলোক ও মর্ত্ত্যলোকের মধ্যে বন্ধনসূত্র। তিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধিস্বরূপ মর্ত্ত্যলোক শাসন করিতেছেন। মর্ত্ত্যলোকের যাহা কিছু অভাব অভিযোগ, সে সব একমাত্র সম্রাট্‌ই দেবলোকে উপস্থিত করিয়া তাহাদের প্রতীকার ভিক্ষা করিতে অধিকারী। মর্ত্ত্যলোকের কল্যাণার্থ দেবলোকের উদ্দেশে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে একমাত্র সম্রাট্‌ই সমর্থ। সেই জন্য মর্ত্ত্য মাত্রই সম্রাট্‌কে ভক্তি ও সম্মান সহকারে স্মরণ করিতে বাধ্য। সম্রাট্ সকল মানবের উপর অবস্থিত এবং প্রজাগণের ভক্তি ও শ্রদ্ধার উপর তাঁহার ন্যায্য অধিকার আছে। আবার সম্রাটেরও কর্ত্তব্য প্রজাগণকে পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করা, তাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানে অহরহঃ মনোযোগী থাকা এবং সর্ব্বপ্রকারে তাহাদের উন্নতিসাধনের চেষ্টা করা। যে সম্রাট্ প্রজাপালনে অশক্ত, যথেচ্ছাচারী ও উৎপীড়ক, চীনধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে সে সম্রাটের প্রতিনিধিত্ব শেষ হইয়াছে এবং তাঁহাকে তখন সিংহাসনচ্যুত করা প্রজাদের পক্ষে দোষাবহ নহে।

কাজেই সান্ যখন এবম্বিধ 'ঈশ্বরতনয়ের' (সম্রাটের উপাধি) দোষ উদ্ঘাটন করিয়া নিন্দা আরম্ভ করিল, তখন প্রাচীন ব্যক্তিগণ সানের জ্যেঠামীতে সবিশেষ রুষ্ট হইয়া তাহাকে সায়েস্তা করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সান্ কেবল তদানীন্তন শাসনতন্ত্রের সমালোচনা করিয়াই ক্ষান্ত ছিল না, অন্যান্য দিকেও তাহার সংস্কারচেষ্টা ধাবিত হইল।

চীনদেশের প্রায় প্রত্যেক নগরে এক একটী মন্দির আছে এবং তাহাতে তিনটী কাষ্ঠনির্ম্মিত দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে। মধ্যেরটী

পুরুষ দেবতা, তাঁহার নাম উত্তর সম্রাট্ ; তাঁহার দুই পাশে দুটী স্ত্রীদেবতা। চীনদেশে পুরোহিত বলিয়া বিশেষ একটা সম্প্রদায় নাই। সকলেই এই মন্দিরে গিয়া স্ব স্ব কাম্যবস্তু প্রার্থনা করিতে পারে। মন্ত্র তন্ত্র নাই, পূজা পদ্ধতি নাই ; কেবল দেবতাদের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করা ও গন্ধদ্রব্য জ্বালান, আর যার যাহা ঈপ্সিত যাচ্ঞা করা—ইহাই হইল পূজার অঙ্গ। সানের দৃষ্টি এই পুতুলপূজার উপর পড়িল।

হনলুলুর মিশনারী স্কুলে বাইবেল পড়িয়া সান্ খৃষ্টভক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। খৃষ্টের উপদেশাবলী তাহার তরুণ চিত্তে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল ; খৃষ্টের আত্মোৎসর্গকাহিনী তাহাকে অনুপ্রাণিত ও নির্ভয় করিয়া তুলিয়াছিল।

এক দিন সান্ সহচরগণের সঙ্গে চোইহাঙ্গের দেবমন্দিরে গমন করিল। অন্যান্য বালকেরা সানের মৎলবের বিন্দুবিসর্গও টের পায় নাই। তাহারা প্রচলিতপ্রথামত উত্তর সম্রাটের উদ্দেশে গুণ গুণ্ রবে প্রার্থনা আবৃত্তি করিতে লাগিল। সানের লক্ষ্য অন্যদিকে। বরাবর উত্তর-সম্রাটের নিকটে গিয়া সঙ্গীদিগকে ডাকিয়া বলিল "দেখ, এই উত্তর সম্রাট্ নিজেকেই রক্ষা করতে পারে না, তবে লোকে এই পুতুলের নিকট ধন-জন-স্বাস্থ্য প্রার্থনা করে কেন ? আমি উত্তরসম্রাটের আঙ্গুল ভাঙ্গছি, ইহার যদি শক্তি থাকে আমাকে বাধা দিক।" এই বলিয়া প্রাণপণ বলে উত্তর সম্রাটের একটী আঙুল ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অনেক টানাহেঁচড়ার পর আঙ্গুল ভাঙিয়া পড়িল। সঙ্গীগণ নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে সানের কার্য্য দেখিতেছিল, যেই দেখিল উত্তরসম্রাটের অঙ্গুলি ভগ্ন হইল, অমনি বিষম ভয়ে যে যেদিকে পারিল দ্রুতবেগে পলাইয়া গেল।

মুহূর্ত্ত মধ্যে চোই হাঙ্গের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সানের এই অসমসাহসিক অশ্রুতপূর্ব্ব কাণ্ড বিদ্যুৎগতিতে প্রচারিত হইয়া গেল।

ক্ষুদ্র চোই হাঙ্ উত্তেজনায় আলোচনায় বিক্ষুব্ধ ও আলোড়িত হইয়া উঠিল। তরুণ সান্ অবশেষে আবহমানকালপ্রচলিত কুপ্রথার উপর দারুণ আঘাত করিতে পারিয়াছে। গ্রামবাসীদের স্থানুবৎ অটল অচল ও বৈচিত্র্যবিহীন জীবনযাত্রার মাঝে সান্ চেতনার সঞ্চার করিয়াছে, প্রাণশক্তিকে চঞ্চল করিয়াছে।

সানের অদ্ভুত কার্য্যের কথা যে শুনিল সেই চমকিয়া উঠিতে লাগিল। এমন সাহস! দেবতার অপমান করা! অতিবুদ্ধিমান্ বাপেরা নিজেদের ছেলেদের সাবধান করিয়া দিল, যেন উন্মত্ত সানের সহিত তাহারা কদাপি মেলামেশা না করে। গ্রাম্যপ্রবীণদের ক্রোধ চরমসীমায় উঠিল। সকলে বলাবলি করিতে লাগিল 'দেখ্‌লে, তখন ত আমরা বলেছিলাম যে, বিদেশী শিক্ষা অতি বদ্, ছেলেদের মাথা বিগ্‌ড়ে দেয়।' সকলে দেব-মন্দিরে গিয়া সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের জন্য দেবতা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে বাস্তবিক সান্ ঘোর অপরাধ করিয়াছে। অর্ব্বাচীন সান্ বিদেশী শিক্ষায় দর্পিত হইয়া দেবতার অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিবার দুঃসাহস করিয়াছে। উহার আস্পর্দ্ধা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে; শাসনের দরকার। তখন সকলে মিলিয়া সান্‌কে উপযুক্ত শাস্তি দিবার মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

সানের পিতামাতা পুত্রের কীর্ত্তিকথা শুনিয়া স্তম্ভিত ও মর্ম্মাহত হইলেন। কিন্তু তাঁহারা দেশাচারের দাস। সমাজের নিকট অপরাধ করিলে পুত্রকেও বর্জ্জন করিতে হইবে, দয়া মায়া স্নেহ ভক্তি সব অতল জলে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। সান্ গুরুতর অপরাধ করিয়াছে, কাজেই সমাজের আদেশের নিকট পুত্রস্নেহ পরাভূত হইল।

পঞ্চায়েতের বিচারে গ্রাম হইতে নির্ব্বাসনই সানের যোগ্য দণ্ড বলিয়া বিবেচিত হইল। সানের পিতাকেও বাধ্য হইয়া এই নিষ্পত্তিতে সায় দিতে হইল।

সান্ যখন নিজের দণ্ডের কথা শুনিল, তখন প্রসন্নমনে মোড়লদের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া হংকং যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

চীনাদের পক্ষে পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া অত্যন্ত মনঃকষ্টের ব্যাপার, গ্রাম হইতে নির্ব্বাসন ত আরও ভয়ানক দুঃখজনক। গ্রামবাসীরা যখন সানের শাস্তির সংবাদ পাইল, তখন সকলেই নিতান্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল, অনেকে অশ্রুমোচন পর্য্যন্ত করিতে লাগিল। সান্ আবাল্য সকলেরই স্নেহভাজন ছিল। তাহার বিনীত সরল ব্যবহারে, তাহার বিদ্যাবুদ্ধি ও সচ্চরিত্রতায় সকলেই তাহাকে বিশেষ স্নেহের নেত্রে দেখিত। কিন্তু উপায় কি? বিদেশীর বিষময় প্রভাবে সান্ দেশদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। বোধ হয় কিছুদিন নির্ব্বাসনদণ্ড ভোগ করিবার পর, সে আপনিই শান্ত হইয়া আসিবে ও অনুতপ্তচিত্তে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গ্রামে ফিরিয়া স্বদেশের ধর্ম্মকর্ম্মে পুনর্ব্বার মনোনিবেশ করিবে।

সানের স্নেহময়ী জননী, সানের সঙ্গে বোধ হয় এই জন্মের মত দেখা, এই ভাবিয়া শোকে আকুল হইয়া সান্‌কে বিদায় দিলেন।

সান্‌ও দুঃখভারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু উচ্চলক্ষ্যের সাধনায় অনুপ্রাণিত, জ্বলন্ত বিশ্বাসে প্রজ্জ্বলিত সান্ হৃদয়কে সকল প্রকার দুঃখকষ্টের জন্য প্রস্তুত করিয়াছিল।

জগতের হিতের জন্য খ্রীষ্টের আত্মত্যাগের কাহিনী তাহাকে সাহস ও আত্মপ্রত্যয়ে পূর্ণ করিয়াছিল। হাসিমুখে জন্মস্থানের নিকট বিদায় লইয়া ঊনবিংশবর্ষীয় সান্ হংকং অভিমুখে রওনা হইল। সংসারসমুদ্রে অসহায় সান্ একান্ত আত্মনির্ভরতা সহকারে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

নবম পরিচ্ছেদ

হংকংএ সান্ ইয়াট্-সেন্

হংকংএ নির্ব্বাসন সানের পক্ষে শাপে বর হইল। হংকং তখন ব্রিটীশ-সাম্রাজ্যের অধীন। ১৮৪১ সালে ইংরাজ সৈন্য হংকং দ্বীপ দখল করে এবং তদবধি দ্বীপটী ব্রিটীশ-সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত উপনিবেশরূপে গণ্য হইয়া আসিতেছে।

সান্ হংকংএর কুইন্স্ কলেজে ভর্ত্তি হইয়া অদম্য উৎসাহে অধ্যয়ন করিতে লাগিল। কুইন্স্ কলেজের অধ্যাপকগণ উচ্চশিক্ষিত, সভ্যতা-লোকসম্পন্ন ইংরাজ। তাঁহাদের সম্পর্কে আসিয়া সান্ মনোযোগের সহিত তাঁহাদের কথাবার্ত্তা, আদবকায়দা, শিষ্টাচার প্রভৃতি লক্ষ্য করিতে লাগিল। অনেক ইংরাজের সহিত অচিরে তাহার আত্মীয়তা স্থাপিত হইল। ইংরাজবন্ধুদের সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্মেও সান্ অকুণ্ঠিত চিত্তে যোগদান করিত। হংকং, ম্যাকাও ও ক্যান্টনে সানের অনেক বন্ধু জুটিয়া গেল। অবকাশকালে সান্ এই সকল বন্ধুবান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইত। পাঠ্যাবস্থার দিনগুলি সানের একরূপ নিরুদ্বেগে কাটিতে লাগিল। পড়ার তাগিদ্ এবং বিদেশীদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার মধ্যেও সান্ কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্বদেশের কথা বিস্মৃত হয় নাই।

এই সময়ের কিছু পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে চীন ও ফরাসী জাতির মধ্যে এক যুদ্ধ বাধে। সান্ যখন কুইন্স্ কলেজে পড়িতেছে তখনও যুদ্ধ

চলিতেছিল। যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় মাঞ্চুরাজের বিপুল বাহিনী ফরাসীর মুষ্টিমেয় সৈন্যদলকে হটাইয়া দেয়। অমনি চীনের জনসাধারণের ভিতর ঘোর আনন্দরোল উঠিল। ফরাসীর পরাজয় ও চীনরাজের জয়ের সম্বন্ধে বিবিধ অলীক জনরব উঠিয়া চীনাদিগকে মিথ্যা গর্ব্বে স্ফীত করিয়া তুলিল।

কিন্তু অচিরেই সে আনন্দধ্বনি থামিয়া গেল। ফরাশিদের উৎকৃষ্ট কামান ও সুশিক্ষিত গোলন্দাজগণের সম্মুখে চীনের বিশাল সৈন্যদল বিধ্বস্ত এবং চীনরাজের কাষ্ঠনির্ম্মিত যুদ্ধজাহাজ্‌শ্রেণী চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। চীন অবিলম্বে ফরাশিকে কয়েকটী স্থান ছাড়িয়া দিয়া সন্ধিস্থাপনে বাধ্য হইল।

সান্ আগাগোড়া এই যুদ্ধব্যাপার বিশেষ আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিল। যখন চীন হীনভাবে ফরাশির সমরশক্তির নিকট পরাজয় স্বীকার করিল তখন সানের দৃঢ় ধারণা হইল যে, চীনকে যদি স্বাধীনভাবে বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে তাহাকে ইউরোপীয় সমরনীতি এবং পাশ্চাত্য জাতির অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধপোতনির্ম্মাণের কৌশল শিক্ষা করিতে হইবে। নচেৎ দুর্দ্ধর্ষ বিজ্ঞানসহায় পাশ্চাত্যজাতিবর্গের এবং জাপানের সহিত যুঝিয়া উঠা দুষ্কর হইয়া পড়িবে।

মাঞ্চুশাসনের অবসান করিবার কল্পনা সানের মাথায় এই সময়েই প্রথম খেলিতে আরম্ভ করে। তদনুসারে সে গোপনে মাঞ্চুরাজের সাজসজ্জা, সৈন্যসংখ্যা প্রভৃতি বিষয়ে যথাসম্ভব সংবাদ সংগ্রহ করিতেছিল।

দশম পরিচ্ছেদ

সানের নির্লোভিতা

সান্ যখন হংকংএর কুইন্স্ কলেজে বিদ্যার্জ্জন করিতেছে সেই সময়ের একটী ঘটনায় সানের নির্লোভ চরিত্র উজ্জ্বলরূপে ফুটিয়া উঠে। যে নির্লোভিতা ও উদারতার জন্য সান্ বিপ্লবদলের নেতৃত্বে বৃত হইয়াছিলেন, এবং নবপ্রজাতন্ত্রের প্রথম সভাপতিত্বে অধিষ্ঠিত হইয়া স্বেচ্ছায় তাহা ত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই অনন্যসুলভ নির্লোভিতা সানের এই ছাত্রাবস্থাতেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। ঘটনাটী এইরূপ।

সান্ মাঞ্চুবংশধ্বংসের কল্পনায় এবং কলেজের পড়ায় ব্যস্ত; সেই সময়ে একদিন হনলুলু হইতে ডাকোর এক পত্র আসিল। পত্রে ডাকো সান্‌কে অবিলম্বে হনলুলু যাইতে লিখিয়াছে। হঠাৎ ডাকোর নিকট হইতে এরূপ পত্র পাইয়া সান্ বিস্মিত হইয়া গেল, এবং এত তাড়াতাড়ি করিয়া আসিতে বলিবার যে কি হেতু থাকিতে পারে তাহা সে হাজার ভাবিয়াও ঠিক্ করিতে পারিল না।

যাহা হউক, দাদার আদেশ মত, কলেজ হইতে ছুটী লইয়া, সান্ অবিলম্বে হনলুলু যাত্রা করিল। হনলুলুতে উভয় ভ্রাতার সাক্ষাৎ হইলে ডাকো একটু গম্ভীরভাবে অথচ সস্নেহে সান্‌কে সম্ভাষণ করিল। সান্‌ও যথোচিতবিধানে জ্যেষ্ঠকে অভিবাদন করিল।

তারপর ডাকো সান্‌কে তাহার হঠকারিতার জন্য মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন "দেখ সান্, আমরা সকলেই আশা করেছিলাম যে, তুমি বিদ্যার্জ্জন

ক'রে আমাদের বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে, এবং অর্থোপার্জ্জনের দ্বারা সংসারের অভাব অনটন দূর ক'রে নিজের জীবন সার্থক করবে, কিন্তু সে আশায় ছাই পড়েছে। বিদেশী শিক্ষায় তোমার অধঃপতন হয়েছে; আত্মীয়স্বজন সকলেই তোমার ব্যবহারে মর্ম্মাহত ও হতাশ হয়ে পড়েছে। তুমি বোধ হয় জান যে, তুমি যখন হনলুলুতে আমার দোকানে বসে কাজকর্ম্ম দেখতে, তখন তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ ও কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমার বহুক্লেশে উপার্জ্জিত সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ তোমার নামে লেখাপড়া ক'রে দিই? তখন আমার ধারণা ছিল তুমি দেশে গিয়ে সাংসারিক কাজে মন দেবে। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি তোমার মনের গতি বিপরীত দিকে ছুটেছে। তুমি ঘোর রাজদ্রোহী ও সমাজ-দ্রোহী হয়ে উঠেছ। কাজেই, আমি হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে যে সম্পত্তি করেছি, তার উপর ন্যায়তঃ তোমার কোন দাবীই থাকতে পারে না।"

দাদার কথায় সান্ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। সে নিজের খেয়ালে ও লেখাপড়াতেই মগ্ন ছিল; ডাকো যে ইহার মধ্যে বিপুল অর্থশালী হইয়া উঠিয়াছে সে বিষয় তাহার অজ্ঞাত ছিল। আর, সে যে দাদার অর্দ্ধসম্পত্তির মালিক, এ কথাও সে বেমালুম ভুলিয়া গিয়াছিল। টাকাকড়ির সম্বন্ধে কখনও বিশেষ অনটন পোহাইতে হয় নাই বলিয়া, টাকাকড়ি বিষয়ে তাহার কোন আঁটও ছিল না।

দাদার অনুযোগপূর্ণ কথার উত্তরে সান্ বলিল "দাদা, আপনি যে আমাকে সমাজদ্রোহী বল্‌লেন তা যথার্থ। আজ চায়নায় সমাজসংস্কারের একান্ত প্রয়োজন। পচা গলা সামাজিক রীতিনীতি আমাদের অবনতির মূল কারণ হয়ে উঠেছে। সেগুলির ধ্বংসসাধনকেই আমার জীবনের প্রধান ব্রত করেছি। আর আপনি যে সম্পত্তির কথা বল্‌লেন, সে অর্দ্ধসম্পত্তির

উপর সমস্ত দাবীদাওয়া আমি ত্যাগ কর্‌তে প্রস্তুত। আপনি এক্ষণেই সেই অর্দ্ধসম্পত্তি ফিরিয়ে নেন।”

ডাকো আশা করে নাই যে, সান্ এক কথায় বিশাল ঐশ্বর্য্যের মায়া কাটাইয়া উঠিতে পারিবে। সানের কথা শুনিয়া সহর্ষচিত্তে ডাকো সান্‌কে লইয়া এক উকিলের গৃহে গমন করিল এবং তথায় সান্ অর্দ্ধেক সম্পত্তির উপর সকল স্বত্বত্যাগ স্বাক্ষর করিয়া দিল। তার পর উভয়ে প্রফুল্লচিত্তে পরস্পরের নিকট বিদায় লইল। গৃহের সহিত সানের অবশিষ্ট বন্ধনসূত্র ছিন্ন হইল।

মাঞ্চুবংশধ্বংসের কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিয়া তাহার স্থানে প্রজাতন্ত্র-শাসনের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে বিস্তর অর্থের প্রয়োজন। সান্ অনায়াসেই স্বীয় উদ্দেশ্যসাধনের জন্য জ্যেষ্ঠের প্রস্তাবে অসম্মত হইতে পারিত। কিন্তু তদ্রূপ হীন উপায় অবলম্বনে সানের প্রবৃত্তি হইল না।

একাদশ পরিচ্ছেদ



সানের ডাক্তারী শিক্ষা ও চিকিৎসাব্যবসায়

কুইন্‌স্‌ কলেজের পাঠ সমাপন করিয়া সান্‌ চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করিতে মনন করিল। কোনও সামরিকবিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়া সামরিক শিক্ষালাভ করিবার ইচ্ছা সানের মনে প্রবল ছিল, কিন্তু তাহার সে আশা পূর্ণ হইল না। কারণ, সমগ্র চীনদেশে একটীও সামরিক বিদ্যালয় ছিল না, এবং বিদেশী সামরিক স্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার জন্য মাঞ্চুসরকারের যে অনুমতি ও সাহায্যের প্রয়োজন, তাহা কোনও চীনা বালকের পক্ষে পাওয়া সম্ভবপর ছিল না। সে দিকে কোনও সুবিধা না থাকায়, আইন-পড়িবার দিকে তাহার ঝোঁক হইল। কিন্তু চীনে তখনও আইন অধ্যাপনার কোনও ব্যবস্থা হয় নাই। অগত্যা, সান্‌ ডাক্তারী শিখিতে স্থির করিল এবং হংকং মেডিক্যাল স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া গেল।

হংকং স্কুলের পড়া সাঙ্গ করিয়া সান্‌ ক্যান্টনের মেডিক্যাল স্কুলে প্রবেশ করিল। এই সময়ে সান্‌ একটী গুপ্তসমিতিতে যোগদান করিয়া বৈপ্লবিক ভাবের পরিপুষ্টি ও প্রচারকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিল। সান্‌ সারাদিন স্কুলের ল্যাবরেটারিতে এবং ক্লাশে অখণ্ড মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিয়া রাত্রিতে সমিতির অধিবেশনে যোগ দিতেন। এইরূপে অধ্যয়ন এবং বিপ্লবের সাধনা একসঙ্গে চলিতে লাগিল।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে হংকংএ একটী নূতন মেডিক্যাল স্কুল স্থাপিত হইল। সান্ এই স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া তথায় ১৮৯২ সাল পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিলেন; তদনন্তর চিকিৎসকের উপাধি লইয়া ক্যান্‌টন্ সহরে চিকিৎসক হইয়া বসিলেন। এই সময় হইতে বিদেশীদের নিকট তিনি ডক্টর সান্ ইয়াট্ সেন্ নামে পরিচিত হইতে লাগিলেন।

চিকিৎসকের ব্যবসা অবলম্বন করায় সানের অনেক সুবিধা হইল। চীনদেশে চিকিৎসাবিদ্যা তখন পর্য্যন্ত বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে নাই। বোধ হয় জনসাধারণের উত্তম স্বাস্থ্যই তাহার প্রধান কারণ। এক শ্রেণীর বৈদ্য ছিল বটে, কিন্তু তাহারা প্রকৃত চিকিৎসাবিদ্যার বিশেষ ধার ধারিত না। আমাদের দেশের, এবং অন্যান্য সকল দেশেরই, পুরাকালের গ্রাম্য বৈদ্যদের মত, তাহারা গাছগাছড়া মন্ত্রতন্ত্র ও ঝাড়ফুঁকেই অসুখ সারাইবার চেষ্টা করিত। এই সব বৈদ্যদিগকে চীনের জনসাধারণ বিশেষ গ্রাহ্য করিত না, এবং পীড়া হইলেও কদাচিৎ তাহাদের শরণ লইত। সকলের নিকট বৈদ্যরা অতি নিরীহ ভালমানুষ ও অকর্ম্মণ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। কাজেই যে ব্যবসা চীনদেশে এত হীন বলিয়া গণ্য হইত, তাহা অবলম্বন করায় সানের পক্ষে এই মহাসুবিধা হইল যে, দীর্ঘকালযাবৎ চিকিৎসাব্যবসার অন্তরালে সান্ রাজদ্রোহসংক্রান্ত কাজকর্ম্ম নির্ব্বিবাদে করিতে পারিয়াছিলেন। চীনের পুলিশকর্ম্মচারীরা প্রথম প্রথম সান্‌কে সাধারণ বৈদ্য মনে করিয়া তাঁহার কার্য্যকলাপের দিকে মনোযোগ করে নাই।

সান্, ক্যান্‌টন্‌সহরের মধ্যে একটী ও সহরতলীতে একটী, এই দুইটী চিকিৎসালয় স্থাপন করিলেন। এই দুই স্থানে চিকিৎসাব্যবসা ও বিদ্রোহমূলক কার্য্য উভয়ই যুগপৎ পূর্ণবেগে চলিতে লাগিল। চিকিৎসা-কার্য্যে সানের অনেক সময় অতিবাহিত হইত এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার

অস্ত্রচিকিৎসার সুখ্যাতি বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িল। উপার্জ্জনও প্রভূত হইতে লাগিল। সান্ স্বোপার্জ্জিত অর্থের অধিকাংশই বিদ্রোহের কাজে ও দীনদুঃস্থের সাহায্যকল্পে ব্যয় করিতে লাগিলেন।

সানের সুচিকিৎসার খ্যাতিই তাঁহার রাজদ্রোহকর কার্য্যকলাপের আবরণ হইল ; কারণ পুলিশবিভাগ অনেক দিন পর্য্যন্ত চিকিৎসক সান্‌কে বিদ্রোহসমর্থ বলিয়া সন্দেহ কারবারও অবকাশ পায় নাই। ক্রমে ক্রমে সানের প্রকৃতি তাহাদের সন্ধানী দৃষ্টিতে ধরা পড়িল।

এইরূপে, চিকিৎসকের ছদ্মবেশে ঘোর বিদ্রোহী ডাঃ সান্ ইয়াট্ সেন্ দুই বৎসর কাল রাজকর্ম্মচারীদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইয়া চলিলেন। এই সময়ের মধ্যে বিপ্লবের প্রচারকার্য্য অনেকটা অগ্রসর হইল। সানের অনুগামীদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মাঞ্চুবংশের স্বেচ্ছাচারমূলক শাসন এবং বিদেশীশক্তিবর্গের মাৎস্যন্যায়ের বিরুদ্ধে যে ঘোর অসন্তোষ যুবক চীনের মনে অসংহত ও বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রকাশ পাইতেছিল, সানের ব্যক্তিত্ব ও অবিশ্রান্ত চেষ্টার ফলে তাহা ক্রমশঃ সংহত ঘনীভূত ও প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিতে লাগিল।

এমন সময় অকস্মাৎ একদিন সান্‌কে ডাক্তারীব্যবসার পাট উঠাইতে হইল। কিরূপে, বলিতেছি।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

-০:*:০-

স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসন

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার সানের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় বিষম বাধা উপস্থিত হইল; অথবা, এক হিসাবে, সানের প্রকৃত বিদ্রোহীর জীবন এই সময় হইতেই আরম্ভ হইল।

ক্যান্টন্ ও সোয়াটাউ সহরে, বিদ্রোহীদল মাঞ্চুশাসনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। মাঞ্চুপুলিশ পূর্ব্বেই ইহার কিছু কিছু আভাস পাইয়া প্রস্তুত ছিল; ফলে এই বিদ্রোহচেষ্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইল। কিছুদিন হইতে মাঞ্চুপুলিশ ডাক্তার সান্‌কে একটু সন্দেহের চক্ষুতে দেখিয়া আসিতেছিল। এবার সান্‌কে তাহারা, কোনও সূত্রে, বিপ্লবপ্রয়াসী বলিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত করিল, এবং তাঁহাকে উক্ত প্রকাশ্য বিদ্রোহে লিপ্ত বলিয়া অভিযুক্ত করিল। ফলে, পিকিঙ্ দরবার হইতে, সানের উপর অবিলম্বে চীন ত্যাগ করিয়া যাইবার কঠোর আদেশ জারি হইল।

১৮৯২ সাল হইতে ১৮৯৫ সাল পর্য্যন্ত সান্ অদম্য অধ্যবসায়ে বিদ্রোহের জন্য পরিশ্রম করিতেছিলেন। এই সময়ের মধ্যে সানের দল ছাড়া আরও কয়েকটী বিভিন্ন দল হংকং, ম্যাকাও, এবং ক্যান্টনে স্থাপিত হইয়াছিল। এই সব ক্ষুদ্র দলগুলি একরূপ স্বতন্ত্রভাবে বিপ্লবের চেষ্টা করিতেছিল।

এই সময়েই সানের প্রসিদ্ধ 'মৃত্যুস্পর্দ্ধী' দল গঠিত হয়। স্বদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামে আত্মাহুতি দিবার জন্য যে সব যুবক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল, সান্ তাহাদের লইয়া এই মৃত্যুভয়বিরহিত দল গঠন করিলেন। এই দল ব্যতীত সানের অসমসাহসিক বিদ্রোহজনক প্রচেষ্টা কোনওরূপেই সুসিদ্ধ হইত না। মৃত্যুস্পর্দ্ধীদের অপূর্ব্ব আত্মত্যাগের ফলেই মাঞ্চুরাজতন্ত্রের উচ্ছেদ অতি দ্রুত সাধিত হইয়াছিল।

১৮৯৪ সালে চীনজাপান সমর বাধিল। এই সুযোগে বিপ্লব বাধাইবার উদ্দেশ্যে সান্ অবিলম্বে আমেরিকা যাত্রা করিলেন, এবং তথাকার চীনা অধিবাসীদের মধ্যে স্বীয় উদ্দেশ্য জ্বলন্ত ভাষায় প্রচার করিতে লাগিলেন। সানের বাগ্মিতা ও আন্তরিকতায় অধিকাংশ চীনবাসীই তাঁহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিল, এবং তাঁহার কার্য্যাবলীর পোষকতা করিতে লাগিল। তাহাদের নিকট কিছু অর্থ সংগ্রহ হইল। অন্যান্য দিক্ হইতেও কিছু কিছু অর্থ যোগাড় করা হইলে, এই সংগৃহীত অর্থদ্বারা সান্ ছয়শত রিভলভার ক্রয় করিলেন। মৃত্যুস্পর্দ্ধী দল এই রিভলভার লইয়া ক্যান্টন্ ইয়ামেন্ (শাসনকর্ত্তার দুর্গ) আক্রমণ করিবে, এইরূপ স্থির হইল।

ইতিমধ্যে দলের কোনও অজ্ঞাত ব্যক্তির বিশ্বাসঘাতকতার ফলে, বা অন্য কোনও প্রকারে, পুলিশবিভাগ বিপ্লবীদলের সঙ্কল্প জানিতে পারিল। পূর্ব্বোক্ত ছয়শত রিভলভার কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে ধরা পড়িল, এবং কয়েকজন বিশিষ্ট মৃত্যুস্পর্দ্ধীর মৃত্যুদণ্ড হইয়া গেল। তথাপি ইয়ামেন্-আক্রমণ স্থগিত রহিল না। কিন্তু উৎকৃষ্ট ও যথেষ্ট হাতিয়ারের অভাবে বিদ্রোহীদের আক্রমণ ব্যর্থ হইয়া গেল। এই প্রথম বিফলতা বিদ্রোহীদলে ঘোর নৈরাশ্যের সৃষ্টি করিল।

মাঞ্চুসরকার সানের মাথার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিলেন। কাজেই

সান্ পলাতক হইলেন এবং অনেক বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া হাওয়াই দ্বীপে উপনীত হইলেন। তথা হইতে আমেরিকা যাত্রা করিয়া সান্ দ্বিগুণ উৎসাহে তত্রত্য চীনাদের মধ্যে বিপ্লববাদ প্রচার করিতে লাগিলেন। আমেরিকা হইতে সান্ ইউরোপের জাহাজে উঠিলেন। লণ্ডনে উপস্থিত হইলেন ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে, এবং ঐ সালের ১১ই অক্টোবর তারিখে লণ্ডনস্থ চীন-প্রতিনিধিপক্ষীয় লোকদিগের দ্বারা অপহৃত হইলেন। সানের পিছনে প্রায় সর্ব্বদাই ইউরোপীয় ডিটেক্‌টিভ্ পুলিস থাকিত। সান্ অপহৃত হইলে, লণ্ডনের ডিটেক্‌টিভ্ পুলিশ তাঁহাকে বহুকষ্টে উদ্ধার করিল। এই ব্যাপারে সানের নাম সভ্যজগতে ছড়াইয়া পড়িল। সান্ ইউরোপ ও আমেরিকায় আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

মাঞ্চু রাজবংশ

সান্ বিদেশে বিদেশে ঘুরিতে থাকুন। এখন, সান্ যে মাঞ্চু-বংশের বিরুদ্ধে বিপ্লবের আয়োজন করিতেছেন, তৎসম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে, ইউরোপীয় শক্তিবর্গ কিরূপে ধীরে ধীরে চীনের জায়গাজমী দখল করিয়া বসিতে লাগিল, তাহাও সংক্ষেপে বলা দরকার।

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে চীনরাজের সহিত ব্রিটিশরাজের প্রথম সমর বাধে: এই যুদ্ধ বাধিল আফিঙের আমদানী লইয়া। চীনসরকার আফিঙের আমদানী আইনের দ্বারা নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরাজগণ * মাঞ্চুসরকারের আইন অমান্য করিয়া ভারতবর্ষ হইতে গুপ্তভাবে আফিঙের আমদানী করিতে লাগিল। ফলে, চীনের সঙ্গে ইংরেজের সংঘর্ষ বাধিল। যুদ্ধে চীনসৈন্য পরাভূত হইল এবং মাঞ্চুরাজ ইংরাজদের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করিলেন। সন্ধির সর্ত্তানুসারে ইংরাজগণ হংকং দ্বীপের অধিকারী হইল (১৮৪১ খৃষ্টাব্দে)। এতদ্ব্যতীত, চীনসম্রাট্ ইংরাজদিগকে বিপুল ক্ষতিপূরণ অর্থ দিতে বাধ্য হইলেন। আর একটী সর্ত্তে চীনদেশের

---

* এ বিষয়ে ইউরোপের অন্যান্য জাতির বণিক্‌রা এবং চীনের উৎকোচগ্রাহী রাজকর্ম্মচারীরাও সমান দোষী ছিল।

পাঁচটী বন্দরে বিদেশী বণিক্‌দিগকে ব্যবসাবাণিজ্য চালাইবার অধিকার দেওয়া হইল।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ অক্টোবর দ্বিতীয় চীন-ইংরেজ যুদ্ধের সূত্রপাত হয়, এবং ১৮৬০ সালে তাহার সমাপ্তি হয়। ইংরেজ ও ফরাশির সম্মিলিত সৈন্য ক্যান্টন্ সহর দখল করিল। তারপর ইংরেজ, ফরাশি, রাশিয়া ও আমেরিকার মিলিত বাহিনী টিয়েন্‌ট্‌সিন্ সহরে প্রবেশ করিল। এই টিয়েন্‌ট্‌সিন্ সহরের কিছু উত্তরে রাজধানী পিকিঙ্ সহর অবস্থিত।

এই সময়ে চীনের সিংহাসনে সম্রাট্ হ্‌সিয়েন্ ফেঙ্গ্ উপবিষ্ট ছিলেন। সম্মিলিত শক্তিবর্গের সৈন্য যখন পিকিঙের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, সম্রাট্ দরবার সমেত জেহোল নামক স্থানে পলাইয়া গেলেন। ইহার চারি বৎসর পূর্ব্বে হ্‌সিয়েন্ ফেঙ্গের মহিষী * ইয়োহোনালা একমাত্র পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন।

জেহোলে সম্রাট্ সাংঘাতিকরূপে পীড়িত হইয়া পড়িলেন, এবং এই সুযোগে কয়েকজন রাজবংশীয় কর্ম্মচারী সিংহাসনের জন্য চক্রান্ত আরম্ভ করিয়া দিল। ইয়োহোনালার অসাধারণ বুদ্ধিবলে তাহাদের চক্রান্ত ফাঁসিয়া গেল। সম্রাট্ কিছু দিন ভুগিয়া জেহোলেই দেহত্যাগ করিলেন, এবং ইয়োহোনালা ট্‌জিউ হ্‌শি উপাধিভূষিত হইয়া শিশুপুত্রের নামে রাজকার্য্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন।

তখনও ইউরোপীয় শক্তিবর্গ টিয়েন্‌টসিন্ দখল করিয়া বসিয়া ছিল।

---

* চীনদেশে বহু প্রাচীনকাল হইতে একটী প্রথা চলিয়া আসিতেছে। এই প্রথানুসারে, সমাজের সকল শ্রেণীর পুরুষগণ, একজন ধর্ম্মপত্নী ব্যতীত, এক বা ততোধিক রমণীকে পত্নীভাবে স্বীয় গৃহে রাখিতে পারেন ; ইহারা ধর্ম্মপত্নীর সম্পূর্ণ অধীনে থাকে এবং তাহাদের সন্ততি ধর্ম্মপত্নীর সন্ততি বলিয়া গণ্য হয়। ইয়োহোনালা এই দাসী শ্রেণীর মহিষী ছিলেন। আজকাল, নব্যসম্প্রদায় এই কুপ্রথার মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে।

সম্রাজ্ঞী তাহাদের সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন। সন্ধির ফলে ইংরাজ ও ফরাশিজাতি চীনদেশে পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক বিস্তৃতভাবে বাণিজ্য চালাইবার অধিকার পাইল এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ বিস্তর অর্থ আদায় করিল।

কিছুদিনের মধ্যে চীনসরকার সন্ধিসর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া কয়েকজন নিরস্ত্র ফরাশি ও ইংরাজ কর্ম্মচারী বন্দী করিল। ফলে, প্রতিহিংসা-বশে, ইংরাজসৈন্য যুদ্ধ করিতে করিতে পিকিঙে উপস্থিত হইল, এবং রাজ-প্রাসাদ ভস্মীভূত করিয়া দিল।

পুনর্ব্বার চীনসরকার ইংরাজ ও ফরাশির সহিত সন্ধিস্থাপন করিল, এবং উভয় শক্তিই বিস্তর অর্থ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ লাভ করিল।

এই সময় ইয়াঙ্গ্‌সি নদীর দক্ষিণে দেশীয় 'টেপিঙ্গ্' বিদ্রোহ চলিতে-ছিল। এই বিদ্রোহের উদ্দেশ্য ছিল, মাঞ্চুবংশকে তাড়াইয়া, চীনের সিংহাসনে চীনা রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করা। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই বিদ্রোহ স্থায়ী হয়, এবং এই সময়ের মধ্যে প্রায় সমস্ত দক্ষিণ চীনে বিদ্রোহিগণের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব স্থাপিত হয়। মাঞ্চুরাজের সেনা বারম্বার বিদ্রোহীদলের নিকট পরাভূত হইয়া হটিয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে ইংরেজ ও ফরাশির সম্মিলিত সৈন্যের সাহায্যে মাঞ্চুরাজ অতি ক্লেশে টেপিঙ্গ্ বিদ্রোহ দমন করেন। টেপিঙ্গ্ বিদ্রোহের ফলে প্রায় দুই কোটী চীনবাসীর প্রাণহানি ঘটিয়াছিল, এবং অগণ্য গ্রাম ও নগর উজাড় হইয়া গিয়াছিল। মাঞ্চুসরকারকে এই বিদ্রোহের দমনে যথেষ্ট অর্থ ও সামর্থ্য ব্যয় করিতে হইয়াছিল।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাজ্ঞী ট্জিউ হ্শির এক ভ্রাতুষ্পুত্র কোয়াঙ্গ্হ সিউ রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠান করিতেছিলেন। সম্রাজ্ঞীর স্বীয় পুত্র, সাবালক হইবার পর অতি অল্পকাল সিংহাসনে বসিয়া, ইহলোক হইতে বিদায় লইয়াছিলেন।

কোয়াঙ্গ্ হ্সিউ নামে মাত্র সম্রাট্ ছিলেন, আসলে বৃদ্ধা সাম্রাজ্ঞী অসাধারণ প্রতিভাশালিনী ট্জিউ হ্সিই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন; রাজ্যের প্রকৃত ক্ষমতা তাঁহার হাতেই ছিল। কোয়াঙ্গ্ হ্সিউ নামে সম্রাট্ হইয়াও স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে সাহসী হইতেন না, অথবা স্বাধীনভাবে চলিবার ক্ষমতাই তাঁহার ছিল না। রাজ্যসংক্রান্ত সকল বিষয়েই তাঁহাকে বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞীর নির্দ্দেশমত চলিতে হইত।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের চীনজাপান সমরে, চীন অতি হীনভাবে পরাজিত হয়। জাপানকে চীন বরাবরই অবজ্ঞা এবং কৃপার নেত্রে দেখিত; বামনের জাতি বলিয়া জাপানীদিগকে চীনারা ঘৃণা করিত; জাপানের সভ্যতা, ধর্ম্ম, বিদ্যা, সবই চীনের নিকট হইতে গৃহীত; তজ্জন্য, চীনবাসীরা জাপানীদিগকে আপনাদিগের চেয়ে সকল বিষয়ে নিকৃষ্ট বলিয়া জ্ঞান করিত। তদ্ব্যতীত, চীনের বিপুল আয়তন ও বিশাল জনসমুদ্রের নিকট জাপান একটী বিন্দুবৎ। কাজেই চীন সরকার জাপানকে কোনও ক্রমেই নিজেদের সমকক্ষ বলিয়া মনে করিত না।

কিন্তু ১৮৯৫ সালের পরাজয়ে, মাঞ্চুসরকার তথা সমগ্র চীনের চক্ষুর ঠুলি খসিয়া গেল।

জাপান যে কত পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে, এবং চীনের সৈন্যবিভাগ যে কত হীনবল হইয়া পড়িয়াছে, এই ঘটনায় তাহা সকলেই সুস্পষ্ট দেখিতে পাইল। নিশ্চেষ্ট চীনজাতি সচেষ্ট হইয়া উঠিল। সারা দেশে বিস্ময়ের সহিত একটা ঘোর আতঙ্ক সকলের চিত্তকে আন্দোলিত ও উত্তেজিত করিয়া তুলিল। চীনের শাসনতন্ত্র যে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে, তাহা সকল শিক্ষিত লোকেরাই বুঝিতে পারিল। শিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তিগণের মনে শাসনসংস্কারের স্পৃহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, এবং সম্রাটের

নিকট বহুজনের স্বাক্ষর-সম্বলিত, প্রচলিত শাসনপ্রণালীর সংস্কার প্রার্থনা করিয়া, এক আবেদন-পত্র প্রেরিত হইল।

দেশের এই অবস্থায়, সান্ তাঁহার দলবলের দ্বারা ক্যান্টন্ আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করেন, এবং কিরূপে এই প্রথম উদ্যম ব্যর্থ হইল তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। মৃত্যুস্পর্দ্ধীদলের কয়েকজন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইল, অনেকগুলি কারারুদ্ধ হইল। সান্ এবং অন্যান্য কয়েকজন দেশত্যাগ করিয়া বাঁচিয়া গেলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ



সংস্কারের চেষ্টা

দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায় যখন শাসনসংস্কারের জন্য অতিমাত্রায় ব্যস্ততা প্রকাশ করিতে লাগিল, এবং বহু গণ্যমান্য ও খ্যাত ব্যক্তিগণ সম্রাটের সমীপে এক দরখাস্ত পাঠাইলেন, তখন সম্রাট্ কোয়াঙ্গ্ হ্সিউ তাঁহাদের সংস্কারপ্রস্তাবে সহজেই কর্ণপাত করিলেন। এত সহজে সংস্কারপ্রস্তাবে রাজী হওয়ার দুইটী কারণ ছিল। প্রথমতঃ, নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া, বহুবিধ আচারব্যবহার ও সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া, সম্রাটের চিত্ত হইতে বৃথা আভিজাত্যাভিমান অনেক পরিমাণে অন্তর্হিত হইয়াছিল। সেই জন্য, দেশবাসীর শাসনসংস্কারমূলক আবেদন সম্রাটের সহানুভূতি আকর্ষণ করিল। নচেৎ মাঞ্চুবংশের রীতিই ছিল আপনাদের খেয়ালে চলা, এবং প্রজাগণের সম্পর্ক হইতে দূরে থাকা। শাসনবিষয়ে জনসাধারণের কোনরূপ অভিমত প্রকাশ করাও রাজদ্রোহ বলিয়া গণ্য হইত। মাঞ্চুবংশের এই চিরন্তন ধারার গতিরোধ করিলেন সম্রাট্ কোয়াঙ্গ্ হ্সিউ।

দ্বিতীয় কারণ, বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞীর প্রভুত্ব এবং নিজের ক্ষমতাবর্জ্জিত কপট রাজপদ, সম্রাটের পক্ষে নিতান্ত দুঃসহ ও দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি কোনও উপায়ে সম্রাজ্ঞীর অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া রাজশক্তি

পরিচালনা করিবার জন্য অতি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। জাপানের নিকট চীনের পরাজয় ও তৎপরে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সংস্কারান্দোলনে সম্রাট্ নিজের শক্তি জাহির করিবার প্রকৃষ্ট উপায় দেখিতে পাইলেন. এবং আগ্রহে সেই আন্দোলনে যোগদান করিলেন।

তিনি কাঙ্গ্ ইউ উই নামক একজন সংস্কারকামী স্বদেশ-ভক্তের সহিত সংস্কারের মন্ত্রণা আঁটিতে লাগিলেন। কিন্তু সম্রাটের স্বাধীনভাবে কাজ করিবার পথে প্রধান অন্তরায় ছিলেন সম্রাজ্ঞী। সমগ্র মাঞ্চুরাজবংশ সম্রাজ্ঞীর পক্ষে, এবং উত্তর চীনের সৈন্যদল, সম্রাজ্ঞীর এক আত্মীয় এবং পরম বন্ধু, সেনাপতি জাঙ্গলুর অধীনে ছিল। কাজেই, অর্থবল এবং সেনাবলে শক্তিমতী সম্রাজ্ঞীর সহিত প্রকাশ্যে বিবাদ করা অসম্ভব বিধায় সম্রাট্ কোয়াঙ্গ্ হ্ সিউ, কাঙ্গের সহিত মন্ত্রণা করিয়া. সম্রাজ্ঞীকে বন্দী করিবার সংকল্প করিলেন। তৎপূর্ব্বে উত্তরের সৈন্যদলকে হাত করা চাই। সম্রাট্, জাঙ্গ্‌লুকে হত্যা করিয়া তাহার অধীন সৈন্যদলকে স্বপক্ষে আনিবার ভার দিলেন, উয়ান্ শি কাই নামক এক উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর উপর।

এই চক্রান্ত করিবার পূর্ব্বেই. শিক্ষিতসম্প্রদায়ের সংস্কারাবেদনের উত্তরে, সম্রাট্ অনেকগুলি সংস্কার-বিধায়ক অনুশাসন জারি করিয়াছিলেন। এই সকল অনুশাসনে বিবিধ বিভাগের আমূল সংস্কারসাধনের প্রতিশ্রুতি ছিল। প্রচলিত বিধিব্যবস্থার এইরূপ পরিবর্ত্তনপ্রয়াস চীনদেশের ইতিহাসে এই প্রথম। জনসাধারণ উৎসুক হইয়া এইসব অনুশাসনের ফলাফল প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

অনুশাসন প্রচার করা যত সহজ, সেগুলিকে কার্য্যে পরিণত করা তত সহজ নহে বুঝিয়াই. সম্রাট্ বৃদ্ধা টুজিউ হ্‌শিকে বন্দিনী করিবার চক্রান্ত করিলেন।

কিন্তু যে লোককে সম্রাট্ উত্তরদিকের সৈন্যদল হাত করিয়া সম্রাজ্ঞীকে বন্দিনী করিবার ভার দিলেন, সে ব্যক্তি সম্রাটের ইচ্ছামত কিছুই করিল না। জাঙ্গ্লুর নিকট গিয়া, উয়ান্ শি কাই সম্রাটের ষড়্যন্ত্র সব ফাঁস করিয়া দিল। জাঙ্গ্লু অবিলম্বে সম্রাজ্ঞীকে তাঁহার বিপদের বার্ত্তা অবগত করাইলেন। সম্রাজ্ঞী এ যাবৎ নিজের প্রাসাদে থাকিয়া সম্রাটের সংস্কারমূলক কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন, এবং সম্রাট্কে দমন করিবার সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ষড়্যন্ত্রব্যাপার অবগত হইয়া, সম্রাজ্ঞী তৎক্ষণাৎ সম্রাট্কে বন্দী কবিবার আদেশ দিলেন। অতর্কিতে সম্রাট্ বন্দা হইলেন, এবং সম্রাজ্ঞীর আদেশে এক ক্ষুদ্র দ্বীপে সম্পূর্ণ একাকী নির্ব্বাসনদণ্ড ভোগ করিতে লাগিলেন। সম্রাজ্ঞী ট্জিউ হ্শি স্বীয় হস্তে শাসনদণ্ড গ্রহণ করিলেন। সম্রাটের মন্ত্রী কাঙ্গ্ ইউ উই পলাইয়া গেল, এবং সম্রাটের পক্ষীয় অনেকে বন্দী ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইল। এইরূপে সংস্কারান্দোলনের আপাততঃ অবসান হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বক্সার বিদ্রোহ ও সম্রাজ্ঞীর সংস্কার চেষ্টা

বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞী, স্বীয় হস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া, কঠোর ভাবে সমস্ত রাষ্ট্রীয় আন্দোলন স্তব্ধ করিয়া দিলেন। ফলে, শাসনসংস্কারকল্পে যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা কিছুকালের মত থামিয়া গেল বটে; কিন্তু দেশে যে নবজাগরণের তরঙ্গ উন্মুক্ত হইয়াছিল তাহার রুদ্ধস্রোত অন্যদিক দিয়া পথ করিবার চেষ্টা করিল। তাহার ফলও হইল ভীষণ, অথবা, চীনের নবজাগরণের পক্ষে খুব ভালই বলিতে হইবে।

ইংরেজ, ফরাশি প্রভৃতি ইউরোপীয় বণিক্‌গণ, যতদিন কেবল ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষ্যে চীনদেশে যাতায়াত করিতেছিল, ততদিন চীনবাসিগণ তাহাদিগকে অসভ্য বর্ব্বর বলিয়া মনে করিত এবং ঘোর অবজ্ঞার চক্ষে দেখিত।

তারপর, যখন ইউরোপীয় জাতিদের বুদ্ধি বিক্রম ধীরে ধীরে প্রকাশ পাইতে লাগিল, যখন উপর্য্যুপরি কয়েকটী যুদ্ধে মাঞ্চুসৈন্য ইউরোপীয় সৈন্যদের নিকট পরাভূত হইয়া, ইউরোপীয় বলবীর্য্যের নিকট চীনদেশের সামরিক দুর্ব্বলতা প্রতিপন্ন করিল; এবং তাহার ফলে ইউরোপীয় শক্তিবর্গ ক্রমশঃ দুরাকাঙ্ক্ষ হইয়া উঠিতে লাগিল; চীনদেশের রাজ্যগাজমী দখল করিতে লাগিল; যুদ্ধের ক্ষতিপূরণরূপে রাশি রাশি টাকা মাঞ্চুরাজকোষ হইতে আদায় করিতে লাগিল; তাহাদের সর্ব্বগ্রাসিনী



সম্রাজ্ঞী ট্জিউ হ্শি

মূর্ত্তি প্রকট হইয়া উঠিতে লাগিল; তখন পূর্ব্বের অবজ্ঞা ও কৃপার পরিবর্ত্তে, সমগ্র চায়নায় বিদেশীদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঘৃণা ও ক্রোধের খর স্রোত বহিতে লাগিল, এবং বিদেশী-ধ্বংশের জন্য চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল গড়িয়া উঠিতে লাগিল। সম্রাজ্ঞী এই ঘোর বিদেশী-বিদ্বেষের এবং বিদেশীদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের আভাস পাইলেন, কিন্তু তাহার দমনে কোনও চেষ্টা করা দূরে থাকুক, পরোক্ষভাবে বিদেশী-বিদ্বেষকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। কারণ, বিদেশী বণিক্‌কুল সম্রাজ্ঞীর দুই চক্ষের বিষ ছিল, এবং তাহারা যথেষ্ট ভয়ের কারণও হইয়া উঠিতেছিল। অতএব, তিনি কাঁটা দিয়া কাঁটা তুলিয়া ফেলিবার এমন সুযোগকে একেবারে বিফলে যাইতে দিলেন না।

১৯০০ খৃষ্টাব্দের প্রথমেই, ইতিহাস-প্রথিত বক্সারবিদ্রোহ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। ইউরোপীয় শক্তিবর্গের দুতাবাসগুলি আক্রান্ত হইল; গীর্জ্জা ও স্কুল আক্রান্ত হইল; মিশনারীগণের আবাসগৃহ আক্রান্ত হইল। চতুর্দ্দিকে ইউরোপীয়গণ আক্রান্ত ও নিহত হইতে লাগিল। এমন কি দেশীয় খ্রীষ্টানরাও রেহাই পাইল না। এই বিদেশী-বিদ্বেষের সহিত ধর্ম্মমতের কোনও সংস্রব ছিল না। ধর্ম্মবিষয়ে চীনবাসীদের মত উদার জাতি অতি অল্পই আছে। শুদ্ধ রাষ্ট্রীয় বশ্যতার আশঙ্কা এবং ইউরোপীয়দের প্রভুত্বসূচক উদ্ধত ব্যবহার এই প্রবল বিদেশী-বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়াছিল। সহস্র সহস্র দেশী খৃষ্টান, এবং বহু ইউরোপীয় মিশনারী ও ব্যবসায়ী হত হইল। সারা চীনে ইউরোপীয়দের মনে বিষম আতঙ্কের সঞ্চার হইল।

সাত আট মাস ধরিয়া বক্সার বিদ্রোহ পূর্ণবেগে চলিল। অতঃপর বিদ্রোহদমনার্থ সম্মিলিত ইউরোপীয় শক্তিবর্গের সৈন্য প্রেরিত হইল। চতুর্দ্দিকে বিদ্রোহদমন আরম্ভ হইল। সম্মিলিত সৈন্যদল অবশেষে পিকিং অধিকার করিল। তাহাদের আসিবার আগেই, সপার্ষদ্ সপরিবার

সসৈন্য সম্রাজ্ঞী জেহোলে পলাইয়া গিয়াছিলেন। ইউরোপীয় সৈন্যরাও প্রতিহিংসা লইতে কসুর করিল না। বিদ্রোহীরা যাহা করিয়াছিল তাহার দশগুণ প্রচণ্ডভাবে, বিদেশীদের নৃশংস প্রতিহিংসা আরম্ভ হইল। বাড়ী ঘর জ্বালাইয়া, নির্ব্বিচারে লোকজন হত্যা করিয়াও ইউরোপীয় সৈন্য সন্তুষ্ট হইল না, সম্রাজ্ঞীর রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত তাহারা ভস্মীভূত করিয়া দিল।

ইউরোপীয় জাতিদের প্রতিনিধিগণ সম্রাজ্ঞীকে এই বিদ্রোহে সংশ্লিষ্ট বলিয়া দোষী করিতে লাগিল, কিন্তু এখন বেগতিক দেখিয়া সম্রাজ্ঞী সকল দোষ অস্বীকার করিলেন।

প্রায় এক বৎসর পরে, সম্রাজ্ঞী দরবার সমেত রাজধানীতে ফিরিলেন, এবং শক্তিবর্গের সহিত শান্তিস্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন। এই সন্ধিসর্ত্ত অনুসারে, প্রত্যেক জাতি রাজদরবার হইতে কোটী কোটী অর্থ ক্ষতিপূরণ পাইল। কেবল তাহাই নহে। ইংরাজদের দাবীমত, উচ্চ রাজকর্ম্মচারিগণ পদচ্যুত এবং অন্যান্য প্রকারে দণ্ডিত হইল। এই বক্সার বিদ্রোহের ফলে চীনসাম্রাজ্যের আভ্যন্তরিক দুর্ব্বলতা নগ্নভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। বিদেশী শক্তিরাও নিজেদের রুদ্রমূর্ত্তিকে রুদ্রতর করিয়া তুলিতে লাগিল।

বিদুষী বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞী ট্জিউ হ্শি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, এ সময় আভিজাত্যের অভিমান লইয়া বসিয়া থাকিলে,মাঞ্চুবংশের ধ্বংশ বিদেশীদের হস্তে অচিরেই অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে। সঙ্গে সঙ্গে চীনসাম্রাজ্যও বিদেশী জাতিদের মধ্যে ভাগাভাগি হইয়া যাইবে। বুঝিলেন যে, আবহমানকাল ব্যাপিয়া রাজবংশের মধ্যে যে সব বিধিব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে, সেগুলির কিছু কিছু পরিবর্ত্তন অত্যাবশ্যক হইয়া পাড়য়াছে। ক্রমশঃ মাঞ্চুবংশের শত্রুসংখ্যা বাড়িতেছে। পরাক্রান্ত বিদেশী শত্রুগণকে দমন করিতে হইলে, আগে ঘরের শত্রুগণকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে, তাহাদিগকে মিত্রতা-পাশে বদ্ধ করিতে হইবে।

এ যাবৎ রাজবংশীয়গণ, জনসাধারণের সংস্পর্শ হইতে বহু দূরে, রাজপ্রাসাদের ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর, অতি যত্নে রাজগৌরব রক্ষা করিয়া, অতি সঙ্কীর্ণভাবে জীবন যাপন করিতেছিলেন ; ফলে প্রজাদের শ্রদ্ধা প্রীতি ক্রমশঃ রাজবংশীয়দের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছিল।

দূরদর্শিনী রাণী মাঞ্চুরাজবংশের মধ্যে ধ্বংসের ছায়া দেখিতে পাইলেন, এবং বুঝিতে পারিলেন যে, প্রজাদের সঙ্গে মেলামেশা না করিলে, তাহাদের শ্রদ্ধা প্রীতি পুনর্ব্বার ফিরাইয়া আনিতে না পারিলে, প্রজাদের অভাব অভিযোগে কর্ণপাত না করিলে, অন্যান্য চীনরাজবংশের ন্যায় মাঞ্চুবংশও দ্রুতবেগে ধ্বংসের পথে ধাবিত হইবে।

এই সকল বিবেচনা করিয়া, সম্রাজ্ঞী, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যে সংস্কার-চেষ্টাকে কঠোরহস্তে দমন করিয়াছিলেন, এখন সেই সংস্কার-ব্যাপারেই স্বয়ং মনোযোগী হইলেন।

রাণী প্রথমেই সামাজিক সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিলেন। পূর্ব্বে মাঞ্চু এবং চীনাদের মধ্যে বিবাহবন্ধন মাঞ্চু আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ ছিল। রাজবংশকে জনপ্রিয় করিবার উদ্দেশ্যে, রাণী এই আইন উঠাইয়া দিলেন। মাঞ্চু এবং চীনাদের মধ্যে বিবাহের আর কোনও বাধা রহিলনা।

মাঞ্চুবংশীয় রাজকুমারেরা যাহাতে বিদেশে যাইয়া বিদ্যা অর্জ্জন করিতে পারে, তাহার জন্য রাণীর এক অনুশাসন বাহির হইল।

সেনাবিভাগেও সংস্কার আরম্ভ হইল। উয়ান্ শি কাই, যিনি কোয়াঙ্-হ্সিউর চক্রান্ত হইতে রাণীর জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, রাণীর আদেশে উচ্চপদে অভিষিক্ত হইলেন। চিলি প্রদেশের শাসনভার উয়ানের উপর অর্পিত হইল, এবং তাঁহাকে আধুনিক ধরণে সুশিক্ষিত এক দল সৈন্য গঠনের আদেশ দেওয়া হইল। উত্তরকালপ্রসিদ্ধ "আদর্শ সৈন্যদলের" গোড়াপত্তন উয়ানের দ্বারাই এই সময়ে সম্পন্ন হয়।

আরও নানাদিক্ দিয়া দেশের উন্নতির চেষ্টা চলিতে লাগিল। এ পর্য্যন্ত চীনদেশে রেলওয়ে, ট্রাম্, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি একরূপ ছিল না বলিলেই চলে। বিদেশী শক্তিদের দ্বারা রেলওয়ে বসাইবার অল্পস্বল্প চেষ্টা হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে নগণ্য। চীনাগণ বিদেশী-বিদ্বেষ বশতঃই হউক্ অথবা কুসংস্কার বশতঃই হউক্, ইউরোপীয় জাতিদের রেলওয়ে প্রভৃতি স্থাপনার চেষ্টায় ঘোর বাধা দিত, এবং প্রথম এক স্থানের রেললাইন স্থানীয় রাজকর্ম্মচারীর আদেশে রাতারাতি উৎপাটিত করিয়া ফেলা হইয়াছিল।

সম্রাজ্ঞী বুঝিলেন যে, এখন আর এই সব অত্যাবশ্যক জিনিসগুলিকে বর্জ্জন করিয়া চলিলে রাজকার্য্য অচল হইয়া পড়িবে; সুতরাং তিনি রেলওয়ে টেলিগ্রাফ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিবার অনুমতি দিলেন।

পূর্ব্বে, রাজসরকারে চাকুরীলাভ করিতে হইলে প্রাচীন কাব্যগ্রন্থে ব্যুৎপন্ন হইতে হইত। এখন হইতে নিয়ম হইল যে, আধুনিক পাশ্চাত্য আদর্শের কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিরাই রাজকর্ম্মের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

আর একটী অতি প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধিত হইল। সম্রাজ্ঞীর আদেশে, আফিঙের চাষ, আমদানী, এবং চীনাদের মধ্যে যে কোনও আকারে তাহার ব্যবহার নিষিদ্ধ হইল।

সমগ্র জাতি সম্রাজ্ঞীর এই সংস্কার প্রচলনে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সহকারিতা করিল। আশ্চর্য্যজনক ক্ষিপ্রতাসহকারে চীনাগণ, দীর্ঘকালের এই মারাত্মক নেশার মোহ ঝাড়িয়া ফেলিল। আফিঙের ব্যবহার অনেক কমিয়া গেল।

এই সকল সামাজিক সংস্কারের ব্যবস্থা করিয়া, সম্রাজ্ঞী রাষ্ট্রীয় সংস্কারে মনোনিবেশ করিলেন,এবং ইউরোপীয় জাতিদের ও জাপানের বিভিন্ন শাসনপদ্ধতির পরিচয় লাভের জন্য, কয়েকজন বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারী ও রাজবংশীয়

ব্যক্তিকে বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করিলেন। বৎসর খানেক নানা দেশ ঘুরিয়া, ভিন্ন ভিন্ন দেশের শাসনপ্রণালীর সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া, তাঁহারা, দেশে ফিরিলেন, এবং নিজেদের ধারণা ও মতামত সম্রাজ্ঞীর নিকট নিবেদন করিলেন। সম্রাজ্ঞী তাঁহাদের নিকট নানাদেশের শাসনতন্ত্রের বর্ণনা শুনিয়া এবং মন্ত্রীদের সঙ্গে মন্ত্রণা করিয়া, এক নব শাসনবিধি প্রণয়ন করিলেন।

যদিও এই নবশাসনবিধিতে রাজবংশের ক্ষমতার বিন্দুমাত্র খর্ব্বতা ঘটিতে দেওয়া হয় নাই, তথাপি পূর্ব্বেকার শাসনবিধির অপেক্ষা তাহা অনেক দিক্ দিয়া উৎকৃষ্ট এবং সময়োপযোগী হইয়াছিল। প্রজাদের সুখ-সুবিধা বিধান, সকলের প্রতি সমান বিচার, জনসাধারণের স্বাতন্ত্র্য প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা এই নবগ্রথিত বিধিতে করা হইয়াছিল।

বিদেশীয় শাসনের অনুকরণে শাসনবিধি প্রণয়ন করা, চীনদেশের ইতিহাসে সম্পূর্ণ অভিনব ব্যাপার। কিন্তু এইরূপ করিবার যথেষ্ট কারণ ছিল ; সম্রাজ্ঞী কেবল নিজের খেয়ালের বশেই এই পথ অবলম্বন করেন নাই।

জাপানের নিকট চীনের পরাজয়, চীনদেশের সকল শ্রেণীর লোকের নিকট এমন অপ্রত্যাশিত এবং রহস্যময় বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল যে, জাপানের শক্তির উৎস অনুসন্ধান করিবার জন্য অনেক শিক্ষিত লোক কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছিলেন। এইসব অনুসন্ধান ও গবেষণায় সর্ব্ববাদি-সম্মত সিদ্ধান্ত হইল, জাপান ইউরোপীয় সমরনীতি শিক্ষা করিয়াই এবং ইউরোপীয় বিজ্ঞানের অনুশীলন করিতে আরম্ভ করিয়াই দুর্দ্ধর্ষ ও পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। অমনি, দেশের অনেক শিক্ষিত লোক জাপানের মত চীনদেশও ইউরোপীয় সমরনীতি ও বিজ্ঞানের অনুশীলন প্রবর্ত্তিত করিবারজন্য আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। জাপান যেমন আশ্চর্য্য ক্ষিপ্রতার সহিত ইউরোপীয় সমরবিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিল, তেমনি, ইউরোপের অনুকরণে,

কলকারখানা, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, ডাকপ্রণালী প্রভৃতিও বিস্তৃতভাবে আরম্ভ করিয়াছিল। নবজাগরিত চীনের শিক্ষিত সম্প্রদায় চীনদেশেও উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রবর্ত্তন করিবার জন্য ঘোর আন্দোলন সুরু করিয়াছিলেন। ট্জিউ হ্শি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মন রক্ষা করিবার জন্য, একরূপ বাধ্য হইয়াই, নববিধি প্রণয়ন ও অন্যান্য সংস্কার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন।

রাষ্ট্রীয় সংস্কারে মূলগত পরিবর্ত্তন অবশ্য কিছুই হইল না। তদ্ব্যতীত, সম্রাজ্ঞী, কেবল প্রতিশ্রুতিদানে যতদিন সম্ভব, শাসনতন্ত্রের মৌলিক সংস্কারকার্য্যে বিলম্ব করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

নবগ্রথিত রাজবিধিতে, সম্রাজ্ঞী ইংলণ্ডের অনুকরণে পার্লামেণ্ট্ স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু লোকেরা যখন অবিলম্বে পার্লামেণ্ট্ স্থাপনা করিবার জন্য সম্রাজ্ঞীর নিকট আবেদন করিতে লাগিল, তখন তিনি এক অনুশাসন জারি করিয়া জনসাধারণকে জানাইলেন যে, দেশের লোক এখনও পার্লামেণ্টের শাসন চালাইবার যোগ্য হয় নাই। সকলে পার্লামেণ্টের শাসনের উপযুক্ত হইতে থাকুক্, রাজনীতির অনুশীলন করুক্; তারপর কয়েক বৎসর পরে পার্লামেণ্ট্ স্থাপিত হইবে। এই ধরণের কথায় জনসাধারণের মনের সন্দেহ ঘনীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল, এবং তাহাদের অসন্তোষের মাত্রা বাড়িয়া চলিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

—):०:(—

বিপ্লবের আয়োজন

এদিকে বিপ্লববাদীদল নিশ্চেষ্ট ছিল না। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের দুর্ঘটনার পর, ডাঃ সান্ ইয়াট্ সেন্ সারা ইউরোপে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিপ্লববাদ প্রচার করিতেছিলেন, এবং অনেক শিষ্যও সংগ্রহ করিতেছিলেন। অন্যান্য বিপ্লবীরাও ক্ষান্ত ছিল না। সাংঘাইএ, একজন বিশিষ্ট বিপ্লবী একটী সমিতি স্থাপন করে। এই সমিতির দ্বারা বিপ্লবজনক মতাবলী চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইতেছিল। জাপানের টোকিও সহরেও এইরূপ একটী সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল, এবং সাংঘাইতে একখানি বৈপ্লবিকভাবপূর্ণ কাগজ প্রকাশিত হইতেছিল।

এই সময়ে বিস্তর চীনাছাত্র জাপান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে যাইতেছিল, এবং প্রতি বৎসর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া বৈপ্লবিক ভাবের প্রচার করিতেছিল। জাপানীদের নব সামরিক ও রাজনৈতিক অভ্যুত্থান চীনা যুবকগণকে জাপানের প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট করিতেছিল, এবং জাপানে শিক্ষালাভ করিবার জন্য তাহাদের মধ্যে বিষম হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছিল। এই যুবকবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করিয়া এবং স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতেছিল। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে সান্ ইয়াট্ সেন্, ইউরোপের ভ্রমণ অন্তে, জাপানের টোকিও সহরে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষ্যে ছোট বড় সমস্ত বৈপ্লবিক সমিতিগুলি মিলিয়া মিশিয়া একটী বৃহৎ দলে

পরিণত হইল, তাহার নাম হইল 'টুঙ্গ্ মেঙ্গ্ হুই' অর্থাৎ 'শপথবদ্ধ ভ্রাতৃমণ্ডলী'। এই সমিতির উদ্দেশ্যও গোপন রাখা হইল না। ইহার মূলমন্ত্র—মাঞ্চুবংশের ধ্বংস করিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা—সর্ব্বত্র সুস্পষ্টভাবে প্রচারিত হইল।

ডাঃ সান্ জাপানেই বেশীর ভাগ সময় অবস্থান করিতেছিলেন, এবং তত্রত্য চীনা ছাত্রগণ ও ব্যবসায়ীদের ভিতর বিপ্লববাদ প্রচার করিতেছিলেন।

সান্ দেখিয়াছিলেন যে, বিদেশস্থ ছাত্রেরা সহজেই বৈপ্লবিক ভাব গ্রহণ করিতে পারে, এবং বিপ্লবের কাজকর্ম্মে তাহারা স্বেচ্ছায় অন্তরের সহিত যোগ দিয়া থাকে। ইহাতে তিনি বুঝিয়াছিলেন, এই নব্যতন্ত্রে শিক্ষিত যুবকগণের দ্বারাই দেশের স্বাধীনতা-প্রতিষ্ঠার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সহায়তা হইবে; সেইজন্য তিনি এই সকল কলেজের যুবকদের মধ্যে তাঁহার মতের প্রচার অধিকভাবে করিতেছিলেন।

এই যুবকগণের অনেকে শিক্ষা অন্তে দেশে ফিরিয়া, কেহ কেহ রাজকর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, কেহ কেহ স্কুলের শিক্ষক হইলেন, কেহ বা ব্যবসা অবলম্বন করিলেন, আবার, কেহ কেহ সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইলেন। ইঁহারা সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মে অবস্থিত থাকিয়াই বিপ্লবের অগ্নি মন্ত্র ছড়াইতে লাগিলেন। যুবকদের অদম্য উৎসাহ ও জ্বলন্ত বিশ্বাসের বলে দেশের চারিদিকে, বিশেষতঃ দক্ষিণ-চীনে, বিপ্লবমতাবলম্বী লোকের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল, এবং সমগ্র চীনব্যাপী দাবানলের আয়োজন এইরূপে অলক্ষ্যে চলিতে লাগিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বিপ্লবের পূর্ব্বাভাস

১৯০৮ সালে ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্ হতভাগ্য কোয়াঙ্গ্ হ্সিউ নির্ব্বাসিত অবস্থাতেই মানবলীলা সংবরণ করিলেন। কোয়াঙ্গ্ হ্সিউর কোনও পুত্র না থাকায় তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শিশু পিউ ওয়াই রাজপদে অভিষিক্ত হইল, এবং ট্জিউ হ্শি তাহার প্রতিনিধি হইলেন। কিন্তু অদৃষ্টের নিদারুণ পরিহাসে, সম্রাটের মৃত্যুর পরদিবস অর্থাৎ ১৫ই নভেম্বর, ট্জিউ হ্শিরও দেহত্যাগ হইল। সম্রাজ্ঞীর দেহত্যাগে শিশু সম্রাটের পিতা রাজকুমার চুন্ ও কোয়াঙ্গ্ হ্সিউর নিঃসন্তান বিধবা সম্রাজ্ঞী ইয়াঙ্গ্ লিউ এই উভয়ের উপর রাজ্যভার বর্ত্তিল। ইঁহারা দুইজনে নাবালক সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

স্বর্গগত সম্রাজ্ঞার প্রিয়পাত্র উয়ান্ শি কাইর অধঃপতন হইল। সম্রাট্ কোয়াঙ্গ্ হ্সিউর ঘোর দুর্দ্দশার মূল উয়ান্, কুমার চুনেরও বিরাগভাজন ছিলেন। তদ্ব্যতীত, কোয়াঙ্গ্ হ্সিউ মৃত্যুর পূর্ব্বে যে লিপি রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে উয়ানুকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিবার অনুরোধ ছিল। এই সূত্র ধরিয়া রাজপ্রতিনিধি চুন্ উয়ান্ শি কাইকে পদচ্যুত করিলে, উয়ান্ গুপ্তঘাতকের দ্বারা হত হইবার ভয়ে, দূরদেশে গিয়া নির্জ্জনে বাস করিতে লাগিলেন।

রাজবংশের এই দুর্ব্ব্যবহার উয়ানের চিত্তে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল।

তিন বৎসর পরে যখন সমগ্র চীনব্যাপী বিপ্লবের ঝঞ্ঝাবাত রাজ-সিংহাসনকে প্রতিমুহূর্ত্তে ধূলিসাৎ করিবার উপক্রম করিতেছিল, সেই সময়, রাজপক্ষ হইতে যাচিয়া সাধিয়া উয়ান্কে প্রধান-মন্ত্রীর পদ প্রদান করা হইয়াছিল। কারণ, রাজবংশের সেই চরম দুঃসময়ে, উয়ান্ই একমাত্র ভরসাস্থল বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন। রাজবংশের সেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অসহায় অবস্থায় উয়ান্ও প্রতিশোধগ্রহণে কসুর করেন নাই। উয়ান্ কিরূপে রাজবংশীয়দের উপর প্রতিশোধ লইয়াছিলেন, তাহা ক্রমশঃ ব্যক্তব্য।

রাজপ্রতিনিধি চুন্ শাসনকার্য্যে নিতান্ত অপটু ছিলেন। রাজ্য-ভার হাতে লইয়া তিনি, কুমন্ত্রীদের প্ররোচনায়, মাঞ্চুদের প্রতি পক্ষপাতিতা দেখাইতে লাগিলেন। সম্রাজ্ঞী ট্জিউ হ্শির সংস্কারের ফলে, যে সব অনাবশ্যক সরকারী পদ কেবল মাঞ্চুবংশীয়দের পালনের জন্য সৃষ্ট হইয়াছিল, সেগুলি উঠিয়া যায়। চুন্ দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ সেই সব মোটা মাহিনার পদগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেন। তা ছাড়া, রাজ্যের উচ্চ উচ্চ পদে মাঞ্চুবংশীয় ব্যক্তিগণ প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। কিন্তু চীনাদের ন্যায্য অভাব-অভিযোগের প্রতি কুমার চুন্ ঘোর উদাসীনতা দেখাইতে লাগিলেন। চুনের এইরূপ শ্লথ এবং দুর্ব্বল শাসনের ফলে রাজ-কর্ম্মচারীদের অত্যাচার পুনর্ব্বার প্রবল হইয়া উঠিল, এবং চতুর্দ্দিকে ঘোর বিশৃঙ্খলা আসিয়া পড়িল। ভূতপূর্ব্ব সম্রাজ্ঞী যে সকল সংস্কার-বিধি প্রণয়ন করিয়া, সেগুলিকে ক্রমে ক্রমে চালাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, চুন্ সেই বিধানচয়কে কার্য্যে পরিণত করিবার কোনও লক্ষণ দেখাইলেন না। প্রজাদের অনুনয় বিনয় নিষ্ফল হইল।

বহুদিন হইতেই প্রজাগণ, বিশেষ করিয়া ব্যবসাদারগণ, নানাপ্রকার করভারে জর্জ্জরিত হইয়া আসিতেছিল। বক্সার-বিদ্রোহের পর, বিদেশী

শক্তিবর্গের বিপুল ক্ষতিপূরণ-অর্থ যোগাইবার জন্য, প্রজাদের উপর নিত্য নূতন কর বসিতে থাকে। এই সকল করভারে জনসাধারণ ক্রমে ক্রমে বিষম উত্ত্যক্ত ও জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছিল। দেশের আর্থিক অবস্থা ক্রমশঃই জটিল ভাব ধারণ করিতেছিল। তদুপরি চুনের দুর্ব্বল শাসনের ফলে নূতন করিয়া অত্যাচার-উৎপীড়ন আরম্ভ হইলে, প্রজাদের দুঃখ-দুর্দ্দশার মাত্রা চরমে পৌঁছিল। এমন অবস্থায় যাহা সকল দেশে ও সকল কালে অবশ্যম্ভাবী, তাহাই ঘটিল।

দেশের সর্ব্বত্র গভীর অসন্তোষ বিরাজ করিতে লাগিল। প্রচলিত শাসনব্যবস্থার উৎপাটন অথবা মূলতঃ পরিবর্ত্তনের জন্য সকলেই যেন লালায়িত হইয়া উঠিল।

বিপ্লবের ঘনকৃষ্ণ মেঘরাজি চীনদেশের রাজনৈতিক গগনকে ধীরে ধীরে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া তুলিতে লাগিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

বিপ্লবের সূত্রপাত

বিপ্লবীদল এই মাহেন্দ্রক্ষণেরই প্রতীক্ষা করিতেছিল। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর তারিখে, ইউচাঙ্ * সহরে বিপ্লবের আগুন প্রথম জ্বলিয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে বিপ্লবের ক্ষেত্র একরূপ প্রস্তুতই ছিল। বিপ্লবের আরম্ভেই উয়ানের প্রতিভায় সৃষ্ট ও সুশিক্ষিত রাজপক্ষীয় 'আদর্শ সেনার' অনেকে আসিয়া বিদ্রোহীপক্ষে যোগ দিল, এবং সামান্য যুদ্ধের পর ইউচাঙ্ সহর বিদ্রোহীদল কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল।

এই সময় বিখ্যাত সেনানায়ক লি উয়ান্ হাঙ্ বিদ্রোহী সৈন্যদলের ভার গ্রহণ করিলেন। এই বীর সেনানায়ক প্রথমে রাজপক্ষে ছিলেন, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের অযথা পক্ষপাতিতায় নিরতিশয় বিরক্ত হইয়া কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া বসিয়া ছিলেন।

বিদ্রোহ আরম্ভ হইলে, সৈন্যপরিচালনার জন্য একজন সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ নেতার প্রয়োজন হইল। তখন বিপ্লবী নেতারা লি উয়ান্ হাঙ্কে বিদ্রোহিসেনার ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি সম্মত হইলেন, এবং সেনাপতিপদে বৃত হইয়া, রাজতন্ত্রের অবসান পর্য্যন্ত বিশ্বস্তভাবে ও সবিশেষ দক্ষতা সহকারে স্বীয় কর্ত্তব্যপালন করিয়াছিলেন।

ডাঃ সান্ এ সময়ে ইউরোপে অবস্থান করিতেছিলেন। বিপ্লব

---

* অথবা উচাঙ্।

একরকম অকস্মাৎ আরম্ভ হওয়ায় সান্ বোধ হয় তৎপূর্ব্বে দেশে ফিরিতে পারেন নাই, অনেকে এই অনুমান করেন।

যুদ্ধ চলিতে লাগিল। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের আবাস-দুর্গগুলি আক্রান্ত ও অধিকৃত হইতে লাগিল। বিপ্লবের ভাব যে এত বিস্তৃত-ভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহা বিপ্লবীদলও ধারণা করে নাই। সহরের পর সহর বিপ্লবী সৈন্যদের আগমনমাত্র স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিতে লাগিল। বিনারক্তপাতে, বিনা বন্দুক-কামানের সাহায্যে, অনেক স্থান অধিকৃত হইল। অনেক জায়গায় আপনা-আপনি বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। মাঞ্চু রাজপুরুষগণ সর্ব্বত্র প্রাণ লইয়া পলাইতে লাগিল।

প্রথম প্রথম, বিদ্রোহীদলের সর্ব্বত্র জয় হইতে লাগিল। অতর্কিত আক্রমণের ফলে রাজপক্ষীয় সৈন্যগণ পরাস্ত হইতে লাগিল, এবং অনেকে বিদ্রোহীদলে যোগ দিতে লাগিল।

রাজধানী পিকিঙে যখন বিপ্লবের বার্ত্তা গেল, তখন রাজপ্রাসাদে মহা আতঙ্কের সঞ্চার হইল। বিশেষতঃ, 'আদর্শ-সৈন্যদলের' মধ্যে বিপ্লবের বীজ দেখিতে পাইয়া রাজপক্ষ সাতিশয় ভীত হইয়া উঠিল। তখন, তিন বৎসর পূর্ব্বের বিতাড়িত উয়ান্ শি কাইকে রাজ-কার্য্যের কর্ণধারত্ব লইবার জন্য অনুনয়-সহকারে আহ্বান করা হইল। উয়ান্ কিছু ইতস্ততঃ করিবার পর, রাজকার্য্যগ্রহণে সম্মত হইয়া পিকিঙে আসিলেন, এবং ১৪ই অক্টোবর রাজদত্ত ক্ষমতায় ভূষিত হইলেন। ৭ই নভেম্বর উয়ান্ প্রধান-মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, অর্থাৎ রাজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন।

এদিকে বিপ্লব চলিতেছিল। দক্ষিণ-চীনেই বিদ্রোহীদল প্রবল থাকায়, বিপ্লবের অগ্নি ইয়াঙ্-সি-কিয়াঙ্ নদী হইতে দক্ষিণের সমস্ত

প্রদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ইয়াঙ্গ্-সির উত্তরে বিশেষ কিছু হাঙ্গামা বাধে নাই।

তদনন্তর, পিকিঙ হইতে সুশিক্ষিত সৈন্যদল বিদ্রোহীদের দমনে প্রেরিত হইল। রাজপক্ষীয় পেশাদার ও যুদ্ধবিদ্যায় রীতিমত শিক্ষিত সৈন্যদের সহিত, বিদ্রোহী সৈন্য, যাহাদের মধ্যে অধিকাংশই জীবনে কখনও বন্দুক ধরে নাই, অনেক ক্ষেত্রেই পরাভূত হইতে লাগিল। রাজপক্ষীয় সেনার উৎকৃষ্ট এবং যথেষ্ট গোলাগুলির সহিত যুঝিয়া উঠা বিদ্রোহীদের পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠিতে লাগিল। তথাপি, বিদ্রোহী সৈন্যগণ, সেনাপতি লি ও অমিতবিক্রম হোয়াঙ্গ্ হ্সিঙ্গের নেতৃত্বাধীনে, রাজপক্ষীয় সেনার সহিত জীবন-মরণ তুচ্ছ করিয়া তুমুল সংগ্রাম চালাইতে লাগিল।

হোয়াঙ্গ্ হ্সিঙ্গ্ সান্ ইয়াট্ সেনের সহকর্ম্মী ছিলেন। সান্ ইয়াট্ সেনের ন্যায় তিনি পাশ্চাত্য-শিক্ষা লাভ করেন নাই, কিন্তু তিনিও মাঞ্চুবংশের উচ্ছেদ করিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন, এবং সানের মত তিনিও চীন হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া জাপানে অবস্থান করিতেছিলেন।

এই স্থানে সেনাপতি হোয়াঙ্গ্ হ্সিঙ্গ্ সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার, কারণ ইনি সানের বিদ্রোহের কাজে দক্ষিণহস্ত ছিলেন এবং তাঁহাকে গুরুর মত দেখিতেন।

হোয়াঙ্গ্ ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে হুনান্ প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। সান্ হোয়াঙ্গ্ অপেক্ষা প্রায় নয় বৎসরের বড় ছিলেন। হিউ প্রদেশের রাজকীয় কলেজের পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া, হোয়াঙ্গ্ জাপানের টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে যান। তথায়ও তিনি সসম্মানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে হোয়াঙ্গের মাথার জন্য মাঞ্চুসরকার পুরস্কার ঘোষণা করিলে, তিনি জাপানে পলাইয়া গেলেন এবং ডাঃ সানের সহিত মিলিত হইলেন। তখন উভয়ে মিলিয়া, বিপ্লবী দলকে অধিকতর শক্তিশালী এবং বিপ্লবের কার্য্যকে সমগ্র চীনে ব্যাপ্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

হোয়াঙ্গ্ ও সান্ উভয়েই সমান সাহসী এবং সমান স্বার্থত্যাগী ছিলেন। উভয়ের মধ্যে এই পার্থক্য ছিল, সান্ ছিলেন ভাবস্রষ্টা, আর হোয়াঙ্গ্ সৃষ্ট ভাবগুলিকে কাজে খাটাইতেন। হোয়াঙ্গ্ প্রধানতঃ যোদ্ধা ছিলেন, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তাঁহার প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিত, তখন শত সহস্র বিপদ্ও তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিত না। যুদ্ধের সময় হোয়াঙ্গ্ নির্ম্মম হইয়া শত্রুনাশ করিতেন, সেই সময়ে তাঁহার তরবারির সম্মুখে পড়িলে কাহারও নিস্তার পাইবার সম্ভাবনা ছিল না।

জাপানে সান্ ও হোয়াঙ্গ্ উভয়ে মিলিয়া মৃত্যুস্পর্দ্ধী-দলকে আসন্ন মহাসংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করিয়া তুলেন, এবং হোয়াঙ্গ্ সেই দলের পরিচালক হন। মৃত্যুস্পৰ্দ্ধিগণ জাপানীদের নিকট অসিচালনা শিক্ষা করে, এবং তাহাদের এই সময়কার অস্ত্র ছিল নাতিদীর্ঘ শাণিত তরবারি। এই তরবারি প্রত্যেক মৃত্যুস্পর্দ্ধীর সঙ্গে সঙ্গে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিত।

কখনও রাজপক্ষ কখনও বিদ্রোহী পক্ষ জয় লাভ করিতে লাগিল। রাজপক্ষ ক্রমশঃই তুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল, কারণ প্রতিদিন রাজপক্ষ হইতে সৈন্য ছাড়িয়া বিদ্রোহী দলে যোগ দিতেছিল। তদ্ব্যতীত, দেশের সকল শ্রেণীর লোকেরা বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে এবং তাহা-দিগকে স্বেচ্ছায় সাহায্য করিতে লাগিল।

বিদ্রোহী সেনানায়ক লি, যাহাতে জনসাধারণের উপর অত্যাচার-উৎপীড়ন না হয়, এবং বিদেশী লোকেরা অর্থাৎ ইউরোপীয়রা যাহাতে লাঞ্ছিত এবং বিপন্ন না হয়, তদ্বিষয়ে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিলেন।

তথাপি, কয়েক স্থানে কয়েকজন বিদেশী বিদ্রোহীদের দ্বারা নিহত হইয়াছিল। তবে বিপ্লবের আকারের তুলনায় নরহত্যা এবং রক্তপাত খুব কমই হইয়াছিল।

রাজপক্ষ হইতে উয়ান্ শি কাই বিবাদ-নিষ্পত্তির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিদ্রোহী নেতৃবৃন্দকে তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে, রাজপক্ষ ইংরেজদের শাসনতন্ত্রের অনুরূপ 'বিধিবদ্ধ'-শাসন প্রবর্ত্তন করিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু রাজপক্ষ নিজেদের প্রতিশ্রুতি বার বার ভঙ্গ করিয়া সুনাম হারাইয়াছিলেন। বিদ্রোহী-দল বলিয়া পাঠাইল, তাহারা প্রজাতন্ত্র ব্যতীত অন্য কোনও রূপ শাসন কামনা করে না।

অনেক স্থানে বিপ্লবীদের শ্বেত পতাকা উড়িতে লাগিল সাংঘাই বন্দর বিদ্রোহীদের হাতে পড়িল। বিপ্লবী-সেনার এক অংশ অসমসাহস প্রকাশপূর্ব্বক, সাক্ষাৎ মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া, প্রাচীন নান্কিঙ্ সহর অধিকার করিল।

এইরূপে, বিপ্লবী সৈন্যরা অনেক ক্ষেত্রে চরমভাবে জয়ী হইতে লাগিল বটে, এবং জনসাধারণও বিদ্রোহী-দলের অন্তিম বিজয়লাভের সম্বন্ধে খুব আশান্বিত হইতে লাগিল বটে; কিন্তু তখন পর্য্যন্ত উত্তর-চীনে, অর্থাৎ ইয়াঙ্ সি নদীর উত্তরভাগে, বিপ্লবের তরঙ্গ প্রবেশ করে নাই বলিলেই হয়। উত্তর-চীনে তখনও রাজবংশের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে এবং সুশিক্ষিত সৈন্যদলের অধিকাংশ তখন পর্য্যন্ত রাজবংশের প্রতি বিশ্বাসী রহিয়াছে। তারপর, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, ডাকবিভাগ এবং কোষাগার, এসব তখনও রাজপক্ষের হাতে আছে। যাহা কিছু গণ্ডগোল, যুদ্ধবিগ্রহ, সব ইয়াঙ্ সি'র দক্ষিণেই হইতেছিল।

উত্তরদিকেও বিপ্লব বাধাইতে না পারিলে, রাজবংশের আশ্রয়কে ভূমিসাৎ করিতে না পারিলে, প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার কোনও আশা নাই।

এদিকে রাজপক্ষের অবস্থা আরও শোচনীয়। সৈন্যদল তাঁহাদের অধীনে তখনও আছে বটে; রাজকোষ প্রভৃতি তখনও সুরক্ষিত আছে সত্য। কিন্তু রাজসিংহাসনের ভিত্তিভূমিই প্রকম্পিত হইতেছিল, রাজতন্ত্রের মূলদেশ ছিন্ন হইতেছিল। অর্থাৎ রাজবংশের সর্ব্বপ্রধান ভরসাস্থল সেনা-বিভাগেই অসন্তোষ ও বিশ্বাসঘাতকতার চিহ্ন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। ইহার মধ্যেই কয়েকজন বিশিষ্ট সেনানায়ক রাজতন্ত্রের অবসানের জন্য চক্রান্ত জুড়িয়া দিয়াছিল। আর, যাহার দ্বারা সৈন্যগণ বশে থাকিবে, সেই রাজকোষ একরকম শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল।

এই বিষম সমস্যাস্থলে উভয় পক্ষই একটু জিরাইয়া লইবার জন্য, ভাবিবার চিন্তা করিবার অবকাশের জন্য, কিছু দিনের মত শত্রুতা স্থগিত করিল, এবং পরস্পরের মধ্যে একটা আপোষের চেষ্টা করিতে লাগিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

-:*:-

শান্তিস্থাপনের চেষ্টা ও প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

সেনাপতি লি উয়ানের উদ্যোগে সাংঘাইএ এক শান্তিবৈঠক বসিল, এবং উয়ান্ রাজপক্ষ হইতে তথায় একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করিলেন। শান্তিবৈঠকে বিদ্রোহীদলের নেতাদের সহিত উয়ানের প্রতিনিধির অনেক তর্কবিতর্ক বাদবিতণ্ডা হইল; কিন্তু কোনও মীমাংসা হইল না। বিপ্লবী-দল কোনও আকারের রাজতন্ত্রকে দেশে রাখিতে ইচ্ছুক নহে; সুতরাং আপোষের চেষ্টা ব্যর্থ হইল।

এদিকে নান্‌কিঙ্গে বিধিমত প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল। কিন্তু সভাপতি-নির্ব্বাচন লইয়া গোলমাল চলিতে লাগিল। নান্‌কিঙ্গে বিদ্রোহী-দলের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ সম্মিলিত হইয়া শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। এই বিশৃঙ্খলার সময়, ডাঃ সান্ ইয়াট্-সেন্ প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জন্মভূমিতে সুদীর্ঘ সতের বৎসর পরে প্রকাশ্যভাবে পদার্পণ করিলেন। ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে, সান্ সাংহাই বন্দরে জাহাজ হইতে অবতরণ করিলেন।

সানের আবির্ভাবে বিপ্লবীদের মধ্যে ঘনায়মান অন্তর্বিবাদের মেঘ কাটিয়া গেল। সভাপতি-নির্ব্বাচন লইয়া যে মনোমালিন্য ও মতানৈক্য চলিতেছিল তাহারও নিষ্পত্তি হইয়া গেল। নিষ্কাম কর্ম্মী, স্বদেশের তরে উৎসর্গীকৃতজীবন সান্‌কে, সকল সম্প্রদায়ের বিপ্লবীরা মহাসমাদরে অভ্যর্থন

করিয়া লইল, এবং তিনি সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী অধিনায়ক নির্ব্বাচিত হইলেন।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী সান্ নান্‌কিঙ্গে উপনীত হইলেন, এবং তথায় শান্তিপ্রতিষ্ঠা, প্রজাতন্ত্রের স্থাপনা এবং মাঞ্চুশাসনকর্ত্তাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার শপথগ্রহণ-পূর্ব্বক যথারীতি সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

শপথগ্রহণাদি কার্য্যের পর নবনির্ব্বাচিত প্রথম সভাপতি এক ঘোষণাপত্র জারি করিলেন। তাহাতে, সাধারণ-তন্ত্রের অবলম্বনীয় কার্য্যপদ্ধতি শাসননীতি প্রভৃতি বিষয় সুস্পষ্ট ভাষায় জ্ঞাপন করা হইল।

তৎপরে সাধারণতন্ত্রের মন্ত্রী-পরিষদ্ গঠিত হইল। বিদ্রোহী-দলের যে সকল প্রধান প্রধান নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ বহুবর্ষ ধরিয়া অসীম দুঃখকষ্ট ভুগিয়া, আরামবিশ্রাম বিসর্জ্জন দিয়া, বহু বিঘ্নবিপত্তিকে উপেক্ষা করিয়া, প্রজাতন্ত্র-প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বিবিধ উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। নবীন সাধারণতন্ত্রের সম্মুখে অনেক সমস্যা উপস্থিত হইতে লাগিল। তন্মধ্যে অর্থসমস্যাই প্রধান। বিবিধ উপায়ে শূন্য ধনভাণ্ডার পূর্ণ করিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল।

এদিকে, নান্‌কিঙ্গে যখন প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল এবং তাহাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করিবার জন্য প্রবল উদ্যোগ চলিতে লাগিল, সেই সময়ে মাঞ্চুরাজবংশ, তখন পর্য্যন্ত অলীক আশায় আশ্বস্ত হইয়া, পতনোন্মুখ রাজসিংহাসনকে এবং নিমজ্জমান রাজগৌরবকে আরও দৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়া ধরিলেন।

উত্তর-চীনে রাজবংশের প্রতিপত্তি তখনও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। তখনও অনেক সৈন্য ও সেনানায়ক তাঁহাদের অধীন রহিয়াছে। রাজবংশের যৌবনতেজোদৃপ্ত কুমারগণ, বিপ্লবীদের নিকট আত্মসমর্পণের

প্রস্তাবকে তাচ্ছিল্য-সহকারে প্রত্যাখ্যান করিয়া, নিজেদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য শেষ সময়ে বৃথা দর্প ও তেজ প্রকাশ করিতেছিলেন। রাজপ্রতিনিধি চুন্ ইহার পূর্ব্বেই পদত্যাগ-পূর্ব্বক সামান্যভাবে জীবনযাপন করিতেছিলেন। এক্ষণে সম্রাজ্ঞীও সিংহাসনত্যাগের সপক্ষে মত দিলেন।

দেশসুদ্ধ লোক রাজবংশের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে, এমন কি রাজভক্ত সৈন্যাধ্যক্ষদের মধ্যেও ক্রমে অসহিষ্ণুতা ও চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। ৪৬ জন রাজপক্ষীয় সেনাপতি, রাজবংশকে সিংহাসন ত্যাগের অনুরোধ করিয়া, পিকিঙে এক আবেদন পাঠাইলেন। কাজেই শেষরক্ষা আর হইল না।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী, মাঞ্চু চিঙ্-রাজবংশের চিরতরে অবসান হইল। মাঞ্চু-রাজবংশীয়গণ চীনের সিংহাসন পরিত্যাগ করিলেন।

উয়ান্ টেলিগ্রাম-যোগে সাধারণ-তন্ত্রের সভাপতি ডাঃ সান্ ইয়াট্ সেন্‌কে রাজবংশের সিংহাসন-ত্যাগের সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। ডাঃ সান্‌ও এই সংবাদে আনন্দপ্রকাশ-পূর্ব্বক উয়ান্‌কে এক পত্র লিখিলেন, এবং তাঁহাকে নান্‌কিঙ্গে আসিয়া নবীন সাধারণ-তন্ত্রের কর্ণধারণ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন।

সানের নিঃস্বার্থতা ও দেশের জন্য আত্মত্যাগে স্বতঃপ্রবৃত্তি এই ব্যাপারে বিশেষ পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। দীর্ঘকাল নির্ব্বাসন-দণ্ড ভোগ করিবার পর, সান্ সবেমাত্র দুই মাস হইল স্বদেশে পদার্পণ করিয়াছেন, এবং সভাপতিত্বে নির্ব্বাচিত হইয়া দেশের সর্ব্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত হইয়াছেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই, সাধারণ-তন্ত্রের বিষম সঙ্কটকালে, সান্ দক্ষতা ও দৃঢ়তার সহিত শাসনতরীকে চালাইয়াছেন। এক্ষণে তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, সাধারণ-তন্ত্রকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, শাসনকার্য্যে বিচক্ষণ ও বহুদর্শী এক ব্যক্তির সভাপতির আসনে বসা উচিত। এই

বিবেচনা করিয়া, সান্ উয়ান্‌কে সেই পদ গ্রহণের জন্য আহ্বান করিলেন।

জাতীয়-পরিষদ্ সানের পদত্যাগের প্রস্তাবে প্রথমে আপত্তি করিল; কিন্তু সান্, উয়ান্‌কে নিজের অপেক্ষা শাসনবিষয়ে যোগ্যতর মনে করিয়া, সভাপতি-পদে থাকিতে চাহিলেন না, কাজেই পরিষদ্‌কে অনিচ্ছায় সানের প্রস্তাবে রাজী হইতে হইল।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারী, নান্‌কিঙ্গের জাতীয়-সম্মিলনীর নিকট সান্ স্বীয় পদত্যাগ-পত্র যথারীতি দাখিল করিলেন। ১৪ই তারিখে উয়ান সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। উয়ান্ পিকিঙে বসিয়াই নান্‌কিঙ্গ্‌স্থ জাতীয়-সম্মিলনীর দ্বারা সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। কারণ, প্রজাতন্ত্রদলের খপ্পরে পড়িবার ভয়ে, উয়ান্ নানা ওজর দেখাইয়া উত্তর চীন ছাড়িয়া দক্ষিণ-চীনে পদার্পণ করিতে সম্মত হইলেন না। কাজে কাজেই, নান্‌কিঙ্গ্ হইতে রাজধানী পিকিঙে উঠিয়া গেল।

অনেক বৎসর যাবৎ রাজকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া উয়ান্ রাজকার্য্যে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত, কোরিয়া, চিলি প্রদেশ, এবং অবশেষে টিয়েন্‌ট্‌সিন্ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা-রূপে উয়ান্ বিশেষ দক্ষতা ও শাসনক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন। আদর্শ-সৈন্যদলের গঠন করিয়া উয়ান্ নিজের সামরিক-শক্তিমত্তারও যথেষ্ট নিদর্শন দিয়াছিলেন। কাজেই উয়ান্ যখন সভাপতি-পদে অধিষ্ঠিত হইলেন, সান্ এবং অধিকাংশ বিপ্লবী নেতারা মনে করিলেন যে, অতঃপর সাধারণ-তন্ত্রের কাজ অতি সুচারু-রূপেই চলিবে এবং দেশে শান্তির প্রতিষ্ঠা হইবে; আবার অনেকে উয়ান্‌কে যথেষ্ট সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন, কারণ তাঁহারা পূর্ব্বেই উয়ানের কূট-প্রকৃতির বিলক্ষণ পরিচয় পাইয়াছিলেন।

তবে উয়ানের একটা কার্য্য সকলের মনেই একটা খট্‌কা বাধাইয়া ছিল। মাঞ্চু-সম্রাটের প্রধানমন্ত্রী-রূপে, উয়ান্ বিপ্লবী-সেনাকে অধিকতর-রূপে ব্যতিব্যস্ত করিতে পারিতেন; এমন কি, অনেকে অনুমান করেন যে, বিপ্লবী-দলকে বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত করিবার আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলে, উয়ান্ তদ্বিষয়েও অনেক অংশে সফল হইতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া, বিপ্লবীদের সহিত মিত্রতা-স্থাপনে উয়ান্ অধিক আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং রাজবংশের বিপদেও কতকটা উদাসীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু, ভাবিয়া আর উপায় নাই; উয়ানের সাহায্য ব্যতীত অত সহজে এবং অত সত্বর সাধারণ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইতে পারিত না, রাজবংশের অবসানও হইতে পারিত না। কারণ, শেষকালে, উত্তর-চীন একরূপ উয়ানের হাতেই আসিয়া পড়িয়াছিল, তাঁহার ক্ষমতা তখন সেথায় অপ্রতিহত হইয়া উঠিয়াছিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

উয়ান্ শি কাই'র কূট কৌশল

উয়ান্ যখন শাসনকার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন, তখন ডাঃ সান্ অনেকটা নিশ্চিন্তমনে, তাঁহার চিরপোষিত দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের কল্পনারাজি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করিলেন। অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের বিস্তার, রেলওয়ে টেলিগ্রাফ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা, দূরদেশের সহিত বাণিজ্য চালাইবার জন্য বড় বড় বন্দরের নির্ম্মাণ, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বিদ্যা-বিতরণ, প্রেস ও খবরের কাগজের প্রচলন, কৃষির উন্নতি, দেশের অতুল খনিজ-সম্পদের উদ্ধার করিয়া তাহার সদ্ব্যবহার; এই সকল কার্য্যে সান্ মনে-প্রাণে লাগিলেন।

এ দিকে, উয়ান্ যথারীতি শপথগ্রহণ-পূর্ব্বক রাষ্ট্রপতি-পদে বৃত হইলেন বটে, এবং প্রজাতন্ত্রমূলক শাসনের মূলনীতির প্রতি মৌখিক অতি-ভক্তি দেখাইতে লাগিলেন বটে, কিন্তু সে অল্পদিনের জন্য।

রাজকোষ একরূপ শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল; সৈন্যগণ ও সেনা-নায়কগণ অনেককাল বেতন পায় নাই; টাকার অভাবে সব দিকের কার্য্যই অচল। এই অছিলায় উয়ান্ শক্তিপঞ্চকের নিকট (ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা, জার্ম্মাণী ও জাপান) ঋণ গ্রহণ করিলেন। বিদেশী জাতিরা উয়ানের মৎলব উত্তমরূপেই বুঝিয়াছিল, এবং বুঝিয়াই তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইল। হাতে টাকা

পাইয়া উয়ান্, প্রথমে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণকে এবং সেনাবিভাগকে উৎকোচদানে নিজের পক্ষভুক্ত করিয়া লইলেন, এবং এইরূপে আট-ঘাট বাঁধিয়া নিজের মুখোস খুলিয়া ফেলিলেন। তখন উয়ান্ দারুণ স্বেচ্ছাচারিতা আরম্ভ করিলেন। উচাঙ্. প্রদেশের দুইজন বৈপ্লবিক সৈন্যাধ্যক্ষ উয়ানের আদেশে বিনাবিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। তার পর, সাঙ্. চিয়াও জেন্ নামক প্রধানমন্ত্রী-পদের প্রার্থী এবং স্বেচ্ছাচারমূলক-শাসনের ঘোর বিরোধী এক ব্যক্তি, সাংহাই-এ উয়ানের ইঙ্গিতে নিহত হইলেন।

ইঁহারা তিনজনেই উয়ানের উচ্চাকাঙ্ক্ষার পথে দারুণ কণ্টক-স্বরূপ ছিলেন।

এই সকল এবং অন্যান্য ব্যাপারে যখন উয়ানের দুরভিসন্ধি সুস্পষ্ট-ভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িল, তখন সান্ ইয়াট্ সেন্ বিপ্লববাদীদিগকে একত্র করিয়া উয়ানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিলেন। কিন্তু চতুর উয়ান্ বিপ্লবের সকল পথ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। দেশের প্রায় সকল ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ উয়ানের করতলগত, এবং শিক্ষিত সৈন্যদলও উয়ানের অধীন; তা-ছাড়া যাহাতে বিপ্লব বাধিতে না পারে, অথবা, বিপ্লব আরম্ভ হইলে যাহাতে অনায়াসে দমন করা যায়, সেই উদ্দেশ্যে উয়ান্. ইহার মধ্যেই সমগ্র দেশকে সুরক্ষিত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এমন কৌশলে উয়ান্ এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন যে, সান্ এবং তাঁহার দলের লোকেরা উয়ানের কার্য্যকলাপে সন্দেহ করিবারও অবকাশ পান নাই।

বিপ্লবীদল সানের নেতৃত্বে, প্রাণপণ চেষ্টায় উয়ানের বিরুদ্ধে দেশে বিদ্রোহ জাগাইবার আয়োজন করিল, কিন্তু উয়ানের সৈন্যের সাহায্যে তাহাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। উয়ানের আদেশে ডাঃ সান্. এবং



উয়ান শি কাই

The Indian Photo Engraving Co., Calcutta.

তাঁহার বিশ্বস্ত সহকর্ম্মীরা দ্বিতীয়বার স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন এবং পলাইয়া জাপানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

এই ঘটনার পর, সানের সহকর্ম্মীদের অনেকের মনে গভীর নৈরাশ্য আসিয়া পড়িল ; অনেকে,—চীনদেশে কখনও প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবেনা, এই বলিয়া তদ্বিষয়ে আর পণ্ডশ্রম করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিল। ডাঃ সান্ কিন্তু কিছুমাত্র হতাশ হন নাই, বরঞ্চ পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক আশান্বিত হইয়াছিলেন ; কারণ, বিপ্লবীদের সমবেত চেষ্টায় যে কতখানি কার্য্য সাধিত হইতে পারে, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। সান্ উৎসাহবাক্যে নিরুৎসাহিত সহকর্ম্মীদিগকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। তথাপি এই সময় বিপ্লবী-দল দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল ; তন্মধ্যে সানের দল চরম-পন্থী. এবং অপর দল মধ্যপন্থী।

এদিকে, বিপ্লবীদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার পর, উয়ান্ সমগ্র-চীনের একেশ্বর হইয়া উঠিলেন এবং সম্পূর্ণ স্বেচ্ছানুসারে রাজ্যের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমশঃ উয়ানের মনে সম্রাট্ হইবার বাসনা হইল, এবং তদনুসারে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে উয়ান্ নিজেকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

বিদেশী-শক্তিবর্গ দেখিলেন যে, চীনদেশে গণ্ডগোল চলিলেই তাঁহাদের স্বার্থ ষোল-আনা বজায় থাকে, সুতরাং উয়ানের প্রত্যেক কার্য্য তাঁহারা সমর্থন করিতে লাগিলেন।

দেশের অধিকাংশ লোক উয়ানের সম্রাট্ হইবার বিপক্ষে মত-প্রকাশ করিল, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না। এই ব্যাপারে চতুর্দ্দিকে অসন্তোষ ফুটিয়া উঠিল এবং ঘোষণার কয়েক-দিন পরে ইউন্নান্ প্রদেশে উয়ানের সম্রাট্পদবী-গ্রহণের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ হইল। এই আন্দোলন দুইজন সুযোগ্য ব্যক্তিদ্বারা পরিচালিত হইতেছিল, এবং

ক্রমশঃ তাহা এমন প্রবল হইয়া উঠিল যে, উয়ান্ ভয় পাইয়া সম্রাট্-উপাধি পরিত্যাগ করিলেন এবং এই মর্ম্মে এক অনুশাসন জারি করিলেন।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইউরোপের মহাসমর আরম্ভ হইলে, চীন নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিল। ১৯১৬ সালের ৬ই জুন, উয়ান্ শি কাই পিকিঙ্-আবাসে ভবলীলা সাঙ্গ করিলেন, এবং ভূতপূর্ব্ব বিপ্লবী সেনাপতি লি উয়ান্ হাঙ্গ্ তাঁহার স্থানে সভাপতি হইলেন।

লি উয়ান্ হাঙ্গ্ বেশীদিন রাষ্ট্রপতি-পদে থাকিতে পারিলেন না। জার্ম্মানির সহিত যুদ্ধঘোষণা-ব্যাপারে মতানৈক্যবশতঃ লি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, এবং তাঁহার বিপক্ষ সেনাপতি ফেঙ্গ্ কুও চাঙ্গ্ সভাপতি হইলেন। ইনি ইংরেজ প্রভৃতি জাতিদের প্ররোচনায়, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে,জার্ম্মাণি ও অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গারির সহিত যুদ্ধঘোষণা করিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

দেশের অরাজক অবস্থা

উয়ান্ শি কাই বিপ্লবীদের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিলেন বটে, এবং রাষ্ট্রপতিরূপে ক্রূর, নৃশংস এবং যথেচ্ছ আচরণে অপরাধীও হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অধীনে চীনদেশে একটা শাসন-ব্যবস্থা ছিল, দেশে শৃঙ্খলা ও অনেক পরিমাণে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উয়ানের মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই বিভিন্ন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণ সকলপ্রকার শাসনমুক্ত হইয়া স্বস্বপ্রধান হইয়া উঠিলেন, এবং নিজ-নিজ সৈন্যদলের সহায়তায় যাহা-ইচ্ছা-তাহাই করিতে লাগিলেন; ফলে, দেশে ঘোর অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা আসিয়া পড়িল। পিকিঙের আধিপত্যের জন্য টুচুন্‌রা—অর্থাৎ প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তারা পরস্পরের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ করিয়া দিল; অনেকসময় এই সব টুচুন্‌রা, নামে-মাত্র এবং প্রকৃতক্ষমতাবর্জ্জিত পিকিঙের সভাপতি ও প্রধান-মন্ত্রী, এই দুইজনকে ভয় দেখাইয়া টাকা আদায় করিতে লাগিল। মোট কথা, দেশে অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব (বহুপূর্ব্বে জেঙ্গিস্ খাঁনের চীনজয়ের কালে এবং তাহার পরেও দুই-একবার এইরূপ শাসনহীন-অবস্থায় চীন পড়িয়াছিল) বিশৃঙ্খল-অবস্থা আসিয়া পড়িল।

ইউরোপ-সমরের অবসানে, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে তদানীন্তন পিকিঙ্-দরবারের সহিত জার্ম্মানি ও অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গারির সন্ধি স্থাপিত হইল, এবং চীনজাতি League of Nationএর অর্থাৎ 'জাতি-

সঙ্ঘের' সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইল। যদিও পিকিঙ্ দরবারের শাসন পিকিঙের গণ্ডীর বাহিরে কেহ মানিত কিনা সন্দেহ, তথাপি, চীনের বাহিরে পিকিঙ্-দরবারই চীনজাতির প্রতিভূ বলিয়া তখনও গণ্য হইতেছিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

—)::(—

ক্যান্‌টন্‌-প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

জাপানে ডাঃ সান্‌ ইয়াট্‌ সেন্‌ তাঁহার বিশ্বস্ত সহচরদিগের সহিত সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। বহু-ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পর সাধারণতন্ত্র-দলের লোকেরা ক্যান্‌টন্‌ সহরে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইল, এবং ডাঃ সান্‌ তাহার সভাপতি হইলেন। এই ঘটনা হইল ১৯২০ খৃষ্টাব্দের শেষাশেষি। এই প্রজাতন্ত্র কোয়াঙ্গ্‌টাঙ্গ্‌ ও কোয়াঙ্গ্‌সি এই প্রদেশদ্বয় লইয়া গঠিত হইল। এক-সময়ে সকলেই মনে করিল যে, সমস্ত দক্ষিণ-চীনই ক্যান্‌টন্‌-প্রজাতন্ত্রের শাসনাধীন হইবে, কিন্তু উ পেই ফু নামক উত্তর-চীনের একজন পরাক্রান্ত সেনাপতি ক্যান্‌টনের কার্য্যে বাধা দিলেন।

এই উ পেই ফু ক্রমশঃ ক্ষমতাপন্ন ও বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন, এবং মাঞ্চুরিয়ার সেনাপতি চাঙ্গ্‌ টুসো লিন্‌কে পরাজিত করিয়া পিকিঙের নিয়ন্তৃত্ব লাভ করিলেন। চীনের বেশীর ভাগ উ পেই ফুর অধীনে আসিল।

সেনাপতি চাঙ্গ্‌ টুসো লিন্‌ মাঞ্চুরিয়ার অধিপতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, এবং জাপানের কুমন্ত্রণায় পরিচালিত হইয়া, পিকিঙ্‌-দরবারকে সর্ব্বদা উত্যক্ত ও ব্যতিব্যস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

এ দিকে ক্যান্‌টন্‌-প্রজাতন্ত্র সানের নেতৃত্বে খুব ভাল ভাবেই চলিতে

লাগিল; সমগ্র চীনদেশের মধ্যে ইহাই প্রকৃত জনতন্ত্র-শাসন বলিয়া পরিগণিত হইল।

ইংরেজগণ কিন্তু সানের সঙ্গে শত্রুতা করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং উ পেই ফুর সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন। আবার আমেরিকা সানের সহিত বন্ধুতা করিল, এবং উ পেই ফুর নিন্দা করিতে লাগিল। এইরূপে ক্যান্‌টন্ ও পিকিঙ্ উভয়ের মধ্যে শত্রুতা চলিতে লাগিল। ক্রমে ডাঃ সান এবং উ পেই ফু উভয়েই নিজেদের মধ্যে একটা মীমাংসার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, সমগ্র-চীনে এক অখণ্ড-শাসনের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য উভয়-পক্ষই কথাবার্ত্তা চালাইতে লাগিলেন, কিন্তু সানের জীবিত-কালে তাহা আর হইয়া উঠিল না।

বহুদিন হইতেই সান্ রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন, ক্রমশঃ বার্দ্ধক্য তাঁহাকে আক্রমণ করিল; অবশেষে, কম্মোপলক্ষে পিকিঙে অবস্থান-কালে, একরূপ ভগ্নহৃদয়ে ডাঃ সান্ দেহত্যাগ করিলেন (১৯২৫ খৃষ্টাব্দের প্রথম পাদে)।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

সানের দাম্পত্য-জীবন ও ব্যক্তিগত পরিচয়

চীনদেশে বাল্যবিবাহের চলন আছে, এবং আমাদের দেশের মত তথায় পিতা অথবা অভিভাবকের দ্বারা বরকন্যা-নির্ব্বাচন হয়। পাশ্চাত্যসমাজের রীতি-অনুসারে স্ত্রীপুরুষের পূর্ব্বরাগ বা স্বস্ব পছন্দ-মত বিবাহ চীনীয় নীতি-শাস্ত্রের বিরোধী। বিবাহের পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বরকন্যা পরস্পরের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত থাকে। অবশ্য আজকাল এই প্রথা অনেকটা শিথিল হইয়া গিয়াছে; আধুনিক শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকবয়সে বিবাহ সাধারণ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশেষতঃ, ইউরোপ ও আমেরিকা-ফেরৎ ছাত্রছাত্রীগণ, অনেক ক্ষেত্রে, নিজেরাই সঙ্গী বাছিয়া লয়।

চীনের পুরাতন প্রথানুসারে, বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ ঠিক আমাদের দেশেরই মত। কন্‌ফিউসিয়াসের তথা প্রাচীন কালের বিজ্ঞদের মতে (কেন না, কন্‌ফিউসিয়াস্ প্রাচীন-নীতিধর্ম্মেরই প্রচার করিয়াছিলেন মাত্র)—স্ত্রী, স্বামী এবং শ্বশুর ও শ্বশ্রূর সর্ব্বতোভাবে অধীনে থাকিবে; স্বামীর সেবায় দেহমনঃপ্রাণ উৎসর্গ করিবে, স্বামীর মনোরঞ্জনে চেষ্টিত এবং স্বামীর ধ্যানেই তৎপরা থাকিবে। শ্বশুর-শাশুড়ীর আদেশ বিনা-বাক্যব্যয়ে পালন করা এবং তাঁহাদের যথাসাধ্য সেবাশুশ্রূষা করা বধূর প্রধান কর্ত্তব্য। স্বামীরও কর্ত্তব্য স্ত্রীর প্রতি বন্ধুভাবে ব্যবহার করা এবং স্ত্রীকে সাধ্যমত সুখে-স্বচ্ছন্দে রাখা। হিন্দুশাস্ত্রের ন্যায় কন্‌ফিউ-সিয়াসের নীতিশাস্ত্রেও স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ-স্বাধীনতা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

স্ত্রী বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর, এবং স্বামীর অবর্ত্তমানে পুত্রের অধীনে থাকিবে। কন্‌ফিউসিয়াস্ 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি' এই নীতির পূর্ণ সমর্থন করিয়াছেন।

চীনদেশের এই প্রাচীন প্রথানুসারে, ঊনবিংশবর্ষ-বয়সে সান্ পরিণয়-পাশে আবদ্ধ হয়েন। এই প্রথমা পত্নীর নাম লিউ স্জে*।

এত অল্পবয়সে বিবাহ করিতে সানের আদৌ ইচ্ছা ছিল না। বিশেষতঃ, হনলুলুতে পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার সহিত পরিচিত হইয়া, সান্ স্বভাবতঃই বাল্যবিবাহের ঘোর বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু মাতাপিতার প্রতি ভক্তি চীনাদের এমনই মজ্জাগত যে, পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রাপ্ত সান্‌ও তাহার প্রভাব এড়াইতে পারিলেন না। পিতামাতার আদেশের নিকট তাঁহাকে মাথা নত করিতে হইল।

লিউ স্জে-র গর্ভে সানের এক পুত্র ও দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে। পুত্র টুসি সাঙ্গ্ সান্ ফো, আমেরিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লাভ করিবার পর, ব্যবসা অবলম্বন করিলেন। এক কন্যা আনি সান্ ইয়েন্ ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে গতায়ু হন; দ্বিতীয়া কন্যা গ্রেস্ সান্ আন্, আমেরিকায় শিক্ষা-লাভ করিয়া, ম্যাকাও-এ মাতার সহিত বাস করিতে লাগিলেন।

তাহার পর, ডাঃ সান্ যখন মাঞ্চু-সরকারের কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন, তখন হইতে তাঁহার দাম্পত্যজীবন বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া উঠিল।

বিপ্লববাদ প্রচার এবং বিপ্লবের আয়োজনের কার্য্যে সান্‌কে নিরন্তর ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত, কাজেই সুস্থির হইয়া বসিয়া সাধারণ-পতির ন্যায় স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্যপালনের অবসর তাঁহার

---

* এই 'জ' কারের উচ্চারণ পূর্ব্ববঙ্গের 'জ'কারের মত।

ছিল না। তাঁহার পত্নী, স্বামীকে বৈপ্লবিক কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া, সুস্থির ভাবে গার্হস্থ্যজীবন যাপন করিবার জন্য, বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সান্ কিন্তু, স্বীয় মহৎ লক্ষ্যকে সাগরের অতল জলে বিসর্জ্জন দিয়া, স্ত্রীর সহিত নির্ব্বিবাদে গার্হস্থ্যধর্ম্ম-পালন করিবার কোনও লক্ষণই দেখাইলেন না। ফলে, উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য চলিতে লাগিল।

তদনন্তর, উয়ান্ শি কাই-এর বিরুদ্ধে বিপ্লব বাধাইবার চেষ্টায় বিফল এবং দেশতাড়িত হইয়া, সান্ যখন দলবলের সহিত দ্বিতীয়বার জাপানে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন, সেই সময়ে তিনি পত্নীকে তাঁহার নিকট যাইবার জন্য পত্র লিখিলেন। তাঁহার পত্নী বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি স্বীয় বৃদ্ধ পিতা-মাতার সেবাশুশ্রূষা করিতে ইচ্ছুক, সুতরাং স্বামীর নিকট যাইতে পারিবেন না। কিছুদিন মন-কষাকষি চলিতে লাগিল। অবশেষে মুখ্যতঃ পত্নীর আগ্রহে, উভয়ের মধ্যে বিবাহবন্ধন ছিন্ন হইল।

সান্ বহুদিন নিঃসঙ্গ অবস্থায় কাটাইলেন, কিন্তু ক্রমে সঙ্গিহীন অবস্থা তাঁহার পক্ষে দুঃসহ হইয়া উঠিল। দুঃখনৈরাশ্যের দরদী না থাকিলে, বিপদ্-আপদে সমবেদনা-প্রকাশের লোক না থাকিলে, জীবন নিতান্ত দুর্ব্বহ হইয়া উঠে। সানেরও তাহাই হইল। অবশেষে তাঁহারই এক পুরাতন বন্ধু ও সহকর্ম্মীর বিদুষী কন্যার সহিত সান্ পরিণয়-পাশে আবদ্ধ হইলেন।* এই মহিলা আমেরিকার ওয়েস্‌লেইয়ান্ কলেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডিগ্রী লাভ করিয়াছিলেন, এবং ডাঃ সান্‌কে বরাবর বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। সানের বৈপ্লবিক-কার্য্যেও তিনি অতি উৎসাহী ছিলেন।

পোষাকপরিচ্ছদ-বিষয়ে সান্ খুব সাদাসিদে ছিলেন এবং আহারেও বিশেষ পরিমিতাচারী ছিলেন। মদ্য, তামাক বা অন্য কোনও নেশা কদাপি

* ১৯১৫ সালের ২৫শে অক্টোবর এই বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয়।

সান্ স্পর্শ করিতেন না, এবং অন্যান্য সর্ব্ববিষয়ে অতি সামান্যভাবে চলিতেন। চীনের এক শক্তিশালী রাজনৈতিক-দলের নেতৃপদে সমাসীন থাকিয়াও, হাজার-হাজার অর্থ নাড়াচাড়া করিয়াও সান্ দীনদরিদ্রের ন্যায় থাকিতেন। এই অনন্যসাধারণ সাধুতা ও নিঃস্বার্থপরতার গুণেই ডাঃ সান্ সকল বৈপ্লবিক দল এবং ইউরোপ ও আমেরিকার সুধীজনের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আজ তাঁহার নাম জগৎবিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছে।

বর্ত্তমান চীনের শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের মধ্যে ডাঃ সানের আসন অতি উচ্চে প্রতিষ্ঠিত। সান্ নিজে যুদ্ধবিগ্রহে যোগ দিতেন না বটে, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যপরিচালনা অথবা কামানের লক্ষ্য স্থির করিতেন না বটে; কিন্তু যে-ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সহস্র-সহস্র শিক্ষিতযুবক আমোদ-প্রমোদ, আরাম-বিশ্রাম বিসর্জ্জন দিয়া, দেশের জন্য মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে সাহসী হইয়াছিল এবং হইতেছে, যে-ভাবের কণিকামাত্র লাভে বড় বড় সেনানায়ক গড়িয়া উঠে, সান্ সেই স্বদেশপ্রাণতার ভাবে ভাবুক ছিলেন। স্বদেশকে উন্নত করিব, সমৃদ্ধ ও পরাক্রমশালী করিব, পৃথিবীর অপরাপর সুসভ্য-জাতিদের সমকক্ষ করিব, এই মহৎ-ভাবনা সান্‌কে বাল্য হইতেই অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল, এবং এই লক্ষ্যের সাধনকল্পে সান্ নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তুচ্ছজ্ঞান করিয়া আমরণ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সান্ প্রকৃত সত্যাগ্রহী ছিলেন; যে কার্য্যকে সত্য বলিয়া বুঝিতেন তাহা সম্পন্ন করিতে কোনক্রমে পশ্চাৎপদ হইতেন না। রাজতন্ত্র, আধুনিক কালের অন্যান্য পরাক্রান্ত ও উন্নত দেশের ন্যায়, চীনদেশেও অচল হইয়া পড়িয়াছিল। মাঞ্চুশাসন একেবারে অকর্ম্মণ্য এবং অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল, এবং চীনের সকল প্রকার উন্নতির গতি রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিল। সান্ দেখিলেন যে, রাজতন্ত্রের অবসান না হইলে চীনের

উন্নতির কোনও আশা নাই; উন্নতির কথা দূরে থাকুক, প্রবল-জাতিদের সহিত সংঘর্ষে স্বাতন্ত্র্যরক্ষা করাই কঠিন। সেই জন্য সান্ স্বদেশকে অত্যাচারী ও অক্ষম মাঞ্চুবংশের কবল হইতে উদ্ধারকল্পে কঠোর বিদ্রোহিজীবন অবলম্বন করিলেন। চীনের সমাজে রাশীকৃত কুসংস্কার জনসাধারণকে জড় ও অক্ষম করিয়া তুলিতেছিল, সান্ নির্ভীক-ভাবে সেগুলির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। রাজ্যশাসনবিষয়ে সর্ব্বসাধারণের অল্পবিস্তর হাত না থাকিলে, একজন বা এক সম্প্রদায় প্রবল হইয়া বাকী লোকজনের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করে। সম্রাট্ বা রাজা, বা আমাদের দেশের ন্যায় আমলা-তন্ত্র, যে-পরিমাণ স্বেচ্ছাচারিতা করিতে পারে, জনতন্ত্র-শাসনে ততটা সম্ভব নহে। এইজন্য সান্ স্বদেশে জনতন্ত্র-প্রতিষ্ঠার জন্য কঠোরভাবে লড়িয়াছিলেন।

সান্ অমিতসাহসী এবং প্রচুরপরিমাণ উদ্ভাবনী-শক্তির অধিকারী ছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, মাঞ্চুবংশকে উচ্ছিন্ন করিয়া প্রজাতন্ত্র-প্রতিষ্ঠার কল্পনা বর্ত্তমান-যুগে প্রথমে সানেরই মস্তিষ্কে উদ্ভূত হয়। চীনদেশে, এ যুগের বিদ্রোহ-আন্দোলনের তিনিই পথপ্রদর্শক।

এইবার ডাঃ সানের নেতৃজনোচিত বৈশিষ্ট্যের আভাসমাত্র দিয়া আমরা এই পরিচ্ছেদের উপসংহার করিব।

সান্ স্বভাবতঃই গম্ভীরপ্রকৃতি এবং মিতভাষী ছিলেন। আরও, গুপ্তসমিতির নেতারূপে সান্‌কে নিতান্ত প্রয়োজনবশেই বাক্‌সংযম এবং নির্জ্জনবাস অভ্যাস করিতে হইয়াছিল। কিন্তু, বিদ্রোহিজীবনের কঠোরতা সত্ত্বেও, সানের চরিত্রমাধুর্য্য আমরণ অটুট্ ছিল। চতুর্দ্দিকে যখন বিপদ্‌রাশি ঘিরিয়া আসিতেছে, তখনও সান্ ধৈর্য্যহীন বা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িতেন না, এবং সহস্র দুঃখকষ্ট ও বিঘ্নবিপত্তির মধ্যেও তাঁহার

স্বাভাবিক প্রশান্তভাব অবিকৃত রহিত। এমন কি, সান্‌কে অতি কদাচিৎ ক্রুদ্ধ অথবা উত্তেজিত হইয়া উঠিতে দেখা যাইত।

বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা সানের অসাধারণ ছিল, এবং তাঁহার কণ্ঠ-স্বরের এমন একটা মোহিনী শক্তি ছিল যে, কেবল তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াই বহুলোক তাঁহার বিপ্লবীদলে যোগ দিত, অথবা তাঁহার পক্ষপাতী হইয়া পড়িত।

সানের মৃত্যুতে ক্যান্‌টন্‌-প্রজাতন্ত্রের মধ্যে বিশৃঙ্খলা আসিয়া পড়িয়াছে, এবং অদ্যাপি তাহার সম্পূর্ণ-অবসান হয় নাই। হংকং-এর ইংরেজগণ বরাবর ক্যান্‌টন্ গভর্ণমেণ্টকে বিদ্বেষ করিত; আজকাল নবশাসনতন্ত্রের আমলেও, ক্যান্‌টন্‌কর্ত্তৃপক্ষ ও হংকং-এর ইংরেজ কর্ত্তৃ-পক্ষের মধ্যে গোলমাল প্রায় বাধিয়াই আছে, রেষারেষি লাগিয়াই আছে।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

চীনের প্রাচীন ও বর্ত্তমান শিক্ষা

১৯০১ হইতে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, কন্‌ফিউসিয়াস্ প্রণীত কাব্য-পঞ্চকের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে, অতি দরিদ্র ও অখ্যাত-নামা বালকও ক্রমে-ক্রমে রাজ্যের উচ্চতম পদে আরোহণ করিতে পারিত। এই কাব্য-পরীক্ষায় কাহারও দ্বার রুদ্ধ ছিল না, যে কেহ পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারিত এবং কৃতবিদ্যতা প্রদর্শন করিতে পারিলে রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হইত।

পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারিলে, কৃতী বালকের পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন এবং প্রতিবেশিবৃন্দ সকলেই আপনাদিগকে গৌরবান্বিত বোধ করিত এবং উক্ত বালক সর্ব্বসাধারণের দ্বারা অশেষপ্রকারে সম্মানিত হইত।

চীনেই প্রথমে মুদ্রণ-প্রণালীর আবিষ্কার হয়। মুদ্রণ-প্রণালীর প্রচলনের সঙ্গে-সঙ্গে কাব্যগুলি মুদ্রিত ও বিস্তৃতভাবে প্রচারিত হইতে লাগিল। কাব্যের ছাত্রসংখ্যা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এই কাব্য-পঞ্চক পুরাতন চীনদেশের সকল বিদ্যা ও জ্ঞানের উৎস ছিল। আমাদের দেশে, রামায়ণ ও মহাভারত যেমন যুগে যুগে অসংখ্য লেখকের উপজীব্য হইয়া আসিয়াছে, চীনদেশের কাব্যাবলীও তদ্রূপ বহুলেখকের লিখিবার উপকরণ যোগাইয়াছে।

এই কাব্যাবলী এবং তদনুগত গ্রন্থ-চতুষ্টয়, কি পাঠশালায়, * কি

* 'পাঠশালা' এস্থানে চলিত-অর্থে ব্যবহৃত হইল, অর্থাৎ যেস্থানে অ, আ, ক, খ, হইতে পাঠ আরম্ভ হয়।

সর্ব্বোচ্চ-শিক্ষায়, সর্ব্বত্র একমাত্র পাঠ্য ছিল। পাঠশালায় বালকগণ কাব্য মুখস্থ করিত। আবার এই কাব্যেরই অনুশীলন ও চর্চ্চা করিয়া ছাত্রগণ পাণ্ডিত্য-খ্যাতি অর্জ্জন করিত।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে, বক্সার-বিদ্রোহের অবসানে, দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের প্রবল আগ্রহ ও আন্দোলনের ফলে, রাজ্ঞী ট্জিউ হ্শি কর্ত্তৃক প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালীর বিস্তর পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। প্রাচীন পরীক্ষাগ্রহণের প্রথা উঠিয়া গেল এবং তাহার স্থানে পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রবর্ত্তন হইল। ইহার পর হইতে পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ রাজকর্ম্মের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল।

পাশ্চাত্য জাতিগণ ইহার অনেক পূর্ব্ব হইতেই স্কুল প্রভৃতি স্থাপন করিয়া বিদ্যাবিতরণ করিতেছিলেন। রাজ্ঞী হ্জিউ হ্শির শিক্ষাসংস্কারের পর হইতে পাশ্চাত্যশিক্ষার দ্রুত প্রচার ও প্রসার হইতে লাগিল।

বক্সার-বিদ্রোহের ক্ষতিপূরণ সকল বৈদেশিক জাতিই পাইয়াছিল। তন্মধ্যে আমেরিকা, ক্ষতিপূরণস্বরূপ যে অর্থ পাইল, তাহার কিয়দংশ চীনা ছাত্রদের শিক্ষালাভকল্পে নিয়োগ করিল। এই বৃত্তিতে বহু ছাত্র আমেরিকার কলেজ-সমূহে এবং চীনদেশে আমেরিকান্দের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কলেজগুলিতে শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। আমেরিকা ব্যতীত বহুছাত্র ইউরোপ ও জাপানেও বিদ্যার্জ্জন করিতে যায়।

চীনজাতি যে বিদ্যানুরাগী বলিয়া প্রসিদ্ধ, আজকাল পাশ্চাত্যবিদ্যার অর্জ্জনে চীনা ছাত্রগণের প্রবল আগ্রহ ও উদ্যম সে-কথা যথার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে।

প্রাচীন পরীক্ষা-প্রথার স্থানে যখন নব-শিক্ষাপ্রণালীর স্থাপনা হইল, এবং দলে দলে ছাত্রগণ বিদেশে বিদ্যালাভের জন্য যাইতে লাগিল, তখন হইতে এই বিদেশ-প্রত্যাগত শিক্ষিতগণ উত্তরোত্তর অধিক সংখ্যায় রাজকর্ম্মে

নিযুক্ত হইতে লাগিল। আজকাল বিদেশী-শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ, বিশেষতঃ যাহারা আমেরিকায় যাইয়া শিক্ষালাভ করে, অথবা চীনের আমেরিকান্ কলেজগুলিতে শিক্ষা পায়,তাহারাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারী কর্ম্মের জন্য মনোনীত হইয়া থাকে।

এই বিদেশ-প্রত্যাগত ছাত্রসম্প্রদায়ের প্রভাব আজকাল অসীম। সমস্ত জনহিতকর ও দেশহিতকর অনুষ্ঠানে এই ছাত্রগণ অগ্রণী। বর্ত্তমান যুগে জনসাধারণের উপর ছাত্র-সম্প্রদায়ের কতটা প্রভাব, তাহা পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইল।

স্ত্রীশিক্ষায়ও চীন আজ দ্রুত অগ্রসর হইয়াছে। কন্‌ফিউসিয়াস্ প্রণীত কাব্য-পঞ্চকে, স্ত্রীজাতির আদর্শ শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত, তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। কাব্যে অন্তঃপুরকেই স্ত্রীজাতির কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; এবং গুরুজনের সেবাশুশ্রূষা, সর্ব্ববিষয়ে তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তিতা এবং তাঁহাদের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা ও বিনয় প্রকাশ করাকেই স্ত্রীলোকের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

কাব্যান্তর্গত স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক উপদেশাবলীকে উপজীব্য করিয়া, কয়েকটী বিদুষী মহিলা, স্ত্রীলোকের পাঠার্থ চারিটী গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ-চতুষ্টয় সেদিন পর্য্যন্ত চীনা বালিকাদের একমাত্র পাঠ্য-পুস্তক ছিল।

পরে আরও অনেক শিক্ষিতা মহিলা বিবিধ-বিষয়ক অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। তারপর পাশ্চাত্যজাতিদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য-বিদ্যারও আমদানি হইতে লাগিল।

সে আজ আশী বৎসরেরও আগেকার কথা, যখন পাশ্চাত্যের খ্রীষ্টীয় মিশনারীগণ বালক-বিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে বালিকা-বিদ্যালয়েরও প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন।

আজকাল, চীনা মেয়েদের পাশ্চাত্যবিদ্যার্জ্জনে উৎসাহ ও কৃতিত্ব চীনা পুরুষদের অপেক্ষা কোন অংশেই কম নহে। বহু বালিকা-বিদ্যালয় কেবল চীনা মহিলাবৃন্দ কর্ত্তৃক সুচারুরূপে পরিচালিত হইতেছে। বিদেশেও অনেক চীনামেয়ে শিক্ষালাভ করিতেছে। বিশেষতঃ চিকিৎসা-বিদ্যায় চীনা মহিলাগণ অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। মোট কথায়, বর্ত্তমান চীনে মেয়েদের মধ্যেও জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, এবং প্রাচীন বিধিব্যবস্থার শৃঙ্খল ভাঙিবার আকাঙ্ক্ষা তাহাদের মধ্যেও দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ১৯১১ সালের বিপ্লবে অনেক শিক্ষিতা রমণী যোগ দিয়াছিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

চীনে ছাত্র-আন্দোলন

১৯০০ খৃষ্টাব্দের বক্সার-হাঙ্গামার পর হইতে চীনের চিরন্তন শিক্ষা-প্রণালীর ধারায় মস্ত বাধা পড়িল। সম্রাজ্ঞী ট্জিউ হ্‌শির আদেশে প্রাচীন পরীক্ষা-প্রথা উঠিয়া গিয়া তাহার স্থানে পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রবর্ত্তন হইল, একথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ইহার পর হইতে পাশ্চাত্য-ভাবানুপ্রাণিত কলেজ ও স্কুলের সংখ্যা দ্রুত বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, পাশ্চাত্যশিক্ষার অনুশীলনও সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক হইয়া উঠিতে লাগিল। পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রসার ও প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে, প্রাচীন কাব্য ও পুরাতন রীতিনীতির প্রতি শিক্ষিত-সাধারণের অশ্রদ্ধা ও অনাদর তীব্র হইতে তীব্রতর আকার ধারণ করিতে লাগিল। পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিতগণ দেশীয় আচারনিয়মের সমস্ত বাধাবিঘ্নকে পদদলিত করিয়া চলিতে লাগিল।

চীনভাষার লিখন ও রচনার পদ্ধতিকে সরল ও সহজ-শিক্ষণীয় করিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল, এবং তাহার ফলে লেখাপড়া-জানা লোকের সংখ্যা প্রবলবেগে বাড়িয়া চলিল। জগতের খবর সাধারণ লোকের কাছে পুস্তক ও সংবাদপত্রের মারফতে উপস্থিত হইয়া, প্রাচীন আচার-বিচারের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধাভক্তিকে শিথিল করিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইল।

ছাত্র-সম্প্রদায় বালকবালিকাদের জন্য বহু অবৈতনিক পাঠশালা খুলিয়া, ঘর হইতে অর্থ জোগাইয়া, সেগুলিকে চালাইতে লাগিল, এবং অনেক ক্ষেত্রে তাহারা নিজেরাই সেই সমস্ত পাঠশালায় শিক্ষকতা করিতে লাগিল। এইরূপে শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্ববিধ আন্দোলনের পথ পরিষ্কৃত হইয়া উঠিতে লাগিল।

নববিধানের শিক্ষা চীনদেশে কিরূপ প্রসার লাভ করিয়াছে, একটী দৃষ্টান্তে তাহা সুস্পষ্ট হইবে। এক পিকিঙেই, কলেজ ও উচ্চস্কুলগুলি মিলিয়া সংখ্যায় চল্লিশটী, এবং তাহাদের ছাত্রসংখ্যা অন্যূন বিংশসহস্র।

নবভাবের আবির্ভাব সব সময়েই সকল দেশে অল্পবিস্তর বিশৃঙ্খলা ও গণ্ডগোলের সৃষ্টি করে। আমাদের বাঙ্‌লাদেশে ইংরেজীশিক্ষার প্রথম অবস্থায় গণ্ডগোল বাধিয়াছিল। চীনদেশেও অনিবার্য্যরূপে তাহাই ঘটিয়াছে। পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রবল তরঙ্গাভিঘাতের প্রথম ফল হইল, প্রাচীনের প্রতি ছাত্রদের গভীর অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা। তাহাদের মধ্যে দারুণ উচ্ছৃঙ্খলা ও নিয়মহীনতা আসিয়া পড়িল।

আজকাল, কলেজে ছাত্ররাই প্রবল ক্ষমতাশালী। পাঠ্যবিষয় ছাত্ররা নির্দ্ধারণ করে, এবং শিক্ষক-নির্ব্বাচনও অনেক সময় তাহারাই করে। অপ্রিয় অধ্যাপকদিগকে ছাত্ররা ধর্ম্মঘট করিয়া দূরীভূত করিয়া দেয়।

কলেজগুলি রাষ্ট্রীয় আন্দোলন ও আলোড়নের এক একটী শক্তিশালী কেন্দ্র। এমন-কি, যুবকদের খ্রীষ্টীয় সমিতিগুলিও (Y. M. C. A.) রাজনীতিশিক্ষা ও রাষ্ট্রীয় আন্দোলনাদিতে সবিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করে। খ্রীশ্চান্ কলেজগুলিতে রাজনীতির চর্চ্চা প্রবলভাবে হইয়া থাকে।

চীনদেশে জনমতের প্রভাব প্রচণ্ড। শক্তিশালী রাজনীতিক্ ও রাজ-পুরুষগণও অনেক সময় জনমত-অনুসারে নিজেদের কার্য্যধারা প্রবর্ত্তিত করেন। আজকালকার নবশিক্ষায় অনুপ্রাণিত ছাত্রমণ্ডলী এই জনমতকে

নিজেদের পক্ষভুক্ত করিতে বিশেষ নিপুণ। রাস্তায় রাস্তায় মিছিল বাহির করিয়া, রাস্তার দেওয়ালে প্লাকার্ড মারিয়া, হ্যাণ্ডবিল বিলি করিয়া ও বক্তৃতা দিয়া, ছাত্রগণ অতি সহজেই জনসাধারণকে উত্তেজিত করিয়া তুলে এবং নিজেদের পক্ষে টানিয়া লয়। এই জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী টুচুন্‌গণ (সৈন্যদল-পতি) ছাত্রগণকে বিশেষ সমীহ করিয়া চলে, এমন-কি বিদেশী শক্তিবর্গও।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে, ছাত্রসম্প্রদায় কর্ত্তৃক সমগ্রচীনব্যাপী যে আন্দোলনের অনুষ্ঠান হয়, তাহার বিবরণ পড়িলে ছাত্রদের প্রভাব কতদূর প্রবল তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে, পিকিঙের নবনিযুক্ত শিক্ষাসচিব তদানীন্তন শিক্ষাপ্রণালী এবং পরীক্ষাগ্রহণের পদ্ধতিকে একটু কঠোর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কলেজ ও স্কুলে রাজনীতির চর্চ্চা যাহাতে মন্দীভূত হয়, তজ্জন্য এই উদ্যম। এই সংস্কার-চেষ্টার প্রতিবাদ করিয়া ছাত্রসম্প্রদায়ের তরফ হইতে ঘোর আন্দোলন সুরু হইল। ছাত্রসমাজ-কর্ত্তৃক, সমগ্রচীনব্যাপী সভাসমিতি ও মিছিল প্রভৃতির দ্বারা, শিক্ষাসচিবের কার্য্যের প্রতিবাদ করিবার আয়োজন চলিতে লাগিল। ৭ই মে উক্ত প্রতিবাদ-প্রদর্শনের জন্য ধার্য্য হইল। আমাদের দেশে আজকাল যেমন জালিয়ান্‌ওয়ালাবাগ্‌-দিবস, চীনেও তদ্রূপ ৭ই মে। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের উক্ত তারিখে, জাপান-গভর্ণমেণ্ট খামখা, জবরদস্তি করিয়া, চীন গভর্ণমেণ্টের নিকট ২১টী অন্যায় দাবী উপস্থিত করে— যথা চীনের কতকগুলি লোহার খনিতে এবং শ্যান্‌টাঙ্গ্‌ প্রদেশে জাপানের একাধিপত্য স্থাপিত হইবে, এই আকারের।* তখন ইউরোপের মহাসমরে পাশ্চাত্যজাতিবর্গ ব্যস্ত,

* ইহার পূর্ব্বে খনিগুলিতে সকল বিদেশীজাতির সমান অধিকার ছিল, এবং শ্যান্‌টাঙ্গ্‌ প্রদেশে, ইউরোপ-সমরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জার্ম্মাণীর মৌরসী-পাট্টা ছিল।

এবং চীনেও উয়ান্ শি কাই সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরিক শৃঙ্খলা ও শান্তিবিধানে নিযুক্ত, তখন জাপানের সহিত বিবাদ করিবার মত সামর্থ্য তাঁহার আদৌ ছিল না। কাজেই জাপানের নেহাৎ অসঙ্গত দাবীগুলি উয়ান্ শি কাইকে পূরণ করিতে হইল।

ছাত্রসম্প্রদায় ঐ দিনকে অবমাননা-দিবস নামে অভিহিত করিয়া প্রতি বৎসর ঐ-দিনে চীনব্যাপী সভাসমিতি, মিছিল প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। এবারে ৭ই মে তারিখে, শিক্ষাসচিবের সংস্কারচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রদর্শন করা স্থির হইল।

রাজধানী পিকিঙে ছাত্রসংঘের প্রধান আস্তানা। তথায় প্রতিবাদ-প্রদর্শনীর আরম্ভ হইল। পিকিঙের পুলিশ পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল, ছাত্রদের মিছিল বাঁধিবার কার্য্যে তাহারা বাধা দিল। ছাত্রদল তখন রোষভরে শিক্ষাসচিবের আবাসগৃহের দিকে অগ্রসর হইল, এবং গৃহটী চুরমার করিয়া দিল। অতঃপর পুলিশের সহিত ছাত্রদের সংঘর্ষ বাধিল, তাহাতে ছাত্রদলে অনেক হতাহত হইল।

বাধা পাইয়া ছাত্রগণের ক্রোধ ও জেদ্ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। তাহারা জনসাধারণকে পুলিশবিভাগ ও শিক্ষাবিভাগের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

ছাত্রসংঘের এই আন্দোলন পিকিঙের মধ্যেই আবদ্ধ রহিল না, ত্বরায় অন্যান্য স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। এই সময় কয়েক স্থানের মিলে* শ্রমিকদের সহিত মিলের কর্ত্তৃপক্ষের বিবাদ উপস্থিত হইল ; ছাত্রসংঘ এই বিবাদকে উপলক্ষ্য করিয়া বিদেশী-বিদ্বেষ প্রজ্বলিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

---

* কারখানায়।

পিকিঙের শাসনকর্ত্তৃপক্ষ এই বিরাট্ ও দ্রুতপ্রসারী আন্দোলনের সম্মুখে প্রথমটা কেমন হতভম্ব হইয়া গেল, আন্দোলনের দমনের জন্য বিশেষ উদ্যম প্রকাশ করিল না। সারা মে-মাস এই ভাবেই গেল। অবশেষে ৩০ মে উপস্থিত হইল।

ছাত্রদের আন্দোলন সকল বড় বড় স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সাংহাই-এর* এক জাপানী মিলে এক মজুর নিহত হইল। ছাত্রগণ এই ব্যাপারকে উপলক্ষ্য করিয়া সাংহাই-এর জনসাধারণকে বিদেশীর বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তুলিবার আয়োজন করিতে লাগিল। ৩০ মে, ছাত্রগণ পতাকা-হস্তে দলে দলে রাজপথের মোড়ে মোড়ে বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া দিল, এবং হ্যাণ্ডবিল বিলি করিতে লাগিল। ছাত্রদের জ্বালাময়ী বক্তৃতা এবং হ্যাণ্ডবিলে আকৃষ্ট হইয়া রাস্তায় রাস্তায় ভীড় জমিয়া উঠিতেছিল। বৈদেশিক শক্তিবর্গ, এই ঘটনার কয়েক দিন পূর্ব্বেই, † সন্ধিসর্ত্তবদ্ধ বন্দরগুলিতে সর্ব্বপ্রকার আন্দোলন বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন; তদনুসারে ইংরেজ পুলিশ-কর্ম্মচারী (সাংহাই-এ ইংরেজ জাতি প্রবল) বক্তৃতা-কারী ছাত্রদিগকে গ্রেপ্তার করিতে লাগিল। তাহাতে ব্যাপার আরও সঙ্গীণ হইয়া উঠিল। ভীড়ের আয়তন ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, এবং ক্রুদ্ধ জনসমুদ্র গর্জ্জন করিতে করিতে রাজপথে অগ্রসর হইল। তখন ইংরেজ পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টার তাহার অধীন শিখ ও চীনা পুলিশদিগকে ভীড়ের উপর গুলি চালাইবার হুকুম দিল।

এক ঘণ্টার মধ্যে এই সংবাদ তড়িদ্বেগে সাংহাই-এর সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়া

* ইহার পূর্ব্বে যেখানে যেখানে 'সাংঘাই' আছে, তথায় পাঠকগণ 'সাংহাই' পাঠ করিবেন। 'সাংহাই' উচ্চারণ শুদ্ধতর।

† হাঙ্গামার আশঙ্কা করিয়াই কর্ত্তৃপক্ষ এইরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

গেল, এবং জনসঙ্ঘ ক্রমশঃই উত্তেজিত হইয়া উঠিতে লাগিল। ইউরোপীয়-গণ শঙ্কাকুল হইয়া উঠিল; আবার বুঝি বক্সার-হাঙ্গামার অভিনয় হয়! পরদিন সকাল হইতেই, তাহারা বিপদাশঙ্কায় সশস্ত্র হইয়া যুদ্ধসাজে প্রস্তুত রহিল।

সাংহাই-এ গুলি করার সংবাদ দ্রুতগতিতে অন্যান্য স্থানে উপনীত হইল। সর্ব্বত্র চীনা অধিবাসীরা উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধমূর্ত্তি ধারণ করিতে লাগিল। হ্যান্‌কাউ সহরেও ইউরোপীয়দের পক্ষ হইতে চীনা জনতার উপর গুলি চলিল। ক্যান্‌টন্ সহরে গভীর উত্তেজনার সঞ্চার হইল। তথায় ইংরেজদের সহিত চীনাদের ছোটখাটো যুদ্ধ হইয়া গেল, তাহাতে কয়েকশত চীনা নিহত হইল।

এ দিকে, সাংহাই-এ গুলি চলার পর, পিকিঙের ছাত্রসংঘ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। তাহারা রাস্তায় রাস্তায় শ্রেণীবদ্ধ ভাবে কুচ্ করিয়া ফিরিতে লাগিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে 'ব্রিটিশ ও জাপানী দস্যুদিগকে ধ্বংস কর' বলিয়া হৃৎকম্পকারী চীৎকার করিতে লাগিল। ইহাতেই তাহারা ক্ষান্ত হইল না। বিদেশী দূতবাস-পল্লীর প্রাচীরের বাহিরে ছাত্রগণ জটলা করিতে লাগিল এবং পুনঃ পুনঃ ফটক দিয়া পল্লীর মধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। গ্রীষ্মকালটা এই ভাবেই কাটিল। তাহার পর চাঙ্গ্ ট্‌সো লিনের দৃষ্টান্তে সাহস সঞ্চয় করিয়া, পিকিঙ্-সরকার ছাত্রান্দোলন দমন করিবার কঠোর ব্যবস্থা করিলেন। ইহার পর, ৩০ মে তারিখে সাংহাই-এ গুলি চলার সম্পর্কে পিকিঙের পররাষ্ট্র-সচিবের সহিত বিদেশী শক্তিবর্গের কিছুদিন ধরিয়া পত্র-লেখালেখি চলিল। তাহার পর ঐ বিষয়ে আর কিছু উচ্চবাচ্য হইল না।*

---

* 'পরিশিষ্ট' দেখ।

এই ঘটনায়, চীনের নব্য ছাত্রসম্প্রদায় রাজনীতিক্ষেত্রে কি-পরিমাণ শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে, তাহা বেশ বুঝা যায়। সহস্র সহস্র অৰ্দ্ধশিক্ষিত শ্রমজীবী মুহূর্ত্তমধ্যে ছাত্রদের কথামত চলিতে প্রস্তুত হয়। এই জন্য কি বৈদেশিকগণ, কি দেশী সরকার, সকলেই ছাত্রগণকে ভয় করিয়া চলে।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

বর্ত্তমান চীনের রাষ্ট্রীয় অবস্থা

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে উয়ান্ শি কাই-এর মৃত্যুর পর হইতে চীনের রাষ্ট্রীয় অবস্থা সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

সম্রাট্-পদবী লাভের চেষ্টায় বিফল-মনোরথ উয়ান্ শি কাই ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিলে (১৯১৬), বিপ্লবী-দলের ভূতপূর্ব্ব সেনাপতি লি উয়ান্ হাঙ্গ্ সভাপতি-পদে বৃত হইলেন।

লি উয়ান্ আন্তরিকভাবে বৈধশাসনের* পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি পার্লামেণ্ট্ পুনর্গঠন করিলেন, এবং একটা স্থায়ী শাসনবিধি প্রণয়নের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

লি উয়ান্ কিন্তু বেশী-দিন সভাপতি-পদে টিকিতে পারিলেন না। জার্ম্মানীর সহিত যুদ্ধঘোষণা-সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী টুয়ান্ চি যুই-এর সঙ্গে তাঁহার মতভেদ উপস্থিত হইল। লি উয়ান্ যুদ্ধঘোষণার বিপক্ষে ছিলেন। ডাঃ সান্ ইয়াট্ সেন্ এবং দক্ষিণ-চীনের অধিকাংশ রাজনীতিক-বৃন্দ যুদ্ধের বিপক্ষে ছিলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রী-পরিষদের সকলেই যুদ্ধঘোষণার পক্ষে ছিলেন। এদিকে ইংলণ্ড, ফ্রান্স্ ও

---

* বৈধশাসন অর্থে, যে শাসনে বিধি অর্থাৎ আইন প্রবল, কোনও এক ব্যক্তি, যথা সম্রাট্ বা সুলতান প্রধান নহে। যেমন ইংরেজদের Constitutional Government.

জাপান, স্বার্থসিদ্ধির জন্য, চীনকে জার্ম্মানীর সহিত সকল রাষ্ট্রনৈতিক সম্বন্ধ ছিন্ন এবং যুদ্ধঘোষণা করিতে প্ররোচিত করিতেছিল। তদ্ব্যতীত, প্রধানমন্ত্রী টুয়ান্ চি যুই এবং তাঁহার দলস্থ ব্যক্তিগণ সৈন্যবলে বলী ছিলেন। কাজেই যখন পার্লামেণ্ট্ যুদ্ধঘোষণার বিরোধী হইল, তখন সৈন্যদলের সহায়ে টুয়ান্ চি যুই, সভাপতি লিকে পার্লামেণ্ট্ ভাঙ্গিয়া দিতে বাধ্য করিলেন। পার্লামেণ্টের অধিকাংশ সদস্য দক্ষিণ-চীনে চলিয়া গেলেন, এবং তথায় স্বতন্ত্রভাবে বৈধশাসন-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সভাপতি লি পদত্যাগ করিলেন, এবং সৈন্যদলপতিগণ নিজেদের মনোমত এক সভাপতি খাড়া করিয়া, জার্ম্মানীর সহিত যুদ্ধঘোষণা করিয়া দিলেন।

জার্ম্মানীর সহিত যুদ্ধঘোষণা করিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না, তাহাতে চীনের কোনই স্বার্থ-সংসিদ্ধির সম্ভাবনা ছিল না। কতক ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স ও জাপানের হুম্‌কিতে, কতক উক্ত-শক্তিবর্গের অলীক আশার বাণীতে প্রলুব্ধ হইয়া, কতক বা স্বার্থপর টুচুন্‌দের স্বেচ্ছাচারবশতঃ,* চীনকে জার্ম্মানীর সহিত যুদ্ধঘোষণা করিতে হইল। যুদ্ধঘোষণা হইল বটে, কিন্তু চীনকে একবারও জার্ম্মানীর সহিত যুদ্ধ করিতে হয় নাই।

ইতিমধ্যে, জাপান নানা অছিলায় মঙ্গোলিয়া ও মাঞ্চুরিয়ায় সৈন্য প্রেরণ করিল। এ দুইটী দেশ চীনসাম্রাজ্যের করদ রাজ্য। মাঞ্চুরিয়ার দক্ষিণ-ভাগ, রুশ-জাপান যুদ্ধে রুশের পরাজয়ে, জাপানের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। অবশিষ্ট মাঞ্চুরিয়া রুশের† অধীন ছিল। মহাসমরের অব্যবহিত পরে রাশিয়ায় বিপ্লব উপস্থিত হইলে, জাপান সমগ্র মাঞ্চুরিয়ায় স্বীয় ক্ষমতা

* কারণ, এ সময়ে টুচুন্‌রাই প্রকৃতপক্ষে পিকিঙ্ গভর্ণমেণ্ট্ চালাইতেছিল।

† এই পুস্তকে রুশ এবং রাশিয়া অনেক স্থানে একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

বিস্তার করিল, এবং এ-পর্য্যন্ত তাহাদের ক্ষমতা তথায় দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত আছে। মাঞ্চুরিয়ায় অধিকারস্থাপন করিয়া, জাপান প্রকৃতপ্রস্তাবে উত্তর-চীনের ভাগ্যবিধাতা হইয়া উঠিল। টুচুন্‌দের বা পিকিঙ্ গবর্ণমেণ্টের জাপানের এই কার্য্যে বাধা দিবার ক্ষমতা ছিল না, কারণ পিকিঙের শাসকদল তখন সর্ব্বতোভাবে জাপানের বশীভূত হইয়া তাহার নির্দ্দেশমত চলিতেছিল।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে, চীনের নবজাগরিত যুবকসম্প্রদায়ের ঘোর আন্দোলনের ফলে, জাপানের আজ্ঞানুবর্ত্তী 'আন্ ফিউ'-দল পিকিঙের শাসনকার্য্য হইতে দূরীকৃত হইল। তাহার পর হইতে পিকিঙ্-দরবার আর জাপানের তাদৃশ মুখাপেক্ষা করিয়া চলে না।

যুবকসম্প্রদায়ের আন্দোলনে আর একটী সুফল ফলিয়াছিল। সাংহাই-এর উত্তরে অবস্থিত, সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী শ্যান্টাঙ্ প্রদেশ জার্ম্মানীর অধিকারে ছিল।* মহাসমর আরম্ভ হইলে, জাপান জার্ম্মানীর বিরুদ্ধপক্ষ-ভুক্ত হইল এবং শ্যান্টাঙ্ প্রদেশ দখল করিল। তাহার পর, সমরের অবসানে, যুক্তরাজ্যের ওয়াশিংটন্ সহরে যে শান্তিবৈঠকের অধিবেশন হয়, তাহাতে চীন-গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি শ্যান্টাঙ্ ফিরিয়া পাইবার জন্য সাতিশয় জিদ্ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। চীনের যুবকসম্প্রদায়ও জাপানের নিকট হইতে শ্যান্টাঙের পুনঃপ্রাপ্তির জন্য গভীর আন্দোলন করিতেছিলেন। ওয়াশিংটনের চীনা প্রতিনিধি, এই আন্দোলনে উৎসাহ পাইয়াই, জাপানের সহিত বিবাদ করিতে সাহস করিলেন। অবশেষে, ইংলণ্ড ও আমেরিকার মধ্যস্থতায়, শ্যান্টাঙ্ সম্পর্কে জাপান ও চীনের মধ্যে এক আপোষ হয়। তদনুসারে, আর কয়েক বৎসরের মধ্যেই শ্যান্টাঙে জাপানের কর্ত্তৃত্বের অবসান হইবে।

---

* অর্থাৎ, জার্ম্মাণীর গভর্ণমেণ্ট এই প্রদেশটী চীনসরকারের নিকট হইতে বহু বর্ষের জন্য ইজারা লইয়াছিল।

ইতিমধ্যে, ক্যান্‌টন্‌স্থ বৈধশাসনের পক্ষপাতী রাজনীতিকবৃন্দ, উত্তর-চীনের সৈন্যদলের প্রাধান্য খণ্ডিত করিয়া, কোয়াঙ্গ টাঙ্গ্‌ ও কোয়াঙ্গ সি এই দুই প্রদেশ লইয়া, এক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই প্রজাতন্ত্রের প্রথম সভাপতি হইলেন ডাঃ সান্‌ ইয়াট্‌ সেন্‌।

ক্যান্‌টনের নব প্রজাতন্ত্র জন্মাবধি, হংকং এবং চীনদেশস্থ ইংরেজ-সাধারণের বিদ্বেষভাজন হইয়া আসিতেছে। কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত, ডাঃ সান্‌ ক্যান্‌টনের সভাপতি ছিলেন।

উত্তর-চীনেও বিষম গণ্ডগোল ও বিশৃঙ্খলা চলিতেছে। এই অবস্থার জন্য প্রধানতঃ টুচুন্‌গণই দায়ী। এই টুচুন্‌রা কে তাহা ক্রমশঃ বলিতেছি।

উত্তর-চীনের অধিবাসীরা দক্ষিণ-চীনবাসীদের অপেক্ষা চিরকালই যুদ্ধপ্রিয় ও রণকুশল। সম্রাজ্ঞী ট্‌জিউ হ্‌সির আমলে উয়ান্‌ শি কাই উত্তর-চীনের অধিবাসীদিগকে লইয়া, আধুনিক ইউরোপীয়-পদ্ধতি অনুসারে, এক সৈন্যদল গঠন করিয়াছিলেন, এবং ইউরোপীয় রণপ্রণালীমত তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাহার পর, উয়ান্‌ শি কাই যখন সমগ্রচীনের হর্ত্তা-কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন, তখন তিনি চীনদেশকে সুশাসনে রাখিবার অভিপ্রায়ে, এই 'আদর্শ'-সৈন্যদলের সেনাপতিদিগকে এক বা ততোধিক প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই সব সামরিক শাসনকর্ত্তাদের অধীনে কিছু কিছু সৈন্যও রহিল। এই শাসন-কর্ত্তাদের দেশী নাম টুচুন্‌ অর্থাৎ সমর-পরিচালক।

উয়ান্‌ শি কাই-এর মৃত্যুর পর টুচুন্‌রা প্রত্যেকেই দুর্দ্ধর্ষ এবং অত্যাচারী হইয়া উঠিল, এবং স্ব-স্ব অধীন প্রদেশ সম্পূর্ণ স্বেচ্ছানুসারে শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইল। প্রদেশের রাজস্ব গ্রাস এবং জনসাধারণকে

উৎপীড়িত ও নিগৃহীত করিয়া, তাহারা অর্থসংগ্রহ করিতে লাগিল। পিকিঙ্ গবর্ণমেণ্টের কিছুমাত্র সাধ্য হইল না এই সমস্ত টুচুন্দিগকে দমন করা, কাজেই পিকিঙের সভাপতির ক্ষমতা ক্রমশঃ নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইল।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে, দুইজন টুচুন্ প্রবল হইয়া উঠিল। ইহাদের মধ্যে একজনের নাম উ পেই ফু, অপরজনের নাম চ্যাঙ্গ্ ট্সো লিন্।

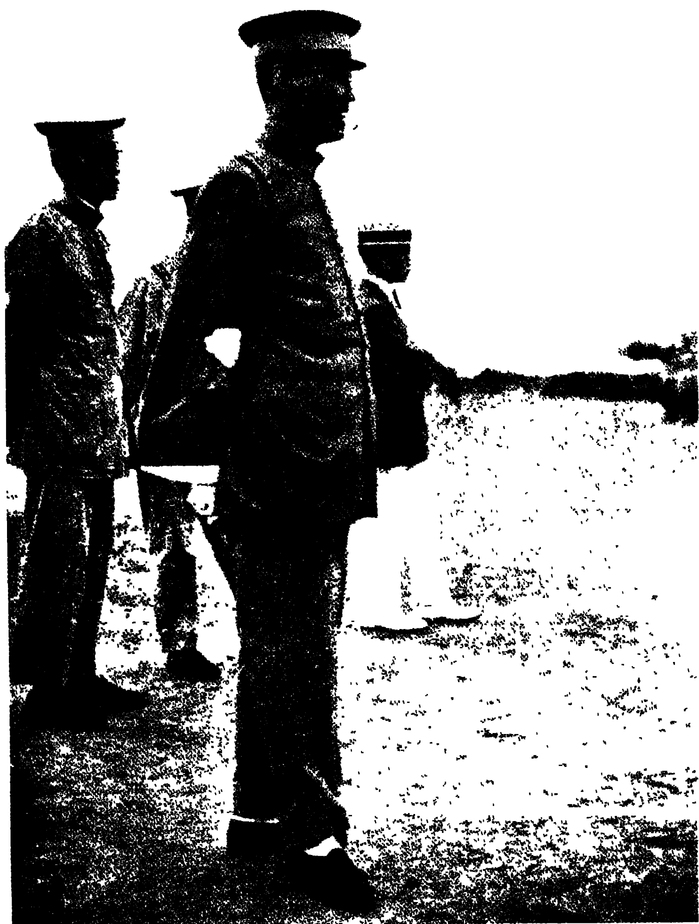
চ্যাঙ্গ্ ট্সো লিন্ পূর্ব্বে চীনা সৈন্যদলে কার্ণেল ছিলেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের পরে, স্বীয় বুদ্ধি ও শক্তির বলে, চ্যাঙ্গ্ মাঞ্চুরিয়ার শাসনপতির পদ অধিকার করেন এবং জাপানের সহায়তায় ক্রমশঃ তিনি প্রবলপরাক্রম হইয়া উঠিলেন।

উ পেই ফু বিদ্বান্ ও সাহসী, এবং একজন সুদক্ষ সেনাপতি।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে, পিকিঙের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি, উ পেই ফুর আক্রমণ আশঙ্কা করিয়া, চ্যাঙ্গ্ ট্সো লিনের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ফলে উ পেই ফু এবং চ্যাঙ্গ্ ট্সো লিন্ উভয়ে পিকিঙের কিঞ্চিৎ দূরে সেনাসন্নিবেশ করিলেন। কিছু যুদ্ধের পর, উভয়ে সন্ধিস্থাপন করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে, সংগ্রামক্ষেত্রে আর একবার উক্ত দুই সেনাপতির সাক্ষাৎকার হইল। এবার সাংহাই-এর নিকট যুদ্ধের আয়োজন হইল।

উ পেই ফু-র সৈন্যসংখ্যা বেশী ছিল, কিন্তু চ্যাঙ্গের গোলাগুলিবারুদ ও কামান বিপক্ষদলের অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল, আর ছিল এরোপ্লেন-সৈন্য, যাহা বর্ত্তমানকালে যুদ্ধবিগ্রহের অপরিহার্য্য অঙ্গ। তদ্ব্যতীত, জাপান চ্যাঙ্গ ট্সো লিন্‌কে সাহায্যদানে প্রস্তুত ছিল। এইরূপে, উভয়দল তুল্যবল ছিল। শ্যানহাইকোয়ান্ নামক স্থানের প্রশস্ত প্রান্তরে সৈন্যসন্নিবেশপূর্ব্বক উভয়পক্ষ সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।



শ্যান্ হাইকোয়ান্ যুদ্ধক্ষেত্রে মার্শাল উপেই-ফু

'he Indian Photo Engraving Co.Calcutta.

ইতিমধ্যে একটী ঘটনায় সমস্ত ওলট-পালট হইয়া গেল। দুই বিপক্ষ-দল যখন সুযোগের প্রতীক্ষায় নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া আছে, সেই অবসরে ফেঙ্গ্ ইউ হ্সিয়াঙ্গ্ * নামক এক সেনাপতি, পিকিঙের উত্তর দিক্ হইতে দলবল-সহ অকস্মাৎ অবতরণ করিলেন, এবং ২২শে অক্টোবর তারিখে, অরক্ষিত পিকিঙ্ সহর তাঁহার সৈন্যগণকর্ত্তৃক অধিকৃত হইল। পিকিঙের সেনাপতি এই ঘটনার পূর্ব্বদিন, ফেঙ্গ্ ইউ হ্সিয়াঙ্গের আদেশ শিরোধার্য্য-পূর্ব্বক, তাঁহাদের সহিত যোগ দিয়াছিল। কাজেই, বিনাবাধায় পিকিঙ্ অধিকৃত হইল।

বালক মাঞ্চুসম্রাট্, ১৯১১ সালের বিপ্লবের পর হইতে নির্ব্বিবাদে প্রাসাদে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার উপর অচিরে পিকিঙ্ ত্যাগ করিয়া যাইবার হুকুম জারি হইল। বিদ্রোহী-দলস্থ কর্ম্মচারিবৃন্দ প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া তত্রত্য সমস্ত মূল্যবান্ জিনিষপত্র আত্মসাৎ করিল। অবশেষে, বালক সম্রাট্ এই সব ব্যাপারে অত্যন্ত ভয় পাইয়া, একদিন মোটরে করিয়া জাপানী দূতাবাসে পলাইয়া গেলেন, এবং তথা হইতে কয়েক সপ্তাহ পরে, টিয়েণ্ট্সিনে বিদেশীদের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পিকিঙ্ হইতে সাম্রাজ্যের শেষচিহ্ন মুছিয়া গেল।

ইতিমধ্যে, শ্যান্হাইকোয়ান্ যুদ্ধক্ষেত্রে, প্রতীক্ষমান বিপক্ষদলের নিকট পিকিঙ্-অধিকারের সংবাদ পৌঁছিল। উ পেই ফু কল্পনাতেও এমন বিপদের আশঙ্কা করেন নাই। তাঁহার ভবিষ্যৎ কার্য্যধারা এই ব্যাপারে একেবারে বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। তাঁহার সেনাপতিবৃন্দ তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, রাজধানীই যখন শত্রুর হস্তে, তখন চ্যাঙ্গ ট্সো লিনের সঙ্গে যুদ্ধ চালান অসম্ভব। কাজেই উ পেই ফু দলবল ফিরাইয়া লইয়া চলিলেন। টিয়েণ্ট্সিনের কয়েক মাইল দূরে খ্রীষ্টান্ সেনাপতির একদল

* ইনি খ্রীশ্চয়ান্ সেনাপতি নামে প্রসিদ্ধ।

সৈন্যের সহিত যুদ্ধ বাধিল, এবং উ পেই ফুর সৈন্যেরা অল্পস্বল্প যুদ্ধের পর একরূপ স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিল।

উ পেই ফু কয়েকদিন যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিয়া, অবশেষে কয়েকজন শরীর-রক্ষীর সহিত হতাশহৃদয়ে স্থানত্যাগ করিলেন।

এই ঘটনার পর, চ্যাঙ্গ্ ট্‌সো লিন্ এবং খ্রীষ্টান্ সেনাপতি উভয়ে উভয়ের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেন।

যুদ্ধের সাজসজ্জায় চ্যাঙ্গের দল শ্রেষ্ঠ। চীনের তিনটী প্রধান তোপখানার মধ্যে দুইটী চ্যাঙ্গের দলের দখলে আছে, তদ্ব্যতীত তাহারা জাপান হইতে প্রয়োজনমত বন্দুক ও গোলাগুলি পাইতেছে।

তারপর, মাঞ্চুরিয়াদলের এরোপ্লেন-সৈন্যও সমগ্র চীনে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে।

এদিকে, খ্রীষ্টান্ সেনাপতি রাশিয়া ও জার্ম্মাণী হইতে মেশিন্‌গান্ (কলের কামান), গোলাবারুদ এবং অন্যান্য যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করিয়া স্বীয় বলবৃদ্ধি করিতেছেন।

চাঙ্গ্ ট্‌সো লিন্ মাঞ্চুরিয়া হইতে সাঙ্‌হাই পর্য্যন্ত, সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত সমস্ত প্রদেশগুলিকে সম্পূর্ণরূপে স্বীয় আয়ত্তে আনিয়াছেন, এবং খ্রীষ্টান্ সেনাপতিও পিকিঙের উত্তরদিকের পার্ব্বত্যপ্রদেশে অভেদ্য দুর্গস্থাপন করিয়া, পিকিঙের উত্তরের এবং পশ্চিমের ঘাঁটী আগ্‌লাইয়া বসিয়া আছেন। উভয় সেনাপতি প্রায় তুল্যবল, সুতরাং কোন পক্ষই সহসা কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। উপস্থিত-মত উভয়েই শুধু প্রস্তুত হইতেছেন।

খ্রীষ্টান্ সেনাপতি, পিকিঙ্ অধিকার করিবার পর, একটা শাসন-ব্যবস্থা গড়িবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। চাঙ্গ্ ট্‌সো লিন্‌ও ভরসা করিয়া সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেছেন না। কাজেই

সারা চীনে একটা জগাখিচুড়ী পাকাইয়া রহিয়াছে। পিকিঙের সভাপতি নামমাত্রসার, তাঁহার কোন প্রকৃত ক্ষমতাই নাই। টুচুন্‌গণই আসলে চীন শাসন করিতেছে। যে টুচুন যখন প্রবলপরাক্রান্ত হইয়া উঠে, পিকিঙ্‌ গভর্ণমেণ্ট্‌ তখন তাহারই নির্দ্দেশমত চালিয়া থাকে। কোনও একজন টুচুন্‌ যে সমগ্র চীনকে স্বীয় শাসনাধীন করিবে, টুচুন্‌দের মধ্যে এমন প্রভাবশালী কেহই নাই। আবার, সকল টুচুন্‌ ঐক্যবদ্ধ হইয়া যে চীনে একটা স্থায়ী-শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিবে সে দিকেও বিষম অন্তরায় হইতেছে—টুচুন্‌দের পরস্পরের প্রতি গভীর অবিশ্বাস। এই সব কারণে চীনদেশের শাসনতন্ত্র বর্ত্তমানকালে এক অদ্ভুত অবস্থায় পড়িয়াছে। নামমাত্র প্রজাতন্ত্র খাড়া করিয়া, অন্তরাল হইতে টুচুন্‌রা চীনের প্রকৃত শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছে।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

চীনে বল্‌শেভিক্‌ প্রভাব

ইউরোপ-সমরের শেষাশেষি রাশিয়ায় অন্তর্বিপ্লব বাধিল। রুশের সম্রাট্, সম্রাজ্ঞী এবং রাজবংশীয় অনেকে বল্‌শেভিক্-দলের দ্বারা ধৃত, কারারুদ্ধ ও নিহত হইলেন। রুশ-সাম্রাজ্য ধূলিসাৎ হইয়া তাহার স্থানে প্রজাতান্ত্রিক সোভিয়েট্ গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা হইল। এই জনতন্ত্রের* প্রথম অধিনায়ক হইলেন লেনিন। কয়েক বৎসর হইল লেনিন মারা গিয়াছেন। এ সব কথা প্রায় সকলেই কিছু-না-কিছু অবগত আছেন।

রাশিয়ায় শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তন হওয়ায়, জারের (রুশের সম্রাট্‌কে রুশ-ভাষায় জার† কহে) গভর্ণমেণ্ট এবং চীন সরকারের মধ্যে যে সমস্ত সন্ধিসর্ত্ত বলবৎ ছিল, সেগুলি নাকচ হইয়া গেল। তখন সোভিয়েট্ গভর্ণমেণ্ট চীনের সহিত নূতন করিয়া সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা পাইতে লাগিল।

অনেক চেষ্টার পর, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের প্রথম পাদে, চীনের সহিত সোভিয়েট্ গভর্ণমেণ্টের নূতন করিয়া সন্ধি স্থাপিত হইল। ইহার পর সোভিয়েটের লোকেরা সবিশেষ সাহস ও কৌশল প্রকাশপূর্ব্বক বিদেশী-

---

* জনতন্ত্র না বলিয়া গোষ্ঠীতন্ত্র (Communist Government) বলিলে বোধ হয়, সম্যক্ অর্থ প্রকাশ পায়।

† 'জ' পূর্ব্ববঙ্গের 'জ'কারের ন্যায় উচ্চারিত হইবে।

দূতাবাস-পল্লীর মধ্যস্থ পূর্ব্বতন রুশ-দূতের ভবন দখল করিয়া, তাহাদের কাস্তে-ও-হল-লাঞ্ছিত পতাকা উড়াইয়া দিল। তদবধি চীনে সোভিয়েটের ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

এখানে একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। ইউরোপের শক্তিবর্গ এবং আমেরিকা সোভিয়েট্‌ গভর্ণমেণ্ট্‌কে বৈধ-শাসনতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করে নাই, এবং সকলে তাহাকে একঘরে করিয়া রাখিয়াছিল। ওয়াশিংটনে যে শান্তি-বৈঠকের অধিবেশন হয় তাহাতে সোভিয়েট্‌ গভর্ণমেণ্টকে আহ্বান করা হয় নাই এবং জাতিসংঘেও (League of Nations) তাহাকে বর্জ্জন করা হইয়াছিল। এইরূপে, ইউরোপ ও আমেরিকা কর্ত্তৃক জাতিচ্যুত এবং বর্জ্জিত হইয়া সোভিয়েট্‌-রাশিয়া প্রতিবেশী চীনের সহিত মিত্রতা স্থাপনে একান্ত উৎসুক ও আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিল।

চীনের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া সোভিয়েট্‌ সরকার বল্‌শেভিক্‌ ভাবের প্রচারকার্য্যে উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। সোভিয়েটের লোকেরা চীনা ছাত্র ও শিক্ষকগণের সহিত বন্ধুভাবে মিশিয়া, চায়ের দোকানে সাধারণ চীনাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া, এবং বল্‌শেভিক্‌-মতবাদের পুস্তিকা প্রচার করিয়া, শিক্ষিত-সাধারণের মনে বল্‌শেভিক্‌ ভাব সঞ্চারিত করিতে লাগিল।

সোভিয়েট্‌ চরদিগের এরূপ ঘনিষ্ঠ মেলামেশা ও আত্মীয়তায়, চীনের নব্য ছাত্র ও শিক্ষকসম্প্রদায় বল্‌শেভিক্‌ ভাবের বিশেষ অনুরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। পিকিঙ্‌ সরকার ততই প্রমাদ গণিতে লাগিল।

ক্যান্‌টনেই সোভিয়েট্‌গণ সর্ব্বাপেক্ষা সফলকাম হইল। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে, সোভিয়েট্‌ গভর্ণমেণ্টের দূত জোফে, সাংঘাই-এ ডাঃ সান্‌ ইয়াট্‌ সেনের সঙ্গে দীর্ঘকালব্যাপী কথোপকথন করিয়া, তাঁহাকে সোভিয়েট্‌ রাজ্যের লক্ষ ও আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলে, ডাঃ সান্‌

বল্‌শেভিক্-বাদের একান্ত পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। ক্রমে ডাঃ সানের কুও মিন্ ট্যাঙ্গ্ দলের মধ্যেই বল্‌শেভিক্-ভাব-পরিপুষ্ট এক দল গড়িয়া উঠিতে লাগিল। জোফের পরবর্ত্তী সোভিয়েট্ দূত, সুচতুর এবং তীক্ষ্ণদর্শী ক্যার‍্যাখান, যাঁহার চেষ্টায় চীনের সহিত সোভিয়েট্ সরকারের সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল, তিনি আরও উৎসাহে বল্‌শেভিক্ মতবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন।

ইতিমধ্যে রোগক্লিষ্ট সান্ রাষ্ট্রীয়কর্ম্মোপলক্ষে পিকিঙে আসিয়াছিলেন, তথায় (১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম পাদে) তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। সানের মৃত্যুর পর, ক্যান্‌টনে সোভিয়েট্ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সামরিক-শিক্ষক প্রেরিত হইতে লাগিল, এবং একটী সামরিক-বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষায় উৎকৃষ্ট সৈন্যদলের সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

সোভিয়েট্ গভর্ণমেণ্টের এবম্বিধ কার্য্যকলাপে, ইংরেজ প্রভৃতি শক্তিবর্গ ক্রমেই ভীত হইয়া উঠিতে লাগিল।

ক্যান্‌টনে যেমন বল্‌শেভিক্‌গণ সামরিক-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া এবং মতবাদের প্রচার দ্বারা চীনাদিগকে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী এবং বৈপ্লবিক-ভাবে পূর্ণ করিয়া তুলিতেছিল, তেমনি উত্তর-চীনে খৃষ্টান্ সেনাপতি বল্‌শেভিক্ সামরিক-শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া, মস্কোতে নবীন সামরিক কর্ম্মচারীদিগকে পাঠাইয়া, এবং রাশিয়া হইতে অবিরাম যুদ্ধোপকরণ আনাইয়া, বিপ্লবের পথ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।

ইংরেজ প্রভৃতি বিদেশী শক্তিবর্গ—একা চীনেই রক্ষা নাই, তাহার উপর সোভিয়েটের পৃষ্ঠপোষকতায় না জানি কি বিপদ্ ঘটে, এই ভাবিয়া বিশেষ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। কারণ, যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত চীন যদি একজোটে ক্ষেপিয়া উঠে, তাহা হইলে বিদেশীদের দীর্ঘকালের সাধের ব্যবসাবাণিজ্য এবং অসীম প্রভুত্ব সব মুহূর্ত্তেই শূন্যে বিলীন হইয়া যাইবে।

কেবল চাঙ্গ্ ট্‌সো লিন্ সোভিয়েট্‌দের উপর খড়্গহস্ত। চাঙ্গ্ ট্‌সো লিনের রাজ্য সোভিয়েট্-রাজ্যের সহিত সংলগ্ন, এবং সোভিয়েটের একটী ১০০০ মাইল দীর্ঘ রেলপথ মাঞ্চুরিয়ার বুকের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। কাজেই সোভিয়েট্-সৈন্যের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিবার যথেষ্ট সুবিধা ও সম্ভাবনা রহিয়াছে। সেইজন্য চাঙ্গ্ সোভিয়েটের চরদিগকে স্বীয় রাজ্যে ঘেঁসিতে দেন না, পাছে তাহাদের শিক্ষায় মাঞ্চুরিয়ার জনসংঘ বিগড়াইয়া যায়।

চাঙ্গ্ ট্‌সো লিনের সৈন্যদলেও ইউরোপীয় শিক্ষক আছে এবং তাঁহার অধীনে একদল রুশ-সৈন্যও আছে। তিনিও রাশিয়া হইতে বন্দুক ও অন্যান্য সামরিক উপকরণ সংগ্রহ করিতেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে, সোভিয়েট্ গভর্ণমেণ্ট চাঙ্গ্‌কে যুদ্ধোপকরণ যোগাইতে অস্বীকার করে। ইহাতে চাঙ্গ্ এতই কুপিত হইয়া উঠিলেন যে, সোভিয়েট্‌কে সমুচিত শিক্ষা দিবার অভি-প্রায়ে আমেরিকান্ ও ব্রিটিশ্ দূতগণকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, তাঁহাকে যদি আমেরিকা ও ব্রিটেন্ হইতে যথেষ্ট অর্থ এবং গোলা-গুলিবন্দুক যোগান হয়, তাহা হইলে তিনি অচিরেই চীন হইতে বল্‌শেভিক্ প্রভাব উচ্ছিন্ন করিয়া দিবেন। চাঙ্গ্ ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে এই প্রস্তাব করেন। কেহ কেহ বলেন যে, প্রয়োজন-মত সাহায্য পাইলে চাঙ্গ্ আপন অঙ্গীকারপালনে সমর্থ হইতেন।

এইরূপে, বর্ত্তমান যুগে সোভিয়েট্-রাশিয়া, ইংলণ্ড, আমেরিকা ও জাপানের চীনদেশে নির্ব্বিবাদে স্বার্থসিদ্ধি করিবার পথে বিষম অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছিল। এখন কেহ কেহ বলিতেছেন যে, চীনদেশে সোভিয়েটের প্রভাব ও উৎসাহ মন্দীভূত হইয়া গিয়াছে। বল্‌শেভিকগণের বাক্যে আজকাল নাকি চীনাগণ আর নাচিয়া উঠে না।*

---

* কথাটা আংশিক সত্য। কারণ বলশেভিকদের বাক্যে চীনারা আর নাচিয়া না উঠিলেও, তাহাদের মতবাদ চীনদেশের মাটীতে বদ্ধমূল হইয়াছে এবং অঙ্কুরিত হইয়া এখন ফল দিবার আয়োজন করিতেছে।

অনেকে প্রশ্ন করিতে পারেন যে, রাশিয়ার এমন গায়ে পড়িয়া নিঃস্বার্থভাবে চীনকে সাহায্য করিবার হেতু কি ? সোভিয়েট্গণ বলেন যে, তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য হইতেছে সারা জগতে সাম্যতন্ত্র,* যেমন রাশিয়ায় হইয়াছে, তদ্রূপ শাসন-তন্ত্র স্থাপনের চেষ্টা করা; এতদর্থে তাঁহারা বল্শেভিজম্ অর্থাৎ সাম্যতন্ত্রবাদ প্রচার এবং প্রবল জাতি কর্ত্তৃক নিপীড়িত ও নিগৃহীত দুর্ব্বল ও পরাধীন জাতিদিগকে স্বাধীনতালাভের জন্য নানা প্রকারে সাহায্য করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন।

অনেকে বলেন যে, রাশিয়া নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই চীনের সহিত মিত্রতাপাশে বদ্ধ হইয়াছে। ইউরোপীয় জাতিবর্গ ও আমেরিকা তাহাকে অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছে, কাজেই ভবিষ্যতে যাহাতে উক্ত শক্তিবৃন্দ সম্মিলিত হইয়া তাহাকে বিপন্ন করিতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে প্রতিবেশী চীনের সহিত বন্ধুতা করিয়া, রাশিয়া, আপনার দলভারি করিবার চেষ্টা করিতেছে, এবং চীনকে জাগাইয়া দিয়া, পাশ্চাত্যশক্তিবর্গ ও জাপানের প্রভুত্ব ও ক্ষমতাকে খর্ব্ব করিবার প্রয়াস পাইতেছে। তদ্ব্যতীত, রুশ-জাতি মূলতঃ প্রাচ্য অর্থাৎ এশিয়ার জাতি, সুতরাং চীনের সহিত তাহার সহানুভূতি হওয়া কিছু বিচিত্র নহে।

* অথবা গোষ্ঠীতন্ত্র।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

চীনের প্রাকৃতিক সম্পদ্ ও শ্রমশিল্পের অভ্যুদয়।

এখনও চীনদেশ ভারতবর্ষের ন্যায় কৃষিপ্রধান স্থান। তথায় শতকরা সোত্তর হইতে আশিজন লোক কৃষিজীবী। চীনদেশের কৃষক কর্ম্মঠ, বুদ্ধিমান্, কষ্টসহিষ্ণু এবং অদ্ভুত পরিশ্রমী। কিন্তু দেশের গণ্ডগোল ও বিশৃঙ্খলার জন্য তাহাদের দুঃখদুর্দ্দশার সমাধান হইয়া উঠিতেছে না। চীনের শস্য অগণ্য প্রকারের, তবে ধান, গম, সইয়া-শুটি এবং কয়েক রকম রবিশস্য প্রধান। এ সব ছাড়া, তথায় তুলা, রেশম ও চা যথেষ্ট-পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

চীন, বহু প্রাচীন কাল হইতেই, দুইটী প্রাকৃতিক ভাগে বিভক্ত হইয়া আসিতেছে। ইয়াঙ্‌সি নদী পশ্চিম হইতে উঠিয়া, চীনের প্রায় মধ্যস্থল দিয়া প্রবাহিত হইয়া, পূর্ব্বে হরিৎ সাগরে পড়িতেছে, এবং এইরূপে উত্তর ও দক্ষিণ চীনের ভাগরেখা হইয়া রহিয়াছে।

উত্তর-চীনে বারিপাত খুব কম, এজন্য প্রায় তথায় দুর্ভিক্ষের উৎপাত হয়; এ অংশের প্রধান শস্য—গম। উত্তর-চীন শীতপ্রধান স্থান, তথাকার অধিবাসীরা দক্ষিণ-চীনের অধিবাসীদের অপেক্ষা সংগ্রামপ্রিয় এবং রণকুশল। দক্ষিণের লোকেরা অপেক্ষাকৃত ভাবপ্রবণ। শারীরিক শক্তিতে উত্তরবাসীরা, এবং বুদ্ধিতে দক্ষিণের অধিবাসীরা পরস্পর হইতে শ্রেষ্ঠ।

দক্ষিণ-চীনে প্রবল বারিপাত হয়, এবং গ্রীষ্মই তথায় প্রধান ঋতু।

শ্রমশিল্প বা কলকারখানা এখনও চীনে তাদৃশ বিস্তৃতি লাভ করে নাই। বিদেশীদের সহিত সন্ধিসর্ত্তে আবদ্ধ বন্দরগুলি, এবং যে কয়েকটী জেলায় খনি আছে তথায়, কলকারখানার কিছু কিছু পত্তন হইয়াছে, কিন্তু সে সমগ্রচীনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে।

ডাঃ সান্ ইয়াট্ সেন্ স্বদেশে শ্রমশিল্পের বহুলবিস্তারের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার জন্য বিস্তর অর্থের প্রয়োজন, সেই জন্য তিনি ইউরোপীয় ও আমেরিক্ মহাজনদের নিকট অর্থ-সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। চীনের ভূগর্ভ-নিহিত অফুরন্ত সম্পদ্ উদ্ধার করিয়া কাজে লাগাইতে পারিলে যে, কেবল চীনের নহে, ঋণদাতা বিদেশী বণিক্‌কুল এবং মহাজনদেরও যথেষ্ট লাভ হইবে, তাহা তিনি এক ইংরাজি-পুস্তক লিখিয়া বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইবার অগ্রেই, তাঁহাকে ইহজগৎ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইল।

চীনের খনিজ সম্পদ্ অতুল্য। কয়লা ও লোহা, এ দুইটী আজকাল শ্রমশিল্পের উৎকর্ষের পক্ষে অত্যাবশ্যক। এ দুইটীই চীনে যথেষ্ট পরিমাণে আছে। চীনে আজকাল যে কয়টা খনি আছে সে গুলির উৎপন্ন মালের বেশীর ভাগ পূর্ব্বসর্ত্তের বলে জাপানীরা গ্রাস করে। চীনের নিজের ব্যবহারের জন্য যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা নগণ্য। এ ছাড়া, যে-পরিমাণ সম্পত্তি এখনও অব্যবহৃত অবস্থায় মাটীর নীচে রহিয়াছে, তাহা সমগ্র জগতের কলকারখানার খোরাক যোগাইতে পারে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন।

খনিজ সম্পদ্ ব্যতীত, চীনে তূলা পর্য্যাপ্ত-পরিমাণে জন্মায়। সম্প্রতি তথায় কতকগুলি আধুনিক-ধরণের কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

চীনে বস্ত্রশিল্পের উন্নতির ক্ষেত্র সুপ্রশস্ত। এমন কি, যথেষ্ট চেষ্টা ও উদ্যমের ফলে, ক্রমে-ক্রমে চীনের বস্ত্রশিল্প ইংলণ্ডের ল্যাঙ্কাশায়ারের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চালাইতে পারে।

নৌ-গঠনও সাংহাই বন্দরে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু লৌহ ও ইস্পাত বিদেশীদের (প্রধানতঃ জাপানের) হাতে থাকায়, নৌশিল্পের আশানুরূপ উন্নতি হইয়া উঠিতেছে না।

খনির ন্যায় রেলওয়েও বিদেশীদের অধীনে থাকায়, এতকাল চীনের শ্রমশিল্প অনুন্নত অবস্থায় ছিল। চীনে রেলপথের বিস্তারের ইতিহাস সঙ্ক্ষেপে বর্ণিত হইল।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে, সাংহাই হইতে উচাঙ্গ্ পর্য্যন্ত এক রেলপথ বিদেশীদের দ্বারা নির্ম্মিত হয়, কিন্তু চীনের রাজকর্ম্মচারীদের আদেশে রেলপথটী অচিরেই উৎপাটিত হয়। চীনে রেলওয়ে-স্থাপনের ইহাই প্রথম চেষ্টা। তারপর ১৮৮১ সালে প্রথম স্থায়ী রেলপথ স্থাপিত হয়। ১৮৯৪ ও ৯৫ সালের চীনজাপান যুদ্ধের অবসানে, চীনদেশে লৌহবর্ত্ম নির্ম্মিত হইতে প্রকৃতরূপে আরব্ধ হয়, এবং বিভিন্ন বিদেশী শক্তিবর্গ স্ব স্ব অর্থে অনেকগুলি রেলপথ নির্ম্মাণ করান। বেলজিয়ান্‌রা পিকিঙ্ হইতে হ্যান্‌কাউ পর্য্যন্ত, রাশিয়ান্‌রা মাঞ্চুরিয়ায়, জার্ম্মাণীরা শ্যান্‌টাঙ্গে এবং ফরাশিরা দক্ষিণ-চীনে, রেলওয়ে স্থাপন করিল। ইংরেজেরা ইয়াঙ্‌সি নদীর উপত্যকাপ্রদেশে রেলওয়ে নির্ম্মাণের মূল অধিকার আদায় করিল। এইরূপে, শক্তিবর্গ চীনকে লৌহবর্ত্মের দ্বারা অষ্ট-অঙ্গে বাঁধিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু বক্সারবিদ্রোহের পর, বৈদেশিকগণ রেলওয়ে সম্বন্ধে একটু শিথিলতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রেলওয়ে-সমূহের মালিকত্ব চীনসরকারের হস্তে ন্যস্ত হইল, কিন্তু তখনও বিদেশীদের ক্ষমতা রেলওয়েতে যথেষ্ট-পরিমাণে রহিয়া গেল। তাহার পর

ক্রমে ক্রমে চীনের জনসাধারণ রেলওয়ের উপযোগিতা বুঝিতে আরম্ভ করিল, এবং চীনসরকার কর্ত্তৃক রেলপথ নির্ম্মিত হইতে লাগিল। এখন, প্রায় সব প্রধান রেলপথগুলি চীনসরকারের সম্পত্তি। কেবল মাঞ্চুরিয়ার রেলপথটী জাপানের দখলে আছে। জাপানকে মাঞ্চুরিয়া হইতে বিতাড়িত করিতে না পারিলে, চীনের এই রেলপথটী ফিরিয়া পাইবার সম্ভাবনা নাই। শ্যানটাঙ্গ্ রেলপথটী এখনও জাপানের অধিকারে; তবে ওয়াশিংটনের রফা অনুসারে, আর কয়েক বৎসর পরে চীনসরকার তাহা কিনিয়া লইতে পারিবে। চীনে এখন পর্য্যন্ত সর্ব্বসমেত ৬৪৫২ মাইল রেলপথ স্থাপিত হইয়াছে।

উপসংহার

কোনও দেশ বা জাতি পরাধীন হয় নিজের দোষে। বিচিত্র পরিবর্ত্তনশীল জগতে, চতুর্দ্দিকের নিত্যপরিবর্ত্তনশীল অবস্থাকে উপেক্ষা করিয়া পুরাতনকে আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিলে, চক্রবৎ আবর্ত্তমান ঘটনারাজির প্রতি উদাসীনভাব অবলম্বন করিয়া নিজেকে নব নব অবস্থাবিপর্য্যয়ের সহিত খাপ খাওয়াইয়া চলিতে না পারিলে, যে কোনও জাতির পক্ষে প্রবলতর জাতির হস্তে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, উৎপীড়ন, অত্যাচার ও অপমান অনিবার্য্য হইয়া উঠে। জাতির পতনের একটী প্রধান কারণ, তাহার অবস্থানুরূপ ব্যবস্থা করিবার শক্তি বা ইচ্ছার অভাব।

আর একটী কারণে জাতির পতন অবশ্যম্ভাবী, অন্তর্বিরোধ বা দলাদলি।

চীনের ইতিহাস আলোচনা করিলে এই কথাই স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। মাঞ্চু সম্রাট্‌গণ পুরাতন রীতিনীতি, আচারব্যবহার, আইনকানুন লইয়া সন্তুষ্টচিত্তে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন। পাশ্চাত্য জাতিগণ বণিকের বেশে চীনে যাতায়াত করিতে লাগিল। প্রথম প্রথম মাঞ্চু-সরকার পাশ্চাত্যগণকে অসভ্য বর্ব্বর নামে অভিহিত করিয়া, নিতান্ত কৃপা-ভরে তাহাদিগকে ব্যবসা চালাইবার যৎসামান্য অধিকার দিলেন। ক্রমে পাশ্চাত্যগণ নিজেদের বীর্য্য ও বিক্রম ধীরে ধীরে প্রকাশিত করিতে লাগিল, বণিক্‌কুল ও মিশনারীদের পিছন পিছন আগ্নেয়াস্ত্র হাতে সৈন্যদল আবির্ভূত হইতে লাগিল। তখন পর্য্যন্ত মাঞ্চুসরকার গভীর উদাসীনতা অবলম্বনপূর্ব্বক পাশ্চাত্যদের প্রতি কেবল হুকুম চালাইতে লাগিলেন।

ক্রমে পাশ্চাত্য শক্তিদের উন্নত অস্ত্রশস্ত্র ও সমরপ্রণালীর নিকট মাঞ্চু-সরকারকে পরাভব স্বীকার করিতে হইল, ফলে বিদেশিগণ সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী সব বন্দরগুলিতে বাণিজ্যাধিকার পাইল এবং প্রত্যেক বন্দরে সম্মিলিত শক্তিদের এক একটা সম্পূর্ণ পৃথক্ পল্লী গঠিত হইয়া উঠিল। এই পল্লার মধ্যে বৈদেশিকরা সর্ব্বেসর্ব্বা। এখানে তাহাদের আইন বলবান্; চীনের আইন এই পল্লীগুলিতে খাটে না। এইরূপে, ইয়াঙ্‌সি নদীর উপরও বন্দর-প্রতিষ্ঠার অধিকার ইংরেজগণ পাইল। ক্রমে সম্মিলিত বৈদেশিকশক্তিদের দাবীমত, চীনসরকারকে বিদেশীদের এলাকায় বিদেশী আইনের বলবত্তা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হইল। তদবধি বিদেশী-এলাকায় কোনও চীনা অপরাধ করিলে বৈদেশিক আইনে তাহার বিচার হইয়া থাকে।

মাঞ্চুসরকারের সহিত কয়েকবার যুদ্ধের ফলে পাশ্চাত্যশক্তিবর্গ এবং জাপান যে ক্ষতিপূরণ দাবী করে, তাহা চীনের বাণিজ্য-শুল্ক হইতে বিজেতা জাতিগণ আদায় করিতে লাগিল। আমদানী রপ্তানীর শুল্কবিভাগ প্রধানতঃ ইংরেজের হাতে, এবং যতদিন চীনের সহিত ইংরেজের ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিমাণ অন্যান্য বিদেশী জাতির অপেক্ষা বেশী আছে, ততদিন শুল্কবিভাগে ইংরেজের ক্ষমতা দৃঢ় থাকিবে। লবনকরও ক্ষতিপূরণের জামিনস্বরূপ বৈদেশিকদের কাছে (প্রধানতঃ ইংরেজদের নিকট বাঁধা আছে। এইরূপে দেখা যাইতেছে, চীনাগণ স্বদেশে একরূপ পরাধীন হইয়াই রহিয়াছে।

চীন এখনও যে বিদেশী শক্তিদের কৃপাধীন হইয়া আছে, তাহার প্রধান কারণ—চীনের অন্তর্বিরোধ। চীনের শক্তিশালী নেতৃগণ প্রত্যেকেই এক একটী ছোটো খাটো রাজ্যস্থাপনের আশায় মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছেন, একে অপরের কার্য্যে বাধা দিতেছেন, এবং প্রায় সকলেই.

স্বদেশকে উন্নত করিবার মহৎ আকাজ্ক্ষা বিস্মৃত হইয়া ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব ও লাভালাভ লইয়া ব্যস্ত আছেন। নেতৃবর্গের পরস্পরের মধ্যে একতার অভাবে বৈদেশিকদের ক্ষমতা চীনদেশে ক্রমেই দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছে।

কিন্তু চীন এখনও ভারতবর্ষের ন্যায় সম্পূর্ণ পরাধীন হইয়া পড়ে নাই। এখনও তাহার সুশিক্ষিত সৈন্য রহিয়াছে, কামানবন্দুক ও গোলাগুলি রহিয়াছে, তোপখানা রহিয়াছে, এবং এখনও সুদক্ষ সেনাপতিবৃন্দ সৈন্য চালনা করিতেছে। সুতরাং সামরিক নেতৃবৃন্দ যদি একজোট হইতে পারেন, তাহা হইলে স্বদেশকে মুক্ত করা এখনও দুঃসাধ্য হইবে না। কিন্তু একতার অভাবে, বর্ত্তমান চীনের অবস্থা ভারতের মতই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বৈদেশিকদের উপনিবেশগুলি এবং কয়েকটী বড় বড় সহর (যেমন পিকিঙ, ক্যান্টন) ব্যতীত, অবশিষ্ট দেশ এখনও তমসাচ্ছন্ন রহিয়াছে। নামতঃ পিকিঙের শাসনাধীন হইলেও, প্রকৃতপ্রস্তাবে দেশের অনেক অংশ বিভিন্ন টুচুন্‌দের অধীন রহিয়াছে, এবং অনেক অংশে কোনও শাসনই নাই। তবে চীনাগণ শান্তিপ্রিয় এবং নির্ব্বিবাদী বলিয়া প্রসিদ্ধ ; তাহারা রাজশাসনের অপেক্ষা না রাখিয়া, পুরাণ চালে আপন আপন কাজ করিয়া যাইতেছে, সেই জন্য সমগ্র চীনে এখন পর্য্যন্ত অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার তাণ্ডব-নর্ত্তনের কোনও সুবিধা হয় নাই। যাহা কিছু অশান্তি ও গণ্ডগোল চলিতেছে চীনের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে। কিন্তু শান্তিপ্রিয় বলিয়াই যে গ্রামবাসী চীনাদের বর্ত্তমান অবস্থা বাঞ্ছনীয়, একথা কোন মতেই বলা যায় না। হাজার বছরের পুরাণ রীতিনীতি এখনও এই সব অনুন্নত প্রদেশে বলবতী রহিয়াছে, এবং কৃষি ও শিল্পের উন্নতির এখনও অনেক বাকী রহিয়াছে। এরূপ অশিক্ষিত এবং গতানুগতিক জনগণ দেশের বিপদ্ বাড়াইয়াই তুলে, দেশের উন্নতির পথে পর্ব্বতপ্রমাণ বাধার মত দাঁড়াইয়া থাকে।

তবে চীনের বর্ত্তমান অবস্থা অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলেও স্বদেশপ্রাণ ব্যক্তিগণ সেই ঘোর তমিস্রার মধ্যেই আশার আলোক দেখিতে পাইতেছেন। চীনের নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাণশক্তি জাগিয়া উঠিয়াছে। স্বদেশকে বিদেশী শক্তিবর্গের কবল হইতে উদ্ধার করিবার বাসনা ছাত্রদের মনে প্রবল হইতে প্রবলতর আকার ধারণ করিতেছে। পাশ্চাত্য বিদ্যার অনুশীলন করিলেও চীনের নবীন সম্প্রদায় ইউরোপীয় সভ্যতার হীন অনুকরণ করিতেছে না। ইহাই দেশের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা আশার কথা। নব্যতন্ত্রে দীক্ষিত ছাত্রের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং জনসাধারণও এই সকল ছাত্রদের প্রতি উত্তরোত্তর আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছে। চীনদেশে জনসাধারণ যে দলের পক্ষে, সেই দলের জয় একরূপ নিশ্চিত, এমন কি যুদ্ধক্ষেত্রের পরাক্রান্ত সেনাপতিগণও জনমতের নিকট মাথা নত করিয়া থাকেন। কাজেই, ছাত্রগণ যখন জনসংঘকে নিজেদের অনুরক্ত করিয়া তুলিতেছে, তখন চীনের শুভদিনের আর বেশী বিলম্ব নাই, মনে করা যাইতে পারে।

পরিশিষ্ট

এই বই যখন ছাপা হইতেছে সেই সময়ের মধ্যে চীনের অন্তর্বিরোধ বেশ জম্‌কাইয়া উঠিয়াছে। সারা দেশে বিভিন্ন রাষ্ট্রনীতিক ও সামরিক দলগুলির মধ্যে যুদ্ধের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

আধুনিক চীনদেশে অন্তর্বিগ্রহ নেহাৎ মামুলী ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেননা, ১৯১১ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবের পর হইতে, অথবা প্রকৃতপ্রস্তাবে উয়ান্‌ শি কাই-এর মৃত্যুর পর হইতে, টুচুন্‌দের মধ্যে প্রায় প্রতি বৎসরই একচোট করিয়া যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিয়া আসিতেছে।

তবে এবারকার বিগ্রহে একটু বিশেষত্ব আছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে টুচুন্‌রা নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করিয়াছে স্বার্থের জন্য। ক্ষমতা-লোলুপ দলপতিগণ পরস্পরের সর্ব্বনাশ করিয়া প্রত্যেকেই নিজে নিজে বড় হইবার চেষ্টা করিয়াছে। সে সব যুদ্ধবিগ্রহে বিদেশীজাতিদের সহিত চীনের বড় একটা সঙ্ঘর্ষ বাধে নাই। কিন্তু সম্প্রতি যে অন্তর্বিবাদ নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে তাহার ফলাফলে বিদেশীদের স্বার্থহানি ঘটিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে, সুতরাং চীনদেশের ভবিষ্যৎও বহুলপরিমাণে তাহার উপর নির্ভর করিতেছে।

আর একটা বিশেষত্ব হইতেছে—এবারে পরস্পর-বিরোধী দুইটী প্রধান দল দেখা দিয়াছে, এবং এই দুই বিপক্ষ দলের একটা নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যও রহিয়াছে। অন্যান্য বারে স্বস্ব-প্রধান অনেকগুলি দল প্রাধান্যলাভের জন্য লক্ষ্যহীনভাবে বিবাদবিসম্বাদ করিয়াছে।

বলিয়াছি এবারে দুইটী প্রধান বিরুদ্ধদল দেখা দিয়াছে। ইহাদের এক

পক্ষে উ পেই-ফু ও চাঙ্গ্ ট্সো-লিন, অপর পক্ষে ফেঙ্গ্ ইউ-হ্ সিয়াঙ্গ্ (খৃশ্চান সেনাপতি) এবং ক্যান্টন-প্রজাতন্ত্র। ফেঙ্গ্ ইউ হ্ সিয়াঙ্গ্ পিকিঙের উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে উ এবং চাঙ্গের দলবলের সহিত যুঝিতেছেন; তাঁহার দলের নাম কুওমিন্চুন্। ক্যান্টনী দলের নাম কুওমিন্ট্যাঙ্গ্; এই দল ক্রমশঃই উর বিরুদ্ধে উত্তরে অগ্রসর হইতেছে। মাঝখানে উ, কখনো উত্তরে কুওমিন্চুন্ সেনাকে টিপিয়া মারিবার চেষ্টা করিতেছেন, আবার কখনো ছুটিয়া আসিয়া দক্ষিণে দুর্দ্ধর্ষ কুওমিন্ট্যাঙ্গ্ সৈন্যদলের পথ-রোধ করিতেছেন।

চীনের হাল অবস্থা বুঝিতে হইলে, অন্ততঃ গত এক বৎসরের প্রধান ঘটনা বলী মনে রাখা আবশ্যক। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীশ্চান্ সেনাপতি ফেঙ্গ্ ইউ-হ্ সিয়াঙ্গ্ অতর্কিতে পিকিঙ অধিকার করিলে, চাঙ্গ্ ট্সো-লিনের সহিত যুদ্ধোন্মুখ মার্শাল উ সংগ্রাম-ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া মধ্যচীনে প্রস্থান করিলেন। ইহার পর উ পুরাতন বৈরী চাঙ্গের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন। তখন উভয়ে মিলিয়া খ্রীশ্চান্ সেনাপতিকে পরাভূত এবং পিকিঙ্ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে, খ্রীশ্চান সেনাপতি পিকিঙের কিঞ্চিৎ দূরে উত্তর-পশ্চিমে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। এই ঘটনার পর উত্তরে পিকিঙ্ হইতে দক্ষিণে ইয়াঙ্গ্ ট্জি নদীর তটস্থিত হ্যান্কাউ সহর পর্য্যন্ত ভূভাগের শাসন মার্শাল উ নিয়ন্ত্রিত করিতে লাগিলেন। এই সুবিস্তৃত অংশের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রদেশগুলির শাসনকর্ত্তার পদে কয়েকজন টচুন্ আছে (এই সব টুচুন্রা অনেকটা শিবাজীর পূর্ব্ববর্ত্তী ভুঁইয়াদার এবং মুসলমান আমলের রাজপুতানার সর্দ্দারদের মত)। তাহারা প্রায় সকলেই উ পেই-ফুকে একরকম ছত্রপতি অথবা সার্ব্বভৌমরূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। কিন্তু ইহার মধ্যে উ যদি বিপক্ষদলের নিকট পরাজিত হন, তাহা হইলে টুচুন দের মধ্যে অনেকেই বিজয়ী-দলে যোগ দিতে পারে।



মাঞ্চুরিয়ার শাসনকর্ত্তা মার্শাল চাঙ্গ্ ট্সো-লিন

বল্‌শেভিক্‌দের উপর মার্শাল উ হাড়ে-হাড়ে চটা। সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, সোভিয়েট্‌ গভর্ণমেণ্ট উৎকোচের প্রলোভন দেখাইয়া এবং অন্যান্য উপায়ে উকে নিজেদের দলে ভিড়াইবার প্রয়াস পাইয়াছে, কিন্তু মার্শাল উ ঘৃণাভরে সোভিয়েটের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। উ কেবল সোভিয়েট্‌কে শতহস্ত দূরে রাখিয়াই ক্ষান্ত নাই, চীনদেশ হইতে বল্‌শেভিক্‌দিগকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতেও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন।

কুওমিন্‌চুন্‌ ও কুওমিন্‌ট্যাঙ্গ দলদ্বয় সোভিয়েট্‌ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বন্দুককামান, গোলাগুলিবারুদ প্রভৃতি পাইতেছে; অনেক ধুরন্ধর রণনীতিজ্ঞ রুশ সেনাপতি উক্ত দুই দলের সংগ্রাম-পরিচালনায় পরামর্শ দিতেছে এবং আরও নানা প্রকারে সোভিয়েট্‌ উহাদিগকে সাহায্যদান করিতেছে। কেবল তাহাই নহে। কুওমিন্‌চুন্‌ ও কুওমিন্‌ট্যাঙ্গ্‌ দলেরা বল্‌শেভিজম্‌ মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছে, সেই জন্য তাহাদের সৈন্যরা আজকাল 'রক্তফৌজ' নামে অভিহিত হইতেছে। এই 'রক্তফৌজ' নামটী সর্ব্বপ্রথম রাশিয়ার বল্‌শেভিক্‌রা নিজেদের প্রতি ব্যবহার করে, কারণ তাহারা তখন লাল-কুর্ত্তি পরিধান করিত। এই সব কারণে মার্শাল উ দুই কুওমিন্‌ দলের উপর মর্ম্মান্তিকরূপে ক্রুদ্ধ। তাঁহার সঙ্কল্প হইতেছে উহাদিগকে, বিশেষতঃ উত্তরের কুওমিন্‌চুন্‌কে সমূলে নিপাত করিয়া, চীন হইতে বল্‌শেভিক্‌ উপদ্রবের অবসান করা।

এখন, যে কুওমিন্‌দল দুইটীর উপর মার্শাল উর এত রাগ, তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা আবশ্যক। ফেঙ্গ্‌ ইউ-হ্‌সিয়াঙ্গের কুওমিন্‌চুন্‌-দলের সৈন্যগণ আজকাল সমগ্র চীনে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইতেছে। তাহাদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগিয়া উঠিয়াছে, এবং তাহারা প্রকৃতই স্বদেশের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যুদ্ধ করিতেছে। স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ কুওমিনচুন-দলের

সুশিক্ষিত এবং সংহতিবদ্ধ 'রক্তফৌজ', মাঞ্চুরিয়ায় জাপানী আধিপত্যের কাল হইয়া উঠিয়াছে। কারণ তাহারা যদি পিকিঙে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহা হইলে জাপানকে মাঞ্চুরিয়া হইতে পাত্‌তাড়ি গুটাইতে হইবে। এই জন্য জাপান মার্শাল চাঙ্গ্ ট্সো-লিনকে কুওমিন্‌চুন্-দল এবং সোভিয়েটের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছে। জাপানের প্ররোচনাতেই চাঙ্গ্ উর সহিত মিতালি করিয়া ফেঙ্গের সঙ্গে সংগ্রাম করিতেছেন। নচেৎ, চীনের আভ্যন্তরিক বিবাদবিসম্বাদের মধ্যে মাথা গলাইতে চাঙ্গ্ বিশেষ রাজী নহে—অন্ততঃ যে পর্য্যন্ত তাঁহার নিজের স্বার্থে আঘাত না লাগিতেছে। চাঙ্গের সহিত উর এই যে মিতালি, ইহার কোনও দৃঢ় ভিত্তি নাই বলিয়া, বোধ হয় বেশী দিন টিকিবেনা। ইতিমধ্যেই নাকি তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে।

এই ত গেল কুওমিন্‌চুনের কথা। ও দিকে দক্ষিণে ক্যান্‌টন্ প্রজাতন্ত্রের কুওমিন্‌ট্যাঙ্গ্ দলও বিষম গণ্ডগোলের সূচনা করিয়াছে। উত্তরে কুওমিন্‌চুন্ দল যেমন জাপানের ভয়ের কারণ হইয়া উঠিয়াছে, দক্ষিণে কুওমিন্‌ট্যাঙ্গ্ তেমনি হংকং-এর ইংরেজদিগকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। ১৯২৫ সালের ২৩জুন ক্যান্‌টন্ সহরে চীনাদের সহিত ইংরেজদের হাঙ্গামা বাধে। ইংরেজদের তরফ হইতে চীনা জনতার উপর গুলি চলে এবং কয়েক-শত চীনা আহত ও নিহত হয়,এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই গুলি-চলার পর হইতে ক্যান্‌টন্ সহরের চীনা শ্রমিকবৃন্দ ইংরেজদের বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘট, এবং বিলাতী-মালের বয়কট্ (বর্জ্জন) আরম্ভ করে। হংকংএর শ্রমিকবৃন্দ ইহার কিছু পূর্ব্ব হইতেই ইংরেজদের ব্যবহারে অত্যন্ত চটিয়া ছিল,তাহারাও ক্যান্‌টনের শ্রমিকদের সহিত ধর্ম্মঘটে যোগ দিল। কুওমিন্‌ট্যাঙ্গ্ দল এই ধর্ম্মঘটকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করিতে লাগিল। তাহার ফলে আজ পর্য্যন্ত ধর্ম্মঘট ও বিলাতী-মাল-বর্জ্জন চলিতেছে।

হংকং-দ্বীপ পূর্ব্ব-এসিয়ায় ইংলণ্ডীয় পণ্যের বৃহত্তম বাজার, কাজেই প্রায় তেরমাস ব্যাপী ধর্ম্মঘট ও বয়কটে ব্রিটিশ ব্যবসাবাণিজ্যের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে, এবং হংকংএর ইংরাজ বাসিন্দারা নিরতিশয় অসুবিধায় পড়িয়াছে। সম্প্রতি এই ধর্ম্মঘট ও বয়কট্ মিটাইবার জন্য হংকংএর কর্ত্তৃপক্ষ ক্যান্টন্ গভর্ণমেণ্টের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতেছেন। বস্তুতঃ ক্যান্টন্ ও হংকংএর ধর্ম্মঘট ও বয়কট্‌কে এক বৎসরেরও উপর সুচারুরূপে চালাইয়া, ক্যান্টন্-গভর্ণমেণ্ট্ ইংরেজদের জারিজুরি অনেক পরিমাণে ভাঙ্গিয়া দিয়াছে; চীনে ব্রিটিশ্ প্রতিপত্তির হ্রাস হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

উর সহিতও কুয়োমিন্‌ট্যাঙ্গ্ দলের 'রক্তফৌজের' প্রবল সংঘর্ষ চলিতেছে। 'রক্তফৌজ', সেনাপতি চিয়াঙ্গ্ কাই-শেকের নেতৃত্বে উ পেই-ফুর বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া, উচাঙ্গ্ সহর অধিকার করিয়াছে, এবং উচাঙ্গের ঠিক অপরদিকে, ইয়াঙ্গ্‌ট্‌জি নদীর পরপারে অবস্থিত, হ্যানিয়াঙ্গ্ সহর দখল করিয়াছে। হ্যানিয়াঙ্গ্ মার্শাল উর কর্ম্মকেন্দ্র হ্যান্‌কাউ সহরের সন্নিহিত, এস্থানে চীনের বৃহত্তম তোপখানা আছে।

কুওমিন্‌চুন্ ও কুওমিন্‌ট্যাঙ্গ যদি উ পেই-ফুকে এবং তাঁহার চেলা-চামুণ্ডাদিগকে পরাজিত করিতে পারে, তাহা হইলে বর্ত্তমান চীনের ইতিহাসের ধারা ভিন্নপথে প্রবাহিত হইবে। যদিও কুওমিন্ দল দুইটী এখন পর্য্যন্ত,পরস্পরের সঙ্গে কোনওরূপ যোগ আছে বলিয়া স্বীকার করে নাই; কিন্তু তাহাদের কার্য্যকলাপে সকলেরই দৃঢ়বিশ্বাস হইতেছে যে, উত্তর ও দক্ষিণের কুওমিন্ দলেরা একযোগে, একই লক্ষ্য লইয়া যুদ্ধ করিতেছে। তা-ছাড়া এই দুই দলের মধ্যে অনেক বিষয়ে মিল আছে। প্রথমতঃ উভয়দলই বল্‌শেভিজ্‌ম্-মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়াছে, এবং সোভিয়েট্ সরকারের নিকট বহু প্রকারে সাহায্যলাভ করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ উভয় দলই ডাঃ সান্ ইয়াট্ সেনের রাষ্ট্রীয় মতাবলীতে বিশ্বাসী এবং চীনের পূর্ণস্বাধীনতার পক্ষপাতী।

কাজেই শেষ পর্য্যন্ত যদি এই দুই দল মিলিয়া মিশিয়া চলিতে পারে, তাহা হইলে চীনের পূর্ব্বদিগন্তে স্বাধীনতা-সূর্য্যের অরুণচ্ছটা বিকশিত হইয়া উঠিতে আর অধিক বিলম্ব হইবে না।

সম্পূর্ণ

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি		শুদ্ধ
৫	১১	পর্য্যন্ত	পয্যন্ত
„	১৪	গ্রন্থবলীর	গ্রন্থাবলীর
৭	১৭	মাঞ্চুরিরা	মাঞ্চুরিয়া
„	২১	কন্‌কিউসিয়াসের	কন্‌ফিউসিয়াসের
৮	৭	ঠেকাইগ্না	ঠেকাইয়া
৯	৯	নিত্যাকার্য্য	নিত্যকার্য্য
১০	৮	অদ্ভূত	অদ্ভুত
১১	১৩	অন্তর্ভ ুত	অন্তর্ভূ্ত
১৩	৩	সচ্ছন্দে	স্বচ্ছন্দে
১৪	৭	আমোদে	আমোদ
১৮	৭	শুরু	গুরু
২১	৪	মাঞ্জুজাতি	মাঞ্চুজাতি
২৪	২২	রাষ্টীয়	রাষ্ট্রীয়
২৫	১৫	"আমাদের ভারতবর্ষে, মুসলমান"—এই শব্দ গুলির পর—"প্রাধান্যকালে. বিভিন্ন প্রদেশ গুলির"—এই শব্দগুলি বসিবে।	
৩০	৭	সকলহে	সকলেই
৩২	২	করিম্নছিল	করিয়াছিল
„	৫	সগুণের	সদ্‌গুণের

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩২	৭	পুর্ব্বক	পূর্ব্বক
”	১৭	হনপুলুতে	হনলুলুতে
৪৯	১৩	কব	কর
”	১৪	সম্রাট	সম্রাট্‌
৬৯	১	সাম্রাজ্ঞী	সম্রাজ্ঞী
৭৫	৩	বিদেশী-ধ্বংশের	বিদেশী-ধ্বংসের
৭৬	১৭	ধ্বংশ	ধ্বংস
৭৭	১৪	মাঞ্চ	মাঞ্চু
৭৯	২২	চীনদেশও	চীনদেশেও
১১৭	২	প্লাফার্ড	প্লাকার্ড
		হ্মাণ্ডবিল	হ্যাণ্ডবিল